মোহিনী

শ্রীমতী সুলেখা দেবী লিখিত

ও

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি,এ

সম্পাদিত।

আষাঢ় ১৩৩৫

মূল্য ১৲ এক টাকা

নিবেদন

'মোহিনী' ১৩৩৩ সনের গল্প-লহরীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্প-লহরী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় পাণ্ডু-লিপিখানি আগাগোড়া সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উপন্যাসখানির সহিত সম্পাদকরূপে তাঁহারও নাম সংযোজিত করিয়া দিলাম। পুষ্পপাত্রের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকটও আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁহারই আগ্রহ ও চেষ্টায় 'মোহিনী' পুস্তকাকারে বাহির হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে।

নিবেদিকা শ্রীমতী [illegible]লেখা দেবী

মোহিনী

১

"ও কি তুমি অমন করে টল্‌চ কেন?" এই বলিয়া মোহিনী অমল কুমারের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়াই দুই এক পা পিছাইয়া আসিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "আঁা তুমি মদ খেয়েছ!"

অমল তেমনই ভাবে টলিতে টলিতে জড়িত কণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা বল্‌ব না, খেয়েছি, তবে বেশী না, একটুখানি, বন্ধুবান্ধবরা ছাড়লে না, কি করব। তুমি রাগ করলে মোহিনী?"

মোহিনী বলিল, "আবার খেলে কিন্তু রাগ করব। ও বিষ তুমি খেয়ো না,—কেউ বল্‌লেও খেয়ো না"

অমল বলিল, "আচ্ছা খাব না, তুমি দেখ আর খাব না!" এই কথা বলিতে বলিতে সে শয্যার উপর ঢলিয়া পড়িল।

মোহিনী আর দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া পাখা লইয়া অমলকে ব্যজন করিতে লাগিল। তাহার

কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন বন্ধুবান্ধবও মানুষের হয়, যাহারা জোর করিয়া ঐ বিষগুলা গিলাইয়া দেয়! অমল যে ইচ্ছা করিয়া মদ খাইয়াছে, এ কথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

কিন্তু পর পর তিন দিন যখন তাহার সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া অমল মদ খাইয়া রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে মোহিনীদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন মোহিনী মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিল। অমল যে দিন দিন মদের মাত্রা বাড়াইয়াই চলিয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে কি আজীবন মাতালের সঙ্গিনী হইয়া থাকিতে হইবে? যে কথাটা একটী দিনের জন্যও তাহার মনে উদয় হয় নাই, ভাবিতে ভাবিতে সেই কথাটা হঠাৎ আজ তাহার মনে উদয় হইল। সে শিহরিয়া উঠিয়া একবার নেশাবিভোর অমলের মুখের দিকে চাহিল। যদি সত্যই অমলের মনে কোন কুমতলব থাকে? তাহার সারা দেহ কেমন ঝিমঝিম করিতে লাগিল। কোন কিছু ভাবিয়া দেখিবার মত শক্তিও সে যেন হঠাৎ হারাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল, তখন এক এক করিয়া অমলের সমস্ত কথা ও ব্যবহারের অলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। আজ কি জানি কেন যেন সে অমলের সমস্ত কথা ও ব্যবহারের মধ্যে কৃত্রিমতার ছাপ দেখিতে পাইল। তাহার সারা বুক জুড়িয়া রুদ্ধ ক্রন্দন হাহাকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশঙ্কাউদ্বেলিত অন্তরে আশার আলোক পাত করিয়া কে যেন বলিল, "না না, এত বড় অন্যায়, এত বড় অবিচার কি মানুষ করিতে পারে? তাহারা ত অমলের নিকট এমন কোন অপরাধ করে নাই, যাহার জন্য সে তাহাদের এত বড় শাস্তির

বিধান করিবে? মিথ্যা আশঙ্কা, অমল মদ খাইতে পারে, কিন্তু এত নীচ, এত নির্দ্দয় সে হইতে পারে না।"

এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। মোহিনীর চিন্তাস্রোতের গতিরুদ্ধ হইয়া গেল। অমল খাটের উপর পড়িয়া অসম্বৃতভাবে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল। মোহিনী করপুটে ললাট সন্নিবিষ্ট করিয়া মেঝের উপর বসিয়াছিল, মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহার বৃদ্ধ মাতামহ কক্ষের অভিমুখে আসিতেছেন। মোহিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মোহিনীর মাতামহ আশুতোষ বলিলেন, "আমি অমলের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ী গিয়েছিলাম, শুনলাম সে কোথায় বেরিয়েছে বাড়ী নেই, সে কি এখানে এসেছিল দিদি?"

বক্ষের স্পন্দন কোন রকমে চাপিয়া মোহিনী বলিল, "হ্যাঁ দাদু এসেছেন, বোধ করি তাঁর শরীরটা ভাল নেই তাই এসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

আশুতোষ বলিলেন, "তা হ'লে এখন আর তাকে ডেকে কাজ নেই দিদি, এ মাসে একটা দিন ছাড়া আর দিন নেই। সেই দিনই কাজটা সমাধা করে ফেল্‌তে হবে, সাম্‌নে চৈত্র মাস, সে মাসে আর বিয়ে হবে না। সেই কথা বল্‌বার জন্যেই অমলের কাছে গিয়েছিলাম দিদি।"

মোহিনী মাথা হেঁট করিয়া রহিল। লজ্জায় আশঙ্কায় তাহার বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতে লাগিল।

আশুতোষ বলিলেন, "আজ যাবার সময় অমল যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায় দিদি।"

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া মোহিনী নতমুখে বলিল, "কাল সকালে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে বল্‌ব দাদু।"

আশুতোষ মনে মনে ভারী খুসী হইলেন। তিনি বুঝিলেন, অমলের দেহটা আজ ভাল নাই বলিয়াই তাঁহার দিদি এই ব্যবস্থা করিয়াছে। অমল মদ খাইয়া আসিয়াছে, পাছে আশুতোষের কাছে ধরা পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় যে মোহিনী কাল সকালে দেখা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা যে বৃদ্ধের কল্পনারও অতীত ছিল। তিনি প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "তাই তবে দিদি। সবই ত ঠিক হ'য়ে আছে, আমিও প্রস্তুত হ'য়ে আছি, কেবল দিনটা স্থির করা বাকি। তা কালই ঠিক করে নেব।"

আশুতোষ চলিয়া গেল, মোহিনী চৌকাঠের উপর হাত রাখিয়া সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। খানিক পরে সে আবার মেঝের উপর গিয়া বসিল।

তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রক্তিম কিরণ উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া কক্ষতল রঞ্জিত করিয়া তুলিল। অমল শয্যার উপর বার দুই এ পাশ ও পাশ করিয়া উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে জড়িত চোখে চাহিতে লাগিল। তারপর মোহিনীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওখানে কেন মোহিনী, কাছে এস।"

মোহিনী কোন উত্তর দিল না, নড়িল না, তেমনই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অমল হাসিয়া বলিল, "মদ খেয়ে এসে এসেছি বলে রাগ করেছ? বেশ আর খাব না।"

এবার মোহিনী কথা কহিল, বলিল, "রোজই ত বল আর খাব না। আবার খেয়েও এস, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।"

অমল শয্যা হইতে নামিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল এবং তাহার কুসুমপেলব হাতখানি ধরিয়া বলিল, "তোমায় ছুঁয়ে বলছি আর মদ খাব না, তা হ'লে ত বিশ্বাস করবে?"

মোহিনী একেবারে জল হইয়া গেল। অমলের অঙ্গুলিগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "দাদামশায় এসেছিলেন তোমায় কি বল্‌তে।"

অমল হাসিয়া বলিল, "উনি এসেছিলেন নিশ্চয়ই বিয়ের দিন স্থির করবার কথা বল্‌তে, না হয় দু'মাস পরেই বিয়ে হবে, তার জন্য ব্যস্ত হবার কি আছে। তুমি তাঁকে তাই বলে দিও। এ মাসে একটা বই ত আর দিন নেই, সেই বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসেই হবে।"

কি জানি কেন মোহিনীর অন্তর আবার আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। মাঘের প্রথমেই বিবাহ হইবার কথা ছিল; মাঘ গেল, ফাল্গুনও শেষ হইয়া আসিল, অথচ বিবাহের দিন ক্রমাগত অমল পিছাইয়া দিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়, এই মাসেই বিবাহ হওয়া চাই। কিন্তু নিজের বিবাহের কথা সে নিজের মুখে বলিতে পারিল না, কেমন একটা সঙ্কোচ আসিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরে অমল যখন বাটীর বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় আশুতোষের সহিত দেখা হইয়া গেল। সে খানিকটা দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, "আপনার নাতনীকে বলে এসেছি, তার

কাছে শুনবেন।" এই বলিয়া তাঁহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া সে চলিয়া গেল।

আশুতোষ বিষণ্ণ মুখে ভিতরে গিয়া মোহিনীকে প্রশ্ন করিলেন, "দিদি, অমল কি বলে গেল?"

মোহিনী লজ্জায় মুখ নত করিয়া বলিল, "বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের কথা বলে গেলেন।"

আশুতোষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "না না, তা কিছুতেই হয় না, আমি দেরী করতে পারি না; অনেক দেরী করে ফেলেছি আর পারি না; আমি এখনই গিয়ে তাকে সে কথা বলে আসছি, এই মাসেই আমি বিয়ে দেব, কোন কথা শুনব না।" এই বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে মোহিনী তাহার মাতামহকে এতটা উত্তেজিত হইতে দেখে নাই, ইহা তাহার নিকট নূতন ঠেকিলেও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না। বরং তাহার মনে হইল, বহুপূর্ব্বে ইহার মীমাংসা করিয়া লওয়া তাঁহার উচিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইল, অমলের সহিত তাহারও এতটা মেলামেশা উচিত হয় নাই; কি জানি অমল যদি শেষ পর্য্যন্ত বিবাহে রাজি না হয়। তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। যাহাকে সে স্বামী বলিয়া জানে, তাহার সহিত অবাধে মেলামেশা কি অন্যায় হইয়াছে? দোষের হইলে তাহার দাদু কখনও অমলের সহিত তাহাকে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে দিতেন না। ভাবিতে ভাবিতে মোহিনী অশান্ত হৃদয়ে গৃহ-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিল। কিন্তু কোন কাজই সে শৃঙ্খলার সহিত

করিতে পারিতেছিল না। কবে কোন্ সূত্রে অমলের সহিত তাহার পরিচয় হয়, সেই পরিচয় ধীরে ধীরে কেমন করিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে, সেই সব কথা কেবলই তাহার মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিল। সে প্রায় আট মাস পূর্ব্বেকার ঘটনা। অমাবস্যার রাত্রি, চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। গভীর রাত্রে সমস্ত গ্রামখানি যখন থম্‌থম্ করিতেছিল, এমন সময় গ্রামেরই কয়জন দুর্ব্বৃত্ত যুবক আশুতোষকে বাঁধিয়া মোহিনীকে বলপূর্ব্বক গৃহ হইতে ধরিয়া লইয়া যায়। তার পর মোহিনীর কাতর ক্রন্দন, প্রাণপণ চীৎকার উপেক্ষা করিয়া যখন তাহারা বালিকার চরম সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়, ঠিক সেই সময়ে এই অমল তাহাকে উদ্ধার করে। অমলের হাতে বন্দুক ছিল, সেই বন্দুকের ভয়ে দুর্ব্বৃত্তেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। অমলের সহিত আরও তিন চারিজন লোক ছিল, তাহাদের সাহায্যে অমল মোহিনীকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। তারপর মাস তিনেক অতিবাহিত হইয়া যায়, গ্রামের লোকের অত্যাচারে আশুতোষ মোহিনীকে লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া বাস করেন। মাস দুই পূর্ব্বে একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে মোহিনী সবে মাত্র স্নান করিয়া সিঁড়ির উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় অমলের দৃষ্টিপথে সে পতিত হয়, কিন্তু কেহ কাহাকে চিনিতে পারে না। সেই অমাবস্যার রাত্রে অমল যখন মোহিনীকে উদ্ধার করিয়াছিল, তখন অন্ধকারে মোহিনীর অপূর্ব্বরূপ অমলের চোখে পড়ে নাই, মোহিনীও তাহার উদ্ধার-কর্ত্তার মুখ দেখিতে পায় নাই। অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে মোহিনীর দিকে চাহিয়া রহিল। তখন মোহিনীর যৌবনশ্রী ও তপ্তকাঞ্চন বর্ণ সিক্ত বসন ভেদ করিয়া অমলের

চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়াছিল। অমল সন্ধান করিয়া মোহিনীর বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যে উভয় পক্ষের পরিচয় হইয়া গেল। এতদিন পরে সেই সাহসী পরোপকারী যুবককে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর পাইয়া আশুতোষ ও মোহিনী উভয়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সেই দিন হইতে অমল প্রতিদিন আশুতোষের গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিল। মোহিনীর সহিত প্রত্যহই তাহার দেখা হইত এবং দুই একটী কথাবার্ত্তাও হইত, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। এমনই ভাবে সপ্তাহ খানিক চলিল। তারপর আশুতোষের নিকট তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া অমল উপযাচক হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিল। আশুতোষ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। করণীয় ঘর, বিবাহের কোন বাধাই নাই। বিনা অপরাধে তিনি সমাজচ্যুত, মোহিনীর কি করিয়া বিবাহ দিবেন এই ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া থাকিতেন; এমন সুপাত্র ও অবস্থাপন্ন ঘরে মোহিনী পড়িবে ইহা যে বৃদ্ধের কল্পনারও অতীত ছিল! সেই দিন হইতে তাহার গৃহে অমলের অবাধ গতিবিধি হইল। স্বামী কল্পনা করিয়াই মোহিনী তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিল না।

২

অমল তখন সবেমাত্র বাড়ীতে মজলিস বসাইবার আয়োজন করিতেছিল' এমন সময় আশুতোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অমল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার যা বল্‌বার তা ত আপনার নাতনীর কাছে বলেছি।"

আশুতোষ তেমনই উদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "আর দেরী করা উচিত নয়, সেই কথাই তোমায় বল্‌তে এসেছি!"

অমল বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "এ মাসে কিছুতেই বিয়ে হ'তে পারে না, আপনার সে জন্যে ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই; যবে আমার সুবিধে হবে, বিয়ে করব, এ তো জোর জবরদস্তির কথা নয়।"

আশুতোষ তাহার জীর্ণ বক্ষে বিষম বেদনা বোধ করিলেন, কোন রকমে সে বেদনা চাপিয়া বলিলেন, "আমার অবস্থা ত তুমি সবই জান, জেনে শুনেও তুমি দয়া করে আমার নাত্‌নীকে গ্রহণ কর্‌তে চেয়েছ, না হ'লে কি আমি সাহস করে তোমাকে এ কথা বল্‌তে পারতাম্!" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। তিনি দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া কম্পিত হস্তে অমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন; "দাদা আমায় রক্ষে কর।"

ইহার পর অমল হঠাৎ আর কোনও রূঢ় কথা বলিতে পারিল না। সে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বলিল, "তবে আপনি কেন মিছে পীড়াপীড়ি করছেন। সব দিক সামলে ত আমায় এ কাজ করতে হবে, তাই সময়ের দরকার। আমি যখন বুঝব, সময় হয়েছে, তখন সব ঠিক করে ফেল্‌ব। আপনাকে কিছু বল্‌তে হবে না। এই কথাই রইল, তা হ'লে আপনি এখন যান।"

আশুতোষ ভগ্ন হৃদয়ে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ত জোর করিয়া বলিবার কিছু নাই। সে নির্য্যাতিত, দয়ার পাত্র, ভিখারী। ভিখারীর আবার দুঃখ-বেদনা, ভিখারীর আবার মান সম্ভ্রম! তাহার ত সবই ছিল, সমাজের অন্যায় অত্যাচারে সে যে সব হারাইয়াছে। তারপর বাকি যে টুকু ছিল, তাহা সে আশার ছলনায় স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়াছে। এখন সে একেবারে নিরুপায়! আসিবার সময় সে যে বড় জোর গলায় তাহার নাতিনীকে বলিয়া আসিয়াছিল, 'এই মাসের মধ্যেই বিয়ে দেব, আর দেরী করতে পারি না'; কিন্তু তাহার সে জোর এখন র'হিল কোথায়? তখনই তাহার বোঝা উচিত ছিল, তাহার উপর কিছুই নির্ভর করে না, অমল যাহা হুকুম করিবে তাহাই তাহাকে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এখন তাহার নাতিনীকে গিয়া সে কি বলিবে? ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই বহুজনাকীর্ণ ঘাটের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। তখন সেখানে কোথাও বা কথকতার লড়াই, কোথাও বা কীর্ত্তন, কোথাও বা ধর্ম্মের বক্তৃতা চলিতেছিল। অন্য দিন হইলে আশুতোষ কীর্ত্তনের দলের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িতেন, কিন্তু

আজ তাঁহার কিছুই ভাল লাগিল না। কি করিয়া এই নূতন বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন, বসিয়া বসিয়া তাহাই কেবল ভাবিতে লাগিলেন। সমাজচ্যুত হইয়াও তিনি একটী দিনের জন্যও মনের বল হারান নাই,—তিনি জানিতেন এই মিথ্যা অপবাদকে একদিন না একদিন তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন। কিন্তু মিথ্যা আশার মোহে ভুলিয়া তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত সে কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা মনে করিতে তাঁহার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া উঠিল, তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রমে ঘাটটি যখন লোক-বিরল হইয়া আসিল, মিলিত কণ্ঠের কোলাহল প্রায় থামিয়া গেল, তখন আশুতোষ একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গভীর ভক্তিভরে মা গঙ্গার উদ্দেশে বারম্বার প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চিন্তাজর্জ্জরিত অন্তরে গৃহাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি এক সময় হতাশ অন্তরে কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন, যাহা হইবার হইয়াছে, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত মোহিনীকে তিনি অমলের সহিত আর মিশিতে দিবেন না।

মাতামহের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া মোহিনী উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া পথ পানে চাহিয়া বসিয়াছিল, দূর হইতে আশুতোষকে দেখিয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

আশুতোষ গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বিয়ে কবে হবে তার কিছুই ঠিক হ'ল না দিদি! তাই আমার ইচ্ছে বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আর—" হঠাৎ তিনি থামিয়া গেলেন, বক্তব্য শেষ করিতে পারিলেন না।

মোহিনী

তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী মোহিনী তাঁহার অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম তখনই বুঝিয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সে নিজের কর্ত্তব্যও স্থির করিয়া ফেলিল। সেদিন দুই জনের মধ্যে আর কোনও কথা হইল না। দুইজনেই অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট শয্যায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মোহিনী বিনিদ্র অবস্থায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল। প্রতিদিন গৃহকর্ম্ম সারিয়া সে স্নানে যাইত, আজ সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া সে ঘাটের দিকে ছুটিল এবং অতি সত্বর স্নান সারিয়া গৃহে ফিরিল। সে মনে মনে আশা করিয়াছিল অমল আজ ঠিক সকালে আসিয়াই উপস্থিত হইবে। সারারাত্রি ভাবিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, অমল আসিলে সে তাহার পায়ের উপর পড়িয়া বলিবে,—তুমিত অনেকদিন আগেই পায়ে স্থান দিয়াছ, আমায় পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, শুধু মন্ত্র পড়িয়া নারায়ণ সাক্ষী করিয়া সেই সম্বন্ধটা চিরস্থায়ী করিয়া লও, আমার দাদুকে চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি দাও,—আমায় আর ব্যথা দিও না। গৃহকর্ম্মের মধ্যে সে কেবলই অমলের পদশব্দ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। কিন্তু অমল আসিল না। মোহিনী তাহার উৎকণ্ঠিত মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে, সকালে ত অমল প্রত্যহ আসে না, মধ্যাহ্নে আহারের পর সে নিশ্চয় আসিবে। মধ্যাহ্ন পার হইয়া গেল, অপরাহ্ন আসিয়া পড়িল, তবু অমল আসিল না। মোহিনী মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আজ প্রায় দুই মাস হইল অমলের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, এমন একটা দিনের কথা সে মনে করিতে পারিল না,

যেদিন অমলের সহিত তাহার দেখা হয় নাই। নিশ্চয় তাহার কোন পীড়া হইয়াছে—কিন্তু কে তাহার সংবাদ আনিয়া দিবে? তাহার দাদুকে ত মুখ ফুটিয়া সে কিছু বলিতে পারিবে না। এমনই উৎকণ্ঠার মধ্যে সারাদিন সারারাত্রি তাহার অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিন বেলা নয়টার সময় অমল আশুতোষের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আশুতোষ তখন গৃহে ছিলেন না, বাজার করিতে গিয়াছিলেন!

অমলকে দেখিয়া মোহিনীর গত দিনের সমস্ত উৎকণ্ঠা এক নিমিষে বিদূরিত হইয়া গেল। সে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "কাল তুমি এলে না, আমার বড্ড ভাবনা হ'য়েছিল, অসুখ বিসুখ করে নি ত?"

অমল হাসিয়া বলিল, "ভালই ছিলাম, এমনই আসি নি।"

মোহিনী মনে মনে বলিল, পুরুষ মানুষ এমনই নিষ্ঠুর বটে!

অমল বলিল, "দেখ আজ তোমায় একটা স্পষ্ট কথা বল্‌তে এলাম। আর ভাঁড়াভাঁড়ি করতে ভাল লাগে না,—তোমায় আমি বিয়ে করতে পারি না।"

মোহিনী কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের সম্মুখে সমস্ত যেন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া সে চাহিয়া দেখিল অমল স্থিরভাবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সে ভীতিব্যাকুল দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি বললে?"

অবিচলিত কণ্ঠে অমল বলিল, "শোন মোহিনী, অতটা উতলা হয়ো

না, স্থির হ'য়ে সব কথা ভেবে দেখ, তুমি জান সমাজে তোমার স্থান নেই, সমাজের চোখে তুমি পতিতা।"

মোহিনী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তোমার চোখেও কি আমি পতিতা?"

অমল বলিল, "আমায় বাধা দিও না, সব কথা বল্‌তে দাও। যে দিন তোমায় উদ্ধার করে আনি, সেদিন তোমার ভুবন-ভুলানো রূপ আমার চোখে পড়েনি, চোখে পড়লে কি করতুম তা বলতে পারি না। তারপর যেদিন প্রথম ভিজে কাপড়ে তোমায় দেখলুম, সেদিন আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম, তারপর সব কথাই তুমি জান। তোমাকে আমি সত্যই ভালবাসি, বিয়ে হ'লেও এর চেয়ে বেশী তোমায় ভাল-বাস্‌তে পারতুম না।"

অমলের কথাগুলা মোহিনীর কানের মধ্যে বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে একেবারে অবশ বিবর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সেই রক্তশূন্য পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "না, কথাটা সেরে ফেলি, ভেবে দেখলুম, সমাজে থাক্‌তে গেলে, তার আইন কানুন মেনেই চলতে হবে। তোমাকে বিয়ে করলে আমায় সমাজে পতিত হয়ে থাক্‌তে হ'বে, তাই বিয়ে তোমায় করতে পারি না, কিন্তু আমি তোমায় পত্নীর আদরেই রাখব, আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস, আমার কথা তুমি কিছুতেই ঠেল্‌তে পারবে না।"

মোহিনী আর সহ্য করিতে পারিল না, ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি ভণ্ড, প্রতারক, তুমি যাও আমার সামনে থেকে।"

অমল উত্তেজিত না হইয়া হাসিয়া বলিল, "মোহিনী আমি বুঝতে পারছি তুমি রাগ করে এ কথা বল্‌চ, কিন্তু আজ দেড় মাস যাকে স্বামীর আদরে হৃদয়ে স্থান দিয়ে এসেছ তাকে কি এক কথায় ঠেলে ফেল্‌তে পার ?"

সহসা মোহিনী তাহার পায়ের উপর পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমায় ভাসিয়ে দিও না, আমায় পায়ে স্থান দাও।"

তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া অমল বলিল, "তোমায় কি ভাসিয়ে দিতে পারি মোহিনী ! তোমার ঐ রূপ আমায় পাগল করে রেখেছে, তোমায় ছুঁয়ে বলছি আমি তোমায় স্ত্রীর আদরে রাখব— শুধু বিয়ে করতে পারব না।"

মোহিনী তাহার স্পর্শ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "এই তোমার শেষ কথা ?"

অমল বলিল, "তুমি অবুঝ হও না মোহিনী।"

মোহিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল, "এতদিন অবুঝ ছিলাম, তাই একটা মাতাল প্রতারককে বিশ্বাস করেছিলাম, তার ফল ত হাতে হাতে পেয়েছি, আর আমি অবুঝ হব না। তোমায় আবার জিজ্ঞেস করছি, এই তোমার শেষ কথা ?"

অমল বলিল, "আমার যা বল্‌বার ছিল তা ত বলেছি।"

মোহিনী পাষাণ মূর্ত্তির মত কঠিন হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। একটা ঝড় উঠিবার সূচনা করিয়া আকাশটা যেমন থমথমে হইয়া থাকে, মোহিনীর ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এখনও দাঁড়িয়ে আছ, বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ী থেকে।"

অমল বিদ্রূপভরে বলিল, "অত তেজ করবার মত অবস্থা কি এখনও তোমার আছে? যারা সতী, তাদের মুখে এ কথা শোভা পায়, তোমার মুখে পায় না।"

মোহিনী রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "আমি সতী কি অসতী ভগবান তার বিচার করবেন,—তুমি নয়।" এই বলিয়া মোহিনী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

অমল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে সে মনে মনে বলিল, কথা ঘুরাইয়া লইতেই বা কতক্ষণ, দু'টা মিষ্ট কথায় মোহিনীকে ভুলাইয়া আবার ফাঁদে ফেলিতে কতক্ষণ!

৩

আশুতোষ বাজার হইতে ফিরিয়া জিনিষগুলি বারান্দার উপর নামাইয়া রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "দিদি।"

মোহিনী তখন পাশের ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। চোখের জলে তাহার সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতেছিল। অমলকে সে দেবতা বলিয়া জানিত, সেই অমল যে তাহার সহিত এইরূপ নিষ্ঠুর, নীচ ব্যবহার করিবে, একথা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাহার বুক একবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। আশুতোষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। সে চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কোন রকমে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে কম্পিত হস্তে চোখ ও মুখ মুছিয়া ফেলিল এবং দরজা খুলিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার হাত পা এমনই কাঁপিতে লাগিল যে খানিকক্ষণ সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে পারিল না।

এমন সময় আশুতোষ আবার ডাকিলেন, "দিদি!"

মোহিনী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "দাদা, এই যে আমি।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আশুতোষ শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি হ'য়েছে দিদি ?"

মোহিনী তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইল। সে কি উত্তর দিবে ? কেমন করিয়া তাহার স্নেহময় মাতামহকে বলিবে অমল তাহাদের সহিত প্রতারণা করিয়াছে, সে তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি নহে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে চোখের জল কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না। ঝরঝর করিয়া মেঝের উপর জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আশুতোষের বুক কাঁপিয়া উঠিল। অমলের সেদিনকার কথায় ও ব্যবহারে যে আশঙ্কা তাহার মনে জাগিয়াছিল, অমল আসিয়া কি তাহারই সত্যের আকার দিয়া গিয়াছে ? তিনি আর মনের উৎকণ্ঠা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন, "অমল এসেছিল কি ?"

মোহিনী তেমনই ভাবে নতমুখে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

আশুতোষ দুই হাতে নিজের স্পন্দিত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া যন্ত্রণা লাঘবের বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীর্ণ-দীর্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া কম্পিত ওষ্ঠাধরের ভিতর দিয়া যে স্বর বাহির হইয়া আসিল, তাহা কানে যাইবামাত্র মোহিনী শিহরিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বলিলেন, "অমল তা হ'লে বলে গেছে সে আর এখন তোমায় বিয়ে করতে রাজি নয় ?"

বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যাইতেছিলেন। মোহিনী নিজের যন্ত্রণা ভুলিয়া ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া পতনোন্মুখ দাদুকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধ তাহার কাঁধে মুখ রাখিয়া ক্ষুদ্র শিশুর

মত কাঁদিতে লাগিলেন। অমলকে বিশ্বাস করিয়া মোহিনীর সহিত মিশিতে দিয়া তিনি যে কতবড় অর্ব্বাচীনের কাজ করিয়াছেন, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে বরণ করিয়া লইয়াছেন, সেই কথা মনে করিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তাঁহার আশঙ্কা হয় ত ভিত্তিহীন; মোহিনী অন্য কোন কারণে কাঁদিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং মোহিনীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আমায় দেখে কেন তুই অমন করে কেঁদে ফেললি দিদি? আমায় বল্ কি হ'য়েছে তোর,—তুই ছাড়া এ সংসারে আমার আর কেউ নেই, আমার কাছে কিছু লুকোস নি।"

মোহিনী ক্ষুব্ধ মনকে কোন রকমে শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "আর কাঁদব না দাদু। সমাজে যখন আমাদের স্থান নেই, তখন এ সমাজের কারু সঙ্গে আমরাও কোন সম্বন্ধ রাখব না। সমাজের কারু এমন শক্তি নেই যে সে আমায় তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করতে পারে।"

আশুতোষ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অমল তা হ'লে এসেছিল?"

মোহিনী স্থির হইয়া বলিল, "তুমি বাজারে যাবার একটু পরেই এসেছিল; তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই দাদু।"

আশুতোষ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে এতদিন দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুষেছিলাম, সময় বুঝে সে ছোবল মেরে গেছে?"

মোহিনী ধীর ভাবে বলিল, "বিয়ের মাস ঘুরতে না ঘুরতে ত কত মেয়ে বিধবা হয়, তারাও ত সংসারে বেঁচে থাকে, কাজ কর্ম্ম করে, আমিও সেই ভাবে থাকব দাদু।"

আশুতোষ আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, কম্পিত পদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

মোহিনী খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আশুতোষের আনীত দ্রব্যগুলি গুছাইয়া তুলিতে লাগিল।

গৃহে ফিরিয়া অমল বাহিরের ঘরে বসিয়া মোহিনীর কথাই ভাবিতে লাগিল। তাহাকে আবার মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া লোভ দেখাইয়া আরও একটা মাস বিবাহের দিন পিছাইয়া লইতে পারিব, কিন্তু তার পর? মোহিনী যে আমার ছায়া আর মাড়াইবে না। আমি যে রূপের কাঙ্গাল। মোহিনীর রূপে যে আমার সমস্ত মন প্রাণ ভরিয়া আছে। সুন্দরী মোহিনীকে আমার চাই-ই। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে। যে কৌশল-জাল বিস্তার করিয়া এত দিন আমি তাহার মন-প্রাণ হরণ করিয়া আসিয়াছি, সে কি সত্যই তাহা ছিন্ন করিতে পারিবে? নিজের মনকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে? মুখে সে যত তেজই দেখাক না কেন, আজই হউক, কালই হউক তাহাকে আমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িতেই হইবে। অমলের অন্তরের মেঘ কাটিয়া গেল। হায় লম্পট পুরুষ! তোমরা নারীকে এমনই তরল, এমই অন্তঃসারশূন্য, এমনই দুর্ব্বলচিত্ত মনে কর, তাই তাহার দেহমন লইয়া যদিচ্ছা ছিনিমিনি খেলিবার স্পর্দ্ধা তোমরা করিয়া থাক?

অমল ধনী পিতার পুত্র, সে বিবাহিত। তাহার পত্নী কুরূপা, মুখরা, মদগর্ব্বিতা,—সেও ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাই

অমলের পিতা তাহাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে আনিয়াছেন। অমল অর্দ্ধেক পৈতৃক সম্পত্তির মালিক ও শ্বশুর কুলের সমস্ত বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারী। সমাজ-পরিত্যক্তা মোহিনীকে বিবাহ করিলে সে পিতা, শ্বশুর এবং পত্নীর অত্যন্ত বিরাগভাজন হইবে। তাহার পিতা সংরক্ষণশীল সমাজের অবিসম্বাদী নেতা, অত্যন্ত কঠোর, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ; তিনি পুত্রের সমাজবিগর্হিত আচরণ কিছুতেই সহ্য করিবেন না; তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যাইবেন। পত্নী বিরূপ হইবে, সে অবিলম্বে পিতৃগৃহে গিয়া আশ্রয় লইবে এবং রীতিমত প্রতিশোধ লইতে সে ক্ষান্ত হইবে না। মোহিনীকে বিবাহ করিয়া অমল কিছুতেই পথের ভিখারী হইতে পারে না। বিবাহের প্রস্তাব,—মোহিনীকে হস্তগত করিবার ছলমাত্র। তাই যখন সরল-বিশ্বাসী আশুতোষ তাহাকে বিবাহের জন্য তাগিদ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেও যখন বুঝিল মোহিনী তাহার করায়াত্ত তখন সে স্পষ্ট করিয়া মোহিনীকে তাহার মনোভাব জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। সে আশা করিয়াছিল মোহিনী সহজেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইবে, তাহা ছাড়া মোহিনীর যে অন্য কোন উপায় নাই। মোহিনীর নিকট যে প্রস্তাব সে করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কপটতা ছিল না। ইহাতে তাহার পিতার বা শ্বশুরের বিশেষ কোন আপত্তি হইবে না, তাহা সে জানিত, কেননা তাঁহারা ত এই একই পথের যাত্রী এবং সমাজেও ইহা সচল।

৪

আশুতোষের অন্তরের উপর দিয়া যে আকস্মিক প্রবল ঝড় বহিয়া গেল, তাহাতে তিনি একেবারে বিপর্য্যস্ত হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঝড়ের অবসানে তিনি যখন হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ পাইলেন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তার সূত্রগুলিকে একত্রিত করিবার যখন অবসর পাইলেন, তখন তিনি বুঝিলেন আর ত তাঁহার নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া হায়, হায় করা চলিবে না। বৃদ্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন, এমন ভাবে তাঁহাকে চলিতে হইবে যেন কিছু হয় নাই, তাঁহাদের জীবন-যাত্রার ধারার যেন এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ধীরে ধীরে মোহিনী যাহাতে অমলকে ভুলিতে পারে, তাহার ব্যবহারটাকে সে যাহাতে দুঃস্বপ্নের মত একটু একটু করিয়া মন হইতে দূর করিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রখিয়া তাঁহাকে চলিতে হইবে।

অন্যদিন মোহিনী যখন রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, আশুতোষ রান্নাঘরের সম্মুখে বারন্দায় বসিয়া তামাক খাইতেন এবং যে কোন একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া পড়িতে বসিতেন। মোহিনী মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া তাঁহার নিকট বসিত। তিনিও বই বন্ধ করিয়া মোহিনীর সহিত গল্প করিতেন। আজও তিনি প্রতিদিনকার অভ্যাস

মত বারান্দায় গিয়া বই লইয়া পড়িতে বসিলেন, কিন্তু অন্য দিনের মত পুস্তকে মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। মোহিনী কখন্ আসিয়া তাহার কাছে বসিবে, তিনি কেবলই সেই সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। খানিক পরে মোহিনী যথারীতি তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল।

আশুতোষ তাড়াতাড়ি বই হইতে মুখ তুলিয়া হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, "রান্নার আর কত দেরী দিদি, আজ ভারি ক্ষিধে পেয়েছে।"

মোহিনী খুসী হইয়া বলিল, "আর বেশী দেরী নেই দাদু, আধ ঘণ্টার ভেতর সব হ'য়ে যাবে।"

ইহার পর কি বলিবেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আশুতোষ হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "তুই চলে গেলে আমায় কে খাওয়াবে দিদি ?"

মোহিনী মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর হাসিয়া বলিল, "তোমায় একলা ফেলে আমি কোথায় যাব দাদু ?"

আশুতোষ তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ভুলটা সারিয়া লইবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "ঐ কথাই কেবল আমার মনে হয় দিদি, হবারই ত কথা, তোকে ত চিরদিন আমি ধরে রাখতে পারব না। তোর একটা স্থিতি-ভিতি করে দিয়ে ত আমায় যেতে হবে।"

বৃদ্ধ একটা ভুল সারিয়া লইতে গিয়া আর একটা ভুল করিয়া বসিলেন। যে কথাটা তিনি অহঃরহ চিন্তা করিতেন, সেই কথাই স্বতঃই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যে অমলের কথা মোহিনীর মনে পড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে

মোহিনী যে অন্তরে কতখানি ব্যথা পাইবে, বৃদ্ধ তাহা ভুলিয়াই গেলেন। মোহিনী রান্না শেষ করিবার ছুতায় অকস্মাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় বৃদ্ধ তাঁহার ভুল বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন।

আহারের পর আশুতোষ হুঁকা হাতে করিয়া বিশ্রামের জন্য শয়ন কক্ষে গিয়া আশ্রয় লইলেন। যে দুশ্চিন্তাকে তিনি এতক্ষণ প্রাণপণ শক্তিতে অন্তরের নিভৃত কোণে ঠেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সুযোগ পাইয়া একেবারে অন্তরের সিংহদ্বারে আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই দুশ্চিন্তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় আশুতোষ চোখ বুজিয়া ঘন ঘন হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন; অল্পক্ষণ পরে হুঁকাটি রাখিয়া দিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রার অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও তাঁহার ব্যর্থ হইল। ক্রমে আত্মরক্ষার বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। এমন সময় সহসা কাহার স্নিগ্ধস্পর্শে চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখিলেন, মোহিনী তাঁহার পক্ক কেশগুলির ভিতর অতি যত্নে তাহার চম্পকাঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছে। মোহিনী তাঁহার বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদু তুমি ঘুমোও, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।" আশুতোষ নিঃশব্দে চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

অপরাহ্ণে মোহিনী আশুতোষের সহিত দশাশ্বমেধ ঘাটে কথকতা শুনিতে গেল। স্ত্রীলোকের দলের মধ্যে সে বসিতে যাইবে, এমন

সময় তাহারই প্রায়-সমবয়স্কা একটী যুবতী তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "মোহিনী।"

মোহিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সানন্দে বলিল, "চামেলী দিদি, তুমি কবে এলে?"

চামেলী বলিল, "আজ তিন দিন হ'ল আমরা এখানে এসেছি। এখানে এসেই তোমায় অনেক খুঁজেছি, কিন্তু দেখা পাইনি। চল আমরা ঐ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে একটু বসি, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" এই বলিয়া সে মোহিনীর হাত ধরিয়া দূরে লইয়া গেল। নির্জ্জনে গিয়া সে বলিল, "তোমার খবর আমি সব শুনেছি।"

মোহিনীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "দেশে আমাদের জায়গা হ'ল না, তাই আমি আর আমার দাদু বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে এসে আশ্রয় নিয়েছি। বাবা কতদিন চরণে স্থান দেবেন তা তিনিই জানেন।"

চামেলী বলিল, "তোমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার পরই আমি একবার বাপের বাড়ী গেছলুম। পাঁচজনের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝলুম, সেখানকার সমাজপতিরা সত্যই তোমার ওপর অবিচার করেছে, অবশ্য তারা তা মান্‌বে না, তারা যে পুরুষ—তাদের বেলা কোন দোষ হয় না, যত দোষ হয় আমাদের! আমরা যেন পুরুষের হাতের পুতুল, তারা যে ভাবে আমাদের চালাবে, সেই ভাবে আমরা চল্‌ব। তাদের এতটুকু ভালবাসার নিদর্শন পেলে আমরা একবারে কৃতার্থ হ'য়ে যাই। সতীনাম কেনবার জন্যে আমরা লম্পট স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী পুরুষের সেবা করতে কুণ্ঠিত হই না, কিন্তু আমি তা উল্টে দিতে চাই, তারা যেমন

আমাদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায় আমিও তেমনই তাদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াব।"

চামেলী এই ধরণের কথা অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। মোহিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

চামেলী ও মোহিনী একই গ্রামের মেয়ে। প্রায় সমবয়সী। চামেলী বোধ করি মোহিনীর চেয়ে বৎসর দুইয়ের বড় হইবে। উভয়ের বাড়ী পাশাপাশি বলিলেও চলে। শিশুকাল হইতে চারি বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা একসঙ্গে খেলা-ধূলা করিয়া আসিয়াছে। গ্রামের মধ্যে চামেলীর পিতার অবস্থাই সকলের চেয়ে ভাল। ব্যবসায় উপলক্ষে চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি গ্রাম্যভবন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা-বাসী হইয়াছেন। বৎসর তিনেক হইল কলিকাতার এক ধনী যুবকের সহিত চামেলীর বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর এই প্রথম তাহার সহিত মোহিনীর সাক্ষাৎ হইল।

গ্রামের লোকের মুখে মোহিনী শুনিয়াছিল, চামেলীর স্বামী ধনে মানে গুণে অতুলনীয়, এমন স্বামী লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। তাই চামেলীর কথা শুনিয়া মোহিনীর মনে কেমন খট্‌কা লাগিল।

মোহিনী সসঙ্কোচে বলিল, "চামেলী দিদি, তোমার বর নাকি খুব ভাল, বহু পুণ্যে এমন স্বামী—"

চামেলী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কথাটা খুব সত্যি, আমার সঙ্গে যার বিয়ে হ'য়েছে, সব দিক দিয়ে খুব ভাল, আমার জন্য সে পাগল; কি করে আমায় সুখী করবে তার জন্য সে ভারি ব্যস্ত।

ওরকম বন্ধনের মধ্যে থাক্‌তে কিন্তু আমার প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। তাই,— না আজ আর সব কথা বলা হ'ল না। ওই যে ওরা এসে পড়ছে। তা হ'লে এখন আমি চল্লুম ভাই। তুমি কোথায় আছ বল দিকি? কাল গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।" মোহিনীর বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া লইয়া দুইটী যুবকের সহিত চামেলী সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। মোহিনী কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির মত সেইখানে বসিয়া রহিল।

৮

সন্ধ্যার পর আশুতোষ মোহিনীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। বাটীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন, অমলের ন্যায় কে এক ব্যক্তি তাঁহার গৃহের সম্মুখে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মোহিনীও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া পড়িল। অমলই ত! আশুতোষের ইচ্ছা হইল, এই মিথ্যাবাদী প্রতারক যুবকের সান্নিধ্য হইতে মোহিনীকে লইয়া তখনই আবার ঘাটের দিকে ফিরিয়া যান। এমন সময় মোহিনী বলিল, "দাদু, চল আমরা মন্দিরে বেড়িয়ে আসি।" আশুতোষ একবার তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন লজ্জায় ও ক্রোধে তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তখনই তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তাই চল দিদি।" এই বলিয়া তাঁহারা দুই জনে যে পথে আসিয়াছিলেন, আবার সেই পথে চলিতে লাগিলেন।

দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় পিছন হইতে অমল বলিল, "আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে দাঁড়িয়ে আছি।"

অমলের এই স্পর্দ্ধায় আশুতোষ যেমনই বিস্মিত হইলেন, তেমনই ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। একবার ভাবিলেন তাহার

কথায় কর্ণপাত না করিয়া সোজা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, না একটা উত্তর না দিয়া যাওয়া হইতে পারে না, কেন না নির্লজ্জ অমল হয় ত তাহাদের অনুসরণ করিবে। তিনি মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে ত আমাদের সম্বন্ধ চুকে গেছে—"

অমল তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "আপনিও দেখছি ঠাট্টাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। দয়া করে একবার বাড়ী আসুন, পথের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলা ত চলে না।"

আশুতোষের হঠাৎ মনে হইল, এ কথাটা ত তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। ইহাই ত সম্ভব, মোহিনীকে অমল ঠাট্টার ছলে সেই কথা বলিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সরলহৃদয় বৃদ্ধের মন অমলের উপর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি দাঁড়াইলেন।

অমলের কথাগুলো অবশ্য মোহিনীরও কানে গিয়াছিল। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন তোলপাড় করিয়া উঠিল। তবে কি সে এত বড় ভুল করিয়াছে? অমলের পরিহাস সে ধরিতে পারে নাই? কিন্তু ঠাট্টার ছলেও কি মানুস অমন নিষ্ঠুর কথা অত জোর করিয়া বলিতে পারে? সে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঔষধ ধরিয়াছে বুঝিয়া ক্রূরমতি অমল মনে মনে খুব হাসিল। সে ভাবটা চাপিয়া বলিতে লাগিল, "সে দিন মনটা খারাপ ছিল, এমন সময় আপনি গিয়ে উপস্থিত হ'লেন, কাজেই কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌লুম। তারপর আপনার নাত্‌নীকে ঠাট্টা করে একটা কথা বল্‌তে গেলুম, তার উত্তরে—না থাক্ আসুন বাড়ীতে।"

আশুতোষ আর কিছু না বলিয়া গৃহের দিকে ফিরিলেন। মোহিনীও কম্পিত পদে দ্বিধাভিন্ন অন্তরে তাঁহার অনুসরণ করিল। গৃহে পৌঁছিয়া মোহিনী ভিতরে চলিয়া গেল। আশুতোষ অমলকে লইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন।

অমল বলিল, "আমি বিয়ের দিন স্থির করবার জন্যে এসেছি। ভেবে দেখলুম আর দেরী করা সত্যই উচিত নয়। এখন আপনি দয়া করে সম্মতি দিলেই হয়।"

আশুতোষ যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন, প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "আমার সম্মতি ত দেওয়াই আছে ভাই! এখন তোমার দয়ার উপরই সব—"

অমল তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "এরকম কথা বলে আপনি আমায় আর লজ্জা দেবেন না। সে দিন ঠাট্টা করে একটা কথা বলতে গিয়ে এমন একটা কাণ্ড হয়ে যাবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। লজ্জায় দু'দিন আসতে পারি নি। দেখুন, ফাল্গুন মাসে মাত্র একটা দিন আছে—তারও আর দেরী নেই, এত তাড়াতাড়ি হ'লে আমায় নানারকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে, তাই আমার ইচ্ছে বৈশাখের প্রথম দিনেই যাতে কাজটা হয় তারই ব্যবস্থা করা। তবে আপনি যদি একান্ত জেদ করেন তা' হ'লে এই মাসেই বিয়ে করতে আমি রাজি।"

আশুতোষ একেবারে জল হইয়া গিয়াছিলেন। প্রসন্ন চিত্তে তিনি বলিলেন, "তোমার যদি অসুবিধে হয়, তা হ'লে এ মাসে বিয়ে বন্ধ থাক্, বৈশাখের প্রথমেই হবে।"

অমল মনে মনে খুসী হইয়া বলিল, "আপনি যে একথা বলবেন তা

আমি জানি দাদা মশায় ; বৈশাখ মাসেরও ত আর বেশী দেরী নেই, মাঝে একটা মাস, এ দেখ্তে দেখ্তে কেটে যাবে। আজ তা হ'লে চল্লুম দাদা মশায়।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আশুতোষ হাসিয়া বলিলেন, "দিদির সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করে যাও, সে তোমার ওপর যে রকম রেগে আছে।"

অমল বলিল, "কথাটা যখন সে সত্যি বলে ধরে নিয়েছে, রাগ করাই ত স্বাভাবিক, কিন্তু সে রাগ বেশীক্ষণ থাকবে না তা জানি, তবে আজ আর আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারব না দাদা মশায়, কাল এক সময় এসে দেখা করে যাব, আপনি তাকে বুঝিয়ে বলবেন।" আর কিছু শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া সে তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশুতোষ ধীরে ধীরে উঠিয়া ভিতরে গেলেন। তাঁহার অন্তরের আনন্দ তিনি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। মোহিনী পাশের ঘরে বসিয়া বিচলিত অন্তরে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে মনে করিয়াছিল অমল নিশ্চয়ই তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে, পরশুকার ঐ ঘটনার পর কেমন করিয়া সে তাহার সহিত কথা বলিবে তাহাই ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় অমল সহসা বাটীর বাহির হইয়া গেল। মোহিনী হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। একান্ত নিকটে আশুতোষের পদশব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি প্রশান্তমুখে বলিলেন, "দিদি দু'জনেই তাকে ভুল বুঝেছিলাম, দু'জনেই অন্যায় করে তার ওপর দোষারোপ করেছিলাম।"

মোহিনী তেমনই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, হাঁ না কিছুই বলিল না।

আশুতোষ আবার বলিলেন, "এই মাসেই সে বিয়ে কর্‌তে রাজি ছিল, কিন্তু বৈশাখ মাসে হ'লে তার স্থবিধ হয়, সেই জন্যে তাতেই আমি মত দিলুম। সে যে তোকে দিদি ঠাট্টা করে একথা বলেছে আমার ত তাই মনে করা উচিত ছিল। সে লজ্জায় তোর সঙ্গে দেখা করতে পারলে না; তোকে বোঝাবার ভার সে আমার ওপর দিয়ে গিয়েছে দিদি! এখন তোদের দু'হাত এক করে দিতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত মনে বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে আশ্রয় নিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি কপালে হাত ঠেকাইয়া বারংবার বাবা বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

আশুতোষ চলিয়া গেলে মোহিনী খাণিকক্ষণ সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তর সংশয়-দোলায় দুলিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় তাহার মনে পড়িল, রাত্রের আহারের যে কোন ব্যবস্থা হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, এবং গৃহকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিল।

কিন্তু কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও অমলের কথাগুলোকে সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিল না, থাকিয়া থাকিয়া কথাগুলো তাহার মনটাকে তোলপাড় করিয়া দিতেছিল। কোন রকমে কাজ শেষ করিয়া সে বিশ্রামের জন্য শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। এইবার সে চিন্তার স্রোতের মুখে নিজেকে ভাসাইয়া দিল। বহুক্ষণ ভাসিয়া ভাসিয়াও সে কোন কূল কিনারা পাইল না। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, ঠাট্টার ছলে

মানুষ অমন কথা বলিতে পারে না, উহাই অমলের অন্তরের কথা ; আজ যে কথা সে বলিয়াছে তাহাই মিথ্যা। পরক্ষণেই তাহার মনে হইতেছিল তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই সেদিন সে ঐভাবে কথা পাড়িয়াছিল, তার পর কথায় কথার কথা বাড়িয়া গিয়াছে, অমলের কথাগুলির মধ্যে সত্যকার কোন বিষ ছিল না, সেই বরং বিষ উদ্গীরণ করিয়া তাহাকে কষ্ট দিয়াছে। এমনই ভাবে বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল সে কোন একটা সিদ্ধান্ত ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না।

৬

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মোহিনী বারন্দায় আসিয়া বসিল। তখনও সে তাহার মনের মধ্যে কেমন অশান্তি বোধ করিতেছিল। অমলের কালিকার কথা যদি সত্যই হয়, সত্যই যদি সে বিবাহের দিন স্থির করিতে আসিয়া থাকে, বৈশাখের প্রথমেই যদি বিবাহের দিন স্থির হইয়াই যায়, তাহা হইলে এই দেড় মাস সে কি অমলের সহিত পূর্ব্বের মতই মিশিবে? কি করিবে সে নিজের মনকে কেবলই এই প্রশ্ন করিতে লাগিল। হঠাৎ চামেলীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল "আমরা যেন পুরুষের হাতের পুতুল তারা যে ভাবে চালাবে সেই ভাবে চলব, তাদের ভালবাসার নিদর্শন পেলে আমরা একেবারে কৃতার্থ হয়ে যাই।" অমল সত্যই তাহাকে এতদিন ধরিয়া তাহারই হাতের পুতুল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার এতটুকু ভালবাসার নিদর্শন পাইয়া সে একেবারে কৃতকৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, সে মদ্যপান করিয়া আসিয়া তাহাকে পীড়া দিয়াছে, তাহার ভালবাসার মোহে সে ব্যথাও সে সহ্য করিয়াছে। কেন, কিসের জন্য? বিবাহ করিয়া তাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিবে, সুধু এই আশাতেই ত সে সব সহ্য করিয়াছে। কিন্তু অন্যায় করিয়াছে কি?

এমন সময় চামেলী তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "মোহিনী কি ভাবছ ভাই ?"

মোহিনী চমকিয়া উঠিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি বলিবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

চামেলী বলিল, "ওরা সব সারনাথে বেড়াতে গেল, আমার ততটা ভাল লাগল না, তাই তোমায় এখানে চলে এলুম। আমাদের বাড়ী খুব কাছে কিনা, খুঁজে আস্তে কোন অসুবিধে হ'ল না।"

মোহিনী এইবার হাসিয়া বলিল, "তোমার কথাই ভাবছিলুম চামেলী দিদি, এমন সময় তুমি এসে পড়েছ, হাঁ চামেলী দিদি, সারনাথ তুমি বুঝি আগেই দেখে এসেছ ?"

চামেলী বলিল, "না দেখি নি, দেখবার ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু ওরা জেদ করতে লাগল বলেই গেলুম না।"

মোহিনী তাহার কথার অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া আর কিছু বলিল না।

চামেলী বলিল, "যদি তাদেরই হুকুম মত চল্‌তে হবে, তবে বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছিই বা কেন। প্রথমে সাধ্য-সাধনা করলে, তাতে আমি সত্যিই খুব খুসী হ'য়েছিলুম, আরও যাতে সাধ্যসাধনা করে সেই জন্যে আমি ক্রমাগত বল্‌তে লাগলুম, না;' শেষে কিনা আমায় ভয় দেখায়, আমায় চোখ রাঙিয়ে কথা বলে! আমি খুব শুনিয়ে দিলুম, এই ওদের রাগ হল, ওরা আমাকে ফেলে চলে গেল। কারুর অত রাগের আমি ধারধারি না। যাক্ সে কথা, তোমার কিন্তু ভাই সাপে বর হ'য়েছে, মিথ্যে কলঙ্ক দিয়ে তোমায় সমাজচ্যুত

করে তারা তোমার উপকারই করেছে, কারু তাঁবেদারী তোমায় আর করতে হবে না।"

মোহিনী এতক্ষণে অবাক হইয়া চামেলীর কথা শুনিতেছিল। শেষের কথার উত্তরে সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "তাঁবেদারী করার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ বোধকরি আমার অদৃষ্টে নেই।'

চামেলী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি রকম! কই, কাল ত তুমি আমায় সে কথা কিছু বলনি; এক রাত্রের মধ্যে হঠাৎ ঠিক হ'ল না কি?"

মোহিনী লজ্জা-কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "দু'মাস আগে থেকে দাদু তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন; শুনছি বৈশাখের প্রথমেই—" এমন সময় অমলের সহিত তাহার চোখোচোখি হইতেই তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

চামেলী মোহিনীর দিকে মুখ করিয়া অমলের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল; মোহিনীর মুখের উপর সহসা এক ঝলক রক্ত দেখিয়া সে অনুমান করিয়া লইল,—কে একজন তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মাথায় কাপড় ছিল না, সে তাড়াতাড়ি মাথার উপর অঞ্চল টানিয়া দিয়া কৌতূহল নিবারণের জন্য একবার পিছনের দিকে ফিরিল। এ যে অমল! তাহাকে দেখিয়া সে যেমন বিস্মিত হইল তেমনই আনন্দ অনুভব করিল। এই অমলকে লইয়াই প্রথম তাহার স্বামীর সহিত মনোমালিন্য ও বচসার সূত্রপাত হয়। অমল অবশ্য উপলক্ষ্যমাত্র ছিল, কেননা চামেলী যে ধাতুতে গড়া, যে দুষ্ট গ্রহে তাহার জন্ম, সে যে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া কাঞ্চন-ভ্রমে কাঁচকেই সাগ্রহে বক্ষে ধারণ করিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

মোহিনী

চামেলীদের বাড়ীর পাশে, অমলের এক বন্ধু থাকিত। অমল প্রত্যহই তাহার নিকট বেড়াইতে আসিত। একদিন সে একাকী ছাদে বেড়াইতেছিল, এমন সময় চামেলীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তখন অপরাহ্ন, চামেলী কি কারণে ছাদে উঠিয়াছিল। অমল তাহাকে দেখিয়া কুণ্ঠিতভাবে সরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চামেলীর মুখে হাসির রেখা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। চামেলী হাসিয়া বলিল, "আপনাকে রোজ এ বাড়ীতে দেখি, বিজয়বাবু আপনার কেউ হ'ন বুঝি ?"

একজন অপরিচিতা যুবতী যে তাহার সহিত এমন খোলাখুলি ভাবে কথা বলিবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই প্রথমটা সে কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

চামেলী তেমনই ভাবে হাসিয়া বলিল, "কি, উত্তর দিচ্ছেন না, ভয় করছে বুঝি ?"

অমল এবার উত্তর দিল, ধীরে ধীরে বলিল, "বিজয় আমার ছেলেবেলার বন্ধু।"

চামেলী বলিল, "ও, আপনার বন্ধুকে বড় ছাদে দেখতে পাই না, তিনি দেখি রাতদিনই বসে বসে কি পড়েন। এবার থেকে আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হবে, কি বলেন ?"

অমল এইবার সাহস পাইয়া বলিল, "আমি ত রোজই আসি, আপনি অনুগ্রহ করলেই দেখা হবে।" তারপর একটু থামিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার বাড়ীর লোক যদি দেখতে পান ?"

চামেলী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তা দেখলেই বা, আমি অমন কাউকে ভয় করি না। তা ছাড়া এর মধ্যে কি অন্যায় আছে বলুন,

একজনের সঙ্গে কথা বললেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে,—আপনিই বলুন না?"

অমল আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "হ্যাঁ। তা ত বটেই, অন্যায় ত কিছু নেই।"

দিন তিনেক পরে চামেলীর স্বামী তাহাকে বলিল, "তুমি ছাদে দাঁড়িয়ে একজন পরপুরুষের সঙ্গে গল্প কর, এটা বাড়ীর কেউ পছন্দ করে না।"

চামেলী ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাড়ীর দোহাই দিয়ে কথা বলছ কেন? তোমার নিজের কথা বলতে ভয় করছে? কথা বলে গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছি তাই তুমি বলতে চাও?"

তাহার স্বামী বলিল, "না তা আমি বল্‌তে চাই না; তবে সংসারে থাক্‌তে গেলে পাঁচ জনের কথা মেনে চল্‌তে হয়।"

চামেলী শ্লেষের স্বরে বলিল, "তা হলে তুমি পাঁচজনকে নিয়েই থাক, আমায় ত তোমার কোন দরকার নেই।"

তাহার স্বামী ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তোমায় দরকার আছে কি না আছে সে তুমিই ভাল জান। তুমি একদণ্ড আমার কাছে না থাক্‌লে আমার যে কিছুই ভাল লাগে না তাকে কি তুমি জান না।"

চামেলী অপেক্ষাকৃত নরমস্বরে বলিল, "তুমি ত ও কথা প্রায়ই বল, তা যদি সত্য হয়, তা হলে তুমি আমার স্বাধীন ইচ্ছার ওপর হস্তক্ষেপ করতে এস না! আমিও তোমায় অনেকদিন বলেছি আমি কারু হুকুমের দাসী হয়ে থাক্‌তে পারব না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার স্বামী বলিল, "বেশ,আর আমি তোমায় কিছু বল্‌ব না।"

সেই দিন বৈকালে অমল উত্তম-মধ্যম প্রহার খাইয়া সে পল্লী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং সেই দিন হইতে বন্ধুর বাড়ী মাড়াইতেও সে আর সাহস করে নাই। অমলের বন্ধু বিজয়ও দিন সাতেক পরে সে বাড়ী ছাড়িয়া অন্য পল্লীতে উঠিয়া গিয়াছিল।

এ ব্যাপারে চামেলীর স্বামীর কোন হাত ছিল না, কিন্তু চামেলী কিছুতেই তাহা বুঝিতে চাহিল না। সে স্বামীর সহিত প্রতিদিন কলহ করিতে লাগিল। যাহা তাহার মুখে আসিত তাহাই সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সদানন্দ নির্ব্বিরোধী স্বামী কোন কথারই উত্তর দিত না, শুধু প্রেম-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিত। ইহাতে চামেলীর ক্রোধ আরও বাড়িয়া যাইত। তবে বোবার শত্রু নাই, কাজেই অবশেষে তাহাকেই হার মানিয়া চুপ করিতে হইত।

অমলের কথা দিন দুই পরেই চামেলী অবশ্য ভুলিয়া গেল, কিন্তু তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হইল না। খান কতক নোংরা নভেল পড়িয়া এবং তাহার কোন প্রিয় উপন্যাসকারকে পত্র লিখিয়া তাহার অভিমত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া হিন্দু নারীর সমস্ত অপার্থিব কোমল বৃত্তিগুলি সমূলে ধ্বংস করিয়া সে স্বেচ্ছাচারিণীর বৃত্তি অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইল। দেবতা স্বামীর সাগরের ন্যায় গভীর ভালবাসাকে পদদলিত করিয়া সে একদিন সত্যসত্যই রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। হায় অভাগিনী নারী! একবার ভাবিলে না; এই আপাত-মধুর স্বেচ্ছাচারিতার পরিণাম কোথায়!

আজ মাস দুই হইল স্বামীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া এখানে সেখানে ঘুরিয়া সে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহারই প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে অমলের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইয়াছিল। অমলকে দেখিয়া সেই সব বিস্মৃত পুরাতন কথাগুলি একে একে তাহার মনে পড়িয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "আমায় চিন্‌তে পারচেন অমল বাবু? আমি চামেলী।"

অমল তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিল, কিন্তু সেই প্রহারের কথা স্মরণ করিয়া চামেলীর কথার উত্তর দিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে নিরুত্তরে কক্ষ ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিল।

চামেলী হাসিয়া বলিল, "আপনি চলে যাচ্ছেন যে, এতদিন পরে দেখা, একটা কথাও বল্লেন না! আমি এখন স্বাধীন।"

স্বাধীন! অমল তাহার কথার কোন অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না। চামেলী যে মুখরা নির্লজ্জ তাহার পরিচয় সে পাইয়াছিল, সে যে কুলত্যাগ করিয়া আসিয়াছে একথা সে ভাবিতেও পারিল না। তাই সে তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। হা রে প্রহার, তোমার কি অপূর্ব্ব শক্তি, বিপথগামীকে সোজা পথে চালিত করিতে তোমার সমকক্ষ আর কেহই নাই!

অমল চলিয়া গেলে, চামেলী কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ অনেক দিন পূর্ব্বেকার সেই প্রহারের কথা মনে পড়িতেই সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মোহিনী তাহার ব্যাপার দেখিয়া এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল।

চামেলীর কথাবার্ত্তা, চামেলীর ব্যবহার তাহার নিকট সত্যই কেমন অদ্ভুত, কেমন বিশ্রী বোধ হইতেছিল।

চামেলী বলিল, "এই অমল বাবুর সঙ্গে এক বছর আগে আমার আলাপ হয়েছিল! আচ্ছা অমল বাবুর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?"

মোহিনীর মুখ আবার লাল হইয়া উঠিল, সে কোন উত্তর দিতে পারিল না।

চামেলী হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, তোমার ভবি বর। কেমন না?"

মোহিনী তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। সে হেঁট মুখে পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। চামেলী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তুমি কি সত্যই বিয়ে করবে নাকি?"

মোহিনী এইবার কথা বলিল, "তা ছাড়া আর উপায় কি। উনি সব জেনে শুনে দয়া করে আমায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। আজ দিন ঠিক করতেই উনি এসেছিলেন।"

চামেলী হাসিয়া বলিল, "ও তাই নাকি, তা হ'লে আমি এ সময় এসে ত অন্যায় করেছি!"

মোহিনী বলিল, "সে ত দাদামশায়ের সঙ্গে ঠিক হবে।"

চামেলী আবার কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল, তারপর বলিল, "তা বেশ! হ্যাঁ মোহিনী বিয়ের আগেই ওর সঙ্গে তোমার আলাপ পরিচয় হয়েছে নাকি?" মোহিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া চামেলী হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, এ তা হ'লে বিলেতী কায়দায় বিয়ে হ'চ্ছে! তা ভাল, আচ্ছা অমল বাবু কোথায় থাকেন তা নিশ্চয়ই তুমি জান? তাঁর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।"

মোহিনী

মোহিনী অমলের ঠিকানা বলিয়া দিয়া ভাবিতে লাগিল, অমল বাবুর সহিত চামেলী দিদির কি কাজ থাকিতে পারে? অমল কি চামেলী দিদির স্বামীর বন্ধু? হইতে পারে।

অমলের ঠিকানা জানিয়া লইবার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য চামেলীর ছিল। অমলকে দিয়া সে তাহার সঙ্গীদ্বয়কে জব্দ করিতে চাহে, সে তাহাদের দেখাইতে চাহে যে, এই দূর বিদেশে তাহারাই তাহার একমাত্র ভরসা একমাত্র আশ্রয়-স্থল নহে। তাহাদেরই যদি হুকুম শুনিবে আর তাঁবেদারী করিবে তবে সে স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিয়াছেই বা কি জন্য?

অমল মনে করিয়াছিল চামেলীর স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছে, তাই এক বৎসর পূর্ব্বেকার লাঞ্ছনা ও প্রহারের কথা স্মরণ করিয়া সে চামেলীর কথার কোন উত্তর না দিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বাহিরের ঘরে বা বাড়ীর সম্মুখে পথের উপর কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া তাহার ভয় অনেকটা দূর হইল। সে মনে করিল, চামেলীর স্বামী তাহাকে এইখানে পৌছাইয়া দিয়া অন্য কোথায় গিয়াছে, পরে আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে। সে কিছুক্ষণ রাস্তার উপর পায়চারী করিয়া বেড়াইল, তারপর এদিক ওদিক চারিদিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া পুনরায় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। যদি চামেলীর স্বামী আসিয়াই পড়ে তাহাকে দেখা না দিলেই হইবে।

৭

মোহিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চামেলী সবেমাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় অমলের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল।

মোহিনী তাড়াতাড়ি কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

চামেলী হাসিয়া বলিল, "এই যে আপনি আবার এসেছেন, তখন অমন করে পালিয়ে গেলেন যে বড় ?"

অমল লজ্জিত হইয়া একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিল।

চামেলী বলিল, "সে সব শোধ বোধ হ'য়ে গেছে। এখন আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। যাক্, আপনাব সঙ্গে ত একদিন আমার পরিচয় হ'য়েছিল, একটা উপকার আপনাকে করতে হবে ; আপনার সঙ্গে এখানে আবার দেখা না হ'লে, আপনার বাড়ী গিয়ে আমি দেখা করতুম। যাদের সঙ্গে কাশী বেড়াতে এসেছি তারা আমার ওপর জোর জুলুম করতে চায়, আপনি কাছে থাকলে, তাদের আমি বেশ করে শিখিয়ে দিতে পারব।"

হায় নারী! তুমি কি ভুল পথেই চলিয়াছ! তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না, তুমি এমনই অন্ধ হইয়া গিয়াছ।

অমলকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে

দেখিয়া চামেলী হাসিয়া বলিল, "এখনও বুঝি আপনি সেই পুরোন কথা মনে করে আছেন ?"

অমল একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, "আপনি সব জেনে শুনে কোন্ সাহসে আমায় আপনার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন তা ত আমি বুঝতে পারছি না!"

চামেলী বলিল, "আপনি নিশ্চয়ই আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না; কথাটা স্পষ্ট করেই বলি। স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব আমি ত্যাগ করে এসেছি। তা নিয়ে কত হাঙ্গামা হয়ে গেল, কাগজে অবধি ছাপা হ'য়ে গেল। শেষে অবশ্য আমারই জিত হয়েছে—থাক সে কথা। আর এক সময় সব বল্‌ব। এখন যাদের সঙ্গে আমি এখানে এসেছি; তারা এতদিন আমার বন্ধুর মতনই ছিল; কিন্তু এখন তারা আমার উপর কর্তৃত্ব করতে চায়, আমাকে তাদের হুকুমের দাসী করে রাখতে চায়—দেখুন দেখি অন্যায়! তাই আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের দেখাতে চাই, এই কাশীতেও তারা ছাড়া আমার অন্য বন্ধু আছে, তাদের মুখ না চেয়েও আমি এখানে অনায়াসে থাকতে পারি।"

এইবার চরিত্রহীন অমলের মন হইতে সমস্ত আশঙ্কা দূর হইয়া গেল, তাহার অন্তরটা খুসীতে ভরিয়া উঠিল। সে বুঝিল চামেলী এখন অনায়াসলভ্যা। প্রসন্ন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চামেলীর দিকে চাহিয়া অমল উৎসাহভরে বলিল, "তার জন্যে আপনি ভাবচেন কেন, আমি আপনার পুরোন বন্ধু, আপনার উপকারের জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় আমি তাতেও স্বীকার।"

চামেলীও উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তা হ'লে এখনই আমার সঙ্গে

চলুন, তারা মুখে যতই বড়াই করে যাক্, আমাকে ফেলে বেশীক্ষণ কোথাও থাকতে পারবে না তা আমি জানি, এতক্ষণ তারা নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরে এসে আমার জন্যে হাঁ করে পথপানে চেয়ে বসে আছে।" একটু থামিয়া সে হাসিয়া বলিল, "কিন্তু আপনার এখানকার কাজ মিটেছে ?"

অমল বলিল, "হ্যাঁ, এখানকার কাজ আমার অনেকক্ষণ মিটেছে ; তুমি চল।"

তেমনই হাসি মুখে চামেলী বলিল, "আমি মোহিনীকে বলে আসি। সে ত আপনাকে দেখে লজ্জায় পালিয়ে গেছে।"

কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়া চামেলী দেখিল, মোহিনী বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিতেই মোহিনী টান মারিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল। চামেলী হাসিয়া বলিল, "তোমার বরটীকে নিয়ে যাচ্ছি বলে বুঝি আমার উপর রাগ হ'য়েছে ?"

মোহিনী তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি যাও, তুমি আর এখানে এস না। তোমার ছায়া মাড়ালেও পাপ !"

চামেলীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। দপ্ করিয়া তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তীক্ষ্নকণ্ঠে সে বলিল, "আর তোমার ছায়া মাড়ালে পুণ্যি ! ভারি তেজ দেখান হচ্ছে যে, তবু তোমার মত আমাকে কেউ অসতীর ছাপ মেরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয় নি। আর তুমি এখানে এসে কি রকম সতী হয়ে আছ তাও যে আমি বুঝিনি তা নয়, দু'দিন পরে দেখব এ তেজ কোথায় থাকে।" এই বলিয়া সে হন্‌হন্ করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। অমলের সম্মুখে

উপস্থিত হইয়া বলিল, "শুন্‌লেন ত মোহিনীর কথা, কিন্তু আপনার ত তাকে জানতে বাকী নেই ; আপনি আসুন ত আমার সঙ্গে।"

পথে দুই জনের মধ্যে আর কোন কথা হইল না। কয়েকটি ছোট ছোট গলি পার হইয়া তাহারা সত্বর চামেলীর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। তখনও চামেলীর সঙ্গীদ্বয় ফিরিয়া আসে নাই। ইহাতে উভয়েই যেন বিশেষ আরাম বোধ করিল।

গৃহে পৌঁছিয়াই চামেলী অমলকে বলিল, "আচ্ছা অমল বাবু, মোহিনীর সঙ্গে কি আপনার বিয়ে সত্যিই পাকাপাকি হ'য়ে গেছে ?"

অমল হাসিয়া বলিল, "পাকাপাকি হওয়া দূরের কথা, তাকে আমি বিয়ে করতেই পারি না।"

চামেলী খুসী হইয়া বলিল, "যাক্ একটা দুর্ভাবনা কেটে গেল ! আমারও তাই মনে হ'য়েছিল। কিন্তু মোহিনী বোধ হয় এখনও জানে আপনি তাকে বিয়ে করবেন ?"

অমল বলিল, "তা জানে বৈ কি। বাইরে তার যে আবার খুব সতীগিরি ফলান আছে,—তাই ত বিয়ে করবার নাম করে, তবে তাকে আমলে আন্‌তে পেরেছি। ওর তেজের কথা শুনলে হাসি পায়।"

চামেলী বলিল, "আমি তার ও তেজ ভাঙ্গতে চাই। আমায় এত বড় কথা বলে।"

অমলও মনে মনে ভারি খুসী হইল। সেও তাই চায়, মোহিনীকে সে বিবাহ করিতে পারে না ; কিন্তু তাহাকে সে ছাড়িতেও পারে না। এই চামেলীকে দিয়া তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া লইতে

হইবে। নিজের মনের ভাব গোপন করিয়া সে বলিল, "সে নিজের অবস্থা বোঝে না তাই যাকে যা ইচ্ছে তাই বলে।"

চামেলী বলিল, "সত্যি বল্‌ছি তার কথা শুনে অবধি এখনও আমার মাথা জ্বলছে। সমস্ত মনটা আমার সে খিঁচড়ে দিয়েছে, আমার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। কি করে এ অপমানের প্রতিশোধ নিই বলুন দেখি ?"

প্রতিহিংসা-পরায়ণা স্বেচ্ছাচারিণী এই নারীকে শান্ত করিবার জন্য অমল মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "সে ভার আমার রইল, তাকে এনে তোমার দাসী করে দেব চামেলী।"

চামেলী উৎসাহভরে বলিল, "তা যদি তুমি পার, তাহ'লে আমিও তোমার কেনাদাসী হ'য়ে থাকব।"

হায় চামেলী! তোমারও মুখে এই কথা! ইহাই প্রকৃতির আশ্চর্য্য প্রতিশোধ!

এমন সময় চামেলীর সঙ্গীদ্বয় কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং অমলকে দেখিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তাহাদের দিকে চাহিয়া অমলের মুখের প্রফুল্লতা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, সে অসহায় দৃষ্টিতে একবার চামেলীর মুখের দিকে চাহিল।

চামেলী তাহার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ করে কি দেখছ ? তোমরা মনে করেছিলে, তোমরাই আমার অগতির গতি। তোমরা না হ'লে আমার চল্‌বে না! তোমরা আমায় কি ভেবেছিলে শুনি ?"

এক জন সঙ্গী শ্লেষের স্বরে বলিল, "তুমি যে এর মধ্যে এমন শিকারী

হয়ে উঠেছ, তা আমরা ভাবতে পারি নি। তোমাদের জাতের স্বভাবই এই।"

চামেলীও তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "আর তোমাদের—এই সাধু পুরুষদের জাতের ধর্ম্মটা কি শুনি? মেয়েদের দুর্ব্বল অসহায় পেয়ে তাদের উপর যদিচ্ছা অত্যাচার করা?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, "থাম্ থাম্, আর অত বক্তৃতা দিতে হবে না; চুলের মুঠি ধরে ঘা কতক দিয়ে দেব, তবে ঠিক হবে, বেশী চালাকী করিস্ নি।"

ক্রোধে ও অপমানে চামেলীর সারা দেহ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার স্বামী তাহাকে এত বড় কথা বলিতে কোন দিন সাহস করে নাই, আর আজ কিনা এই লোকটা, যে তাহার স্বামীর তুলনায় অতি নগন্য তুচ্ছ, সেই কিনা ছোটলোকের মত তাহাকে মারিবে বলিয়া শাসায়! সে চীৎকার করিয়া বলিল, "ছোট লোক কোথাকার, বেরিয়ে যা এখান থেকে।"

লোকটা আস্তিন গুটাইয়া বলিল, "একটা বাজারের বেশ্যা, আমায় বলে কিনা ছোট লোক। দেখ্ ঐ মুখ তোর লাথি মেরে ভেঙ্গে দিই কিনা।" এই বলিয়া সে আস্ফালন করিতে করিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

এইবার চামেলী সত্যই ভয় পাইল। অমল এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া চামেলী বলিয়া উঠিল, "দেখছ ত অমল ছোটলোকটার স্পর্দ্ধা, আমাকে কিনা বেশ্যা বলে গাল দেয়, মারতে আসে।"

"বেশ্যা নয় উনি সতী! মারবে না ওঁকে পূজো করবে!" বলিয়াই অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে চামেলীর খোঁপা ধরিয়া সজোরে এক টান মারিল।

অমল আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই লোকটার দিকে অগ্রসর হইয়াই তাহার মুখের উপর এক ঘুষি বসাইয়া দিল।

অপর ব্যক্তি এইবার তাহার সঙ্গীর সাহায্যে অগ্রসর হইয়া আসিল। তখন তিন জনে মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গেল। অমলের দেহে বেশ শক্তি ছিল, তাহা ছাড়া তাহারা দুই জনেই তখন মদের নেশায় টলিতেছিল, কাজেই অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তাহাদের দুই জনকে কিল চড় লাথি মারিয়া ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল।

প্রহার খাইয়া তাহাদের নেশার ঘোরটা কাটিয়া গেল। প্রথম ব্যক্তি ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মাপ কর ভাই, ও বেটা মাতাল হয়ে পড়েছিল, না হলে চামেলীকে বেশ্যা বলতে পারে! চামেলী আমার সতীকুলরাণী স্বাধীন জেনেনা।"

৮

অমলকে লইয়া চামেলী চলিয়া গেল, মোহিনী হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। এমন যে একটা ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। যখন চিন্তা করিবার কত অবস্থা তাহার হইল, তখন চামেলীর কুলত্যাগ করিবার কথা স্মরণ করিয়া ঘৃণায় তাহার সারা-দেহ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের অবস্থার কথা মনে পড়িল। অমলের মত চরিত্রহীনকে পুনঃ পুনঃ বিশ্বাস করিয়া সে যে কত বড় ভুল করিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া লজ্জায় দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। একবার সে ত তাহার মনকে বুঝাইয়া কতকটা শান্ত করিয়াছিল; আবার কেন সে তাহার মিথ্যা কথায় ভুলিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিতে গেল? তাহার মনের ভিতরটা সে একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল, সে শিহরিয়া উঠিল! অমল যে তাহার মনের একটা অংশ -গোপনে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তাই ত সে এত চেষ্টা করিয়াও মনকে বাঁধিতে পারিতেছে না। কেন সে অমলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছিল, কেন মিথ্যা আশায় প্রলুব্ধ হইয়া সে অমলকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে গিয়াছিল? মনকে সে বারম্বার সেই প্রশ্নই করিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তরই সে পাইল

না ; তাহার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। এখন কান্না ছাড়া ত তাহার অন্য পথ নাই। যে ভুল সে করিয়াছে তাহার সংশোধন হইবার যে কোন উপায় নাই। সত্যই কি কোন উপায় নাই? সে জোর করিয়া অমলের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিবে, দাদুর সেবা করিয়া সে জীবন কাটাইয়া দিবে। নিষ্ঠুর অমল আর একবার তাঁহাকে কতখানি আঘাত দিয়াছিল, তাহা ত সে দেখিয়াছিল। আবার নূতন করিয়া যে আঘাত তিনি পাইবেন, তাহার বেদনা যদি তিনি সহ্য করিতে না পারেন? আবার তাহার চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার দাদু যে এখনও জানেন, অমলের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, অমল যে কত বড় বিশ্বাসঘাতক তাহা ত তিনি জানেন না। কেমন করিয়া সে তাঁহাকে এ কথা জানাইবে? কিন্তু না জানাইলে সেই শঠ প্রবঞ্চক আবার তাহার দাদুকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া বশ করিয়া ফেলিবে। আর না, আর কিছুতেই সেই বিশ্বাসঘাতককে এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইতে দেওয়া হইবে না।

এমন সময় আশুতোষ গঙ্গা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মোহিনী ক্ষিপ্র হস্তে চোখ মুছিয়া যথা-সম্ভব সংযত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। হঠাৎ দাদুকে কিছু বলা হইবে না। সময় সুযোগ বুঝিয়া কথাটা তাঁহাকে বলিলেই হইবে। মোহিনী জোর করিয়া মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া আশুতোষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তেমনই হাসিমুখে বলিল, "তুমি এর মধ্যে স্নান করে ফিরে এলে দাদু, আমার যে এখনও কাজই শেষ হয়

নি। আমি আজ আর ঘাটে যাব না, তুমি খানিকটা জিরিয়ে বাজার করে এস দাদু, আমি ততক্ষণ চট্ পট্ করে কাজ সেরে বাড়ীতেই নেয়ে নেব।" হায়রে, কতকগুলি অনাবশ্যক কথার হট্টগোলের মধ্যে তাহার অন্তরের জ্বালাময়ী দুশ্চিন্তারাশিকে ডুবাইয়া রাখিবার কি প্রাণপণ চেষ্টা!

ইহারই মধ্যে যে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে আশুতোষ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না, কাজেই তিনি নিরুদ্বেগে তক্তপোষের উপর গিয়া বসিলেন এবং খানিক পরে বাজার করিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যতক্ষণ তিনি বাড়ীতে ছিলেন মোহিনী বিশেষ উৎসাহভরে গৃহকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পরই তাহার সেই কৃত্রিম উৎসাহ কর্পূরের মত কোথায় উবিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মভেদী-দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মেঝের উপর কাষ্ঠপুত্তলিকার মত বসিয়া রহিল। কাজ সারিয়া স্নান করিয়া যে তাহাকে রন্ধনের আয়োজন করিতে হইবে, সে কথা সে একেবারে ভুলিয়া গেল। হয় ত এমনই ভাবে সে সারাদিন বসিয়া থাকিত, কিন্তু বাহিরে পদশব্দ শুনিবামাত্র তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং অত্যন্ত বিচলিত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে তাহার মনে পড়িল, তাহার সমস্ত কাজই যে অসমাপ্ত রহিয়াছে, সে তাহার দাদুকে কি কৈফিয়ৎ দিবে? আশুতোষ যখন বাজারের পুঁটুলিটি হাতে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কোন কথাই তাহার মুখে যোগাইল না, লজ্জা ও ব্যথা ঢাকিবার জন্য সে মুখখানি নত করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় অপরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিল, "আশুবাবু, আশুবাবু।"

আশুতোষ পুঁটিলিটী মোহিনীর হাতে দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মোহিনী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

বাহিরে যাইতেই আশুতোষের দিকে চাহিয়া একটী অপরিচিত যুবক ব্যস্ততা সহকারে বলিয়া উঠিল, "আপনি আশুবাবু, অমলবাবুর ভারি বিপদ।"

আশুতোষ শুষ্কমুখে ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "কি, কি হ'য়েছে তার ?"

লোকটি বলিল, "কি জানি মশায় কি হ'য়েছে তা বল্‌তে পারি নি। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন, তারপর আমরা তাঁকে ধরাধরি করে বাড়ীর ভেতর তুলে আনি। এখন তাঁর জ্ঞান হ'য়েছে বটে, কিন্তু ভয়ানক জ্বর, তিনি আপনাকে খবর দিতে বল্‌লেন, আর একজন আত্মীয়ার নাম করলেন—মোহিনী না কি ?"

আশুতোষ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "মোহিনী আমার নাত্‌নী, একটু দাঁড়ান আমি এখনই তাকে নিয়ে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে মোহিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "দিদি, শীগ্‌গির এস, অমলের ভারি অসুখ।"

খানিক আগে যে অমলকে মোহিনী প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, লম্পট, শঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল, যাহাকে সে বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইতে দিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই অমলের কথা শুনিয়া তাহার কোমল অন্তর বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অমলের উপর কোন

বিদ্বেষ বা ঘৃণা তাহার ব্যথিত অন্তরে স্থান পাইল না। তৎক্ষণাৎ সে তাহার দাদুর সহিত বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

মিনিট দশেক পরে একটী দ্বিতল বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই অপরিচিত যুবকটী বলিল, "এই আমাদের বাড়ী, ভিতরে আসুন।"

আশুতোষ মোহিনীকে লইয়া যুবকটীর সহিত সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুবকটী ক্ষিপ্রহস্তে দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। একতলার ভিতরে একটী ঘরের মধ্যে তাহাদের লইয়া গিয়া যুবকটী কোন রকমে মুখের হাসি চাপিয়া আশুতোষকে বলিল, "ওপরে আমার স্ত্রী আছেন, আপনাকে ত হঠাৎ সেখানে নিয়ে যেতে পারি না; আপনার নাত্‌নী অবশ্য আমার সঙ্গে আস্‌তে পারেন।"

মোহিনী আশুতোষের মুখের দিকে চাহিল। তিনি কহিলেন, "যাও দিদি।"

উপরে উঠিয়া মোহিনীর উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া যুবকটী হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার বাবু ঐ ঘরটিতে শুয়ে আছেন, এগিয়ে গিয়ে দেখ তিনি আবার মূর্চ্ছা গেছেন কি না। আমি ততক্ষণ তোমার দাদামশায়ের ব্যবস্থা করে আসি।" এই বলিয়া শঙ্কিতা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মোহিনীকে সেইখানে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া সে দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহির হইতে দরজার শিকল টানিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

৯

এতক্ষণে মোহিনী নিজের বিপদের কথা কতকটা উপলব্ধি করিল; তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে যে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া চারিদিকে উৎকণ্ঠিত ব্যাকুলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল!

এমন সময় অমল হাসিতে হাসিতে পার্শ্বের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া মোহিনীর ভীতি ব্যাকুল অন্তরে যেন কতকটা সাহসের সঞ্চার হইল।

মোহিনীর নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিয়া অমল তেমনি ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি ভাল হ'য়ে গেছি মোহিনী।"

মোহিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে মুখে পীড়ার কোন চিহ্নমাত্র নাই। সেই অপরিচিত যুবকটীর হাসি, তাহার কথা বলিবার ভঙ্গী, বাহির হইতে দরজার শিকল টানিয়া দেওয়া এই সমস্ত ঘটনা একত্র করিয়া সে বুঝিল, বিশ্বাস-ঘাতক অমল মিথ্যা পীড়ার কথা বলিয়া তাহাকে এখানে ভুলাইয়া আনিয়াছে। সে কঠোরস্বরে বলিল, "তুমি এখানে আমায় কি জন্যে এনেছ?"

অমল বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "তোমায় বিয়ে করব বলে।"

সেই বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ আঘাতে মোহিনীর অন্তর একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া গেল। তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল।

অমল এবার নরমস্বরে বলিল, "মোহিনী তুমি কেন কাঁদছ? আমি ত তোমায় বলেছি তোমায় আমি রাজরাণী করে রাখব। আর একটা কথা তোমায় তখন বলা হয় নি,—তোমার দাদামহাশয়কে একটা থোক টাকা দিয়ে দেব।"

লজ্জায় ঘৃণায় মোহিনীর মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল "তুমি মানুষ নও,—পশু।"

অমল বিদ্রূপভরে বলিল, "এই পশুর কাছে দুদিন আগেও যে আত্ম-বিক্রয় করেছিলে। আবার তোমায় বলছি, এ তেজ তোমার সাজে না।"

এমন সময় চামেলী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে সতীকুলরাণী, তুমি যে কত বড় সতী তা দেখে চোখ সার্থক করবার জন্যে তোমায় এখানে এনেছি—এ আমার বাড়ী বুঝলে?"

এ চামেলীর গৃহ! পাষণ্ড তাহাকে ভুলাইয়া এই বেশ্যার বাড়ী আনিয়া তুলিয়াছে! চামেলীর মুখের দিকে ঘৃণা-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া মোহিনী কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি মনে করছ সবাই তোমার মত, আমি তোমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের উপরই বলছি তোমার ছায়া মাড়ালে পাপ, তুমি কুলটা বেশ্যা।"

চামেলী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কি বললি আমি বেশ্যা—বেশ্যা তুই।"

মোহিনী থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কাতরভাবে অমলের দিকে

চাহিয়া বলিল, "আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমার এত বড় সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছ। তুমি ওকে বুঝিয়ে দাও, আমি ওর মত কুলটা নই বেশ্যা নই।"

অমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চামেলী বলিয়া উঠিল, "তুই বেশ্যা কি না সে বোঝাপড়া অনেক আগে আমার সঙ্গে হয়ে গেছে। আর কিছু নতুন কথা থাকে ত বল।"

মোহিনী নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমল একবার চামেলীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মোহিনীর উপর ভ্রুকুঞ্চিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, "শোন মোহিনী, তোমার এই চামেলীদিদি আমার অনেকদিনকার পুরোনো বন্ধু, আমার সামনে তাকে কুলটা বেশ্যা বলে গাল দাও—তোমার সাহস ত কম নয়। যাক্ প্রথম কথা, আগে তুমি এর জন্যে চামেলীর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে, তারপর তোমার সঙ্গে অন্য কথা হবে।"

কি নিদারুণ অপমান! কি পাপে তাহার এত বড় শাস্তি হইল ভগবান? তিনি ত অন্তর্য্যামী, তিনি ত তাহার অন্তরের কথা জানেন। কিন্তু এখন উপায় কি? এই কলুষিত স্থান হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি? সে একবার ব্যাকুলভাবে বন্ধ দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল।

অমল আর একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া চোখ পাকাইয়া বলিল, "এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে, পায়ে ধরে ক্ষমা চাও।" এই বলিয়া সে মোহিনীর হাত চাপিয়া ধরিল।

মোহিনী সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, "কখনও না, ঐ কুলটা বেশ্যার কাছে আমি কিছুতেই মাথা নত করব না।"

চামেলীর অপর একটী বন্ধু ঐ ঘরেরই একধারে চাদর মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ হইতেই গোলমালের শব্দ তাহার কানে যাইতেছিল, নেশার ঘোরটা তখনও তাহার একেবারে কাটে নাই, তাই সব কথা তাহার কানে পৌঁছিতেছিল না। এইবার মোহিনীর কথাগুলো তাহার কানে যাইতেই সে উঠিয়া বসিল এবং জড়িত চোখে মোহিনীর দিকে চাহিয়া দেখিল।

অমল মোহিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

চামেলীও কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, খানিক পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে অমলের দিকে চাহিয়া বলিল, "সহজে ওর তেজ ভাঙ্গবে না ; বুড়োটাকে নীচে থেকে ডেকে পাঠাও, তার সামনে ওকে বুঝিয়ে দাও, ওর অবস্থাটা কি, তখন ও আপনি নরম হয়ে আসবে। আমি ও ঘরে চল্লুম, আমার পায়ে ধরে কাঁদবে, তবে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।" এই বলিয়া সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

অমল আরও কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল, তারপর ধীরে ধীরে মোহিনীর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "অমন কথায় কার না রাগ হয় বল, তাই তোমার চামেলীদিদি যদি রাগ করে থাকে ত অন্যায় করে নি,—তা করুক, তাই বলে সত্যিই কি তোমার পায়ে ধরতে হবে। দুটো মিষ্টি কথা বল্লেই চামেলীর রাগ পড়ে যাবে।

সে যা হক আমি পরে তার ব্যবস্থা করে দেব। এখন তোমার সঙ্গে আমার আরও স্পষ্টাস্পষ্টি কথাবার্ত্তা হয়ে যাক।”

মোহিনী তখনও রাগে ফুলিতেছিল, বলিল, “তুমি আমার কেউ নও।”

অমল শান্তভাবেই বলিল, “মোহিনী কেন মিথ্যেমিথ্যি গোলমাল করছ, তোমার ভালর জন্যেই বল্‌ছি—”

বাধা দিয়া মোহিনী বলিয়া উঠিল, “আমার ভাল আমি বুঝি, কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। তুমি সাম্‌নে থেকে যাও।”

অমল হাসিয়া বলিল, “কিন্তু মোহিনী তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি কোথায় রয়েছ! এটা তোমার বাড়ী নয়। যাক্‌, শোন যা তোমায় বল্‌ছিলাম,—সেই যে গোড়া থেকে বিয়ের কথা ধরে আছ, তা আর তোমায় কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না। ধর, বিয়েই যদি তোমায় আমি করি, তার পর তোমায় আমি ত অনায়াসেই ত্যাগ করতে পারি, তখনই বা তোমার কি অবস্থা হবে। লোকের কাছে সতী নাম নিয়ে থাক্‌বে এই পর্য্যন্ত। তা সে সুনাম ত তোমার আগেই ঘুচে গেছে—তার জন্যে আর কেন মিথ্যেমিথ্যি এমন করে বেড়াচ্ছ। তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি তোমার দাদুর কাছেই থেক। শুধু আমায় যেমন ভালবাস্‌তে, তেমনই ভালবেস; মনে কর আমাদের গন্ধর্ব্ব বিবাহ হ’য়েছে,—এমন বিবাহের কথা ত শাস্ত্রে লেখা আছে।”

মোহিনী অতি কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল, “তোমার কথা ত শেষ হ’য়েছে! এখন আমায় ছেড়ে দাও।”

অমল বলিল, “সত্যিই কি তোমায় আমি ধরে রাখব। তবে

যখন এমন সুযোগ পাওয়া গেছে তখন তোমার দাদামশায়ের সাম্‌নেই কথাটা একেবারে পাকাপাকি না করে কি ছাড়তে পারি !”

মোহিনী সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে যা ইচ্ছে হয় তোমাদের বল, আমার দাদুর অপমান কর না।”

অমল বলিল, “বেশ তাঁকে আমি কিছু বল্‌তে চাই না, তুমিই তাকে পরে একদিন বল ;—যাক্‌ এখন ত তাঁকে বিদেয় করে দিয়ে আসি।”

অত্যন্ত ভীত হইয়া মোহিনী বলিল, “তুমি আমায় ছেড়ে দাও, দাদুর সঙ্গে আমায় যেতে দাও।”

অমল বলিল, “যখন এসেছ তখন এর মধ্যে যাওয়া হ’তে পারে না। চামেলীর সঙ্গে তোমার একটা মিটমাট করে দিতে হবে, তার পর কিছুদিন এখানে থেকে তবে ত বাড়ী যাবে,—ওকি চেঁচিয়ে লোক জড় করবার মতলব করছ ; কিন্তু ওর জন্যেও আমরা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আছি।” একটু থামিয়া হঠাৎ একেবারে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সে বলিল, “দেখ্‌ আমি তোর অনেক আবদার অনেক ন্যাকামি সহ্য করেছি, আর করব না।”

মোহিনী আর সহ্য করিতে পারিল না, আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তার পর সহসা অমলের পায়ের উপর পড়িয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, “একদিন তুমিই আমায় দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষে করেছিলে, সে দিন থেকে আমি তোমায় দেবতা বলেই জানতুম্‌, আবার তুমি দেবতা হও, আমায় বাঁচাও।” সঙ্গে সঙ্গে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল !

৬০

মূর্চ্ছাবসানে মোহিনী প্রথম চোখ মেলিতেই দেখিল অমল ও চামেলী তাহার দুই পার্শ্বে বসিয়া আছে। তখনও তাহার ঘোরটা একবারে কাটে নাই, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার বুঝিবার মত শক্তিও তাহার ফিরিয়া আসে নাই, অথচ মনটার ভিতর তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছিল। তাই সে চক্ষু মুদিয়া আরও খানিকক্ষণ অবসন্নের মত পড়িয়া রহিল। তারপর এক সময় সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বসন সংযত করিয়া লইয়া চারিদিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল।

এমন সময় অমল তাহার একখানি হাত ধরিয়া বলিল, "মোহিনী অমন করছ কেন, স্থির হও।"

মোহিনী প্রথমটা হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। তারপর সবলে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বার তেমনই ভাবে বাহির হইতে বন্ধ ছিল, বারবার টানাটানি করিয়াও সে দ্বার মুক্ত করিতে পারিল না। ব্যাধভয়ে ভীতা হরিণীর মত সে কক্ষের চারিদিকে সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখিল, অমল আর চামেলী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে এবং

সেই অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তিটি জড়ের মত বসিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে।

অমল সহসা দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সবলে মোহিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ঢের সতীগিরি ফলান হয়েছে! আমার সামনে সতী সাজা হচ্ছে—বাহাদুরী আছে তোর। তুই মনে করেছিস কি? তোর জন্যে সবাই না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে নাকি, জানিস্ মারের চোটে ভূত পালায়, তুই ত একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষ।"

মোহিনী চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চামেলী আসিয়া তাহার মুখের মধ্যে তাহার আঁচলের খানিকটা গুঁজিয়া দিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল।

এমন সময় শিকল খুলিয়া চামেলীর সেই বন্ধু নিশিকান্ত কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এখনও তোমরা ঐ মেয়েটাকে বশে আন্‌তে পার নি, বুড়োকে ত আর মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারছি না, এখনই হয় ত চেঁচিয়ে একটা গোলমাল বাধিয়ে ফেল্‌বে, যা হ'য় ব্যবস্থা কর।"

আশুতোষ যে গোলমাল বাধাইতে পারে সে কথা অমলের মনে একবারও উদয় হয় নাই। তাই ত! সে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে মোহিনীকে সজোরে নাড়া দিয়া বলিল, "শোন্, মোহিনী, তোর দাদামশাইকে এখানে ডেকে আনছি, আমি পাশের ঘরে থাক্‌ব, তুই তাকে বলবি, আমার খুব অসুখ, আমার শুশ্রূষার জন্য তোকে এখানে থাকতে হবে; তাকে এখন বাড়ী যেতে বলবি,—যদি আমার কথা না শুনিস, তা হলে এখান থেকে তোর দাদুকে জ্যান্ত ফিরতে দেব

না তা যেন মনে থাকে। দাও চামেলী ওর মুখের কাপড় খুলে দাও, নিশি বাবু তুমি গিয়ে বুড়োটাকে এখানে নিয়ে এস।"

মোহিনীর মুখ হইতে চামেলী তাহার আঁচল খুলিয়া লইল। মোহিনী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্নেহময় দাদামহাশয়ের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এই দুই পিশাচ পিশাচিনীর দ্বারা কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে। যেমন করিয়া হউক তাহার দাদুকে ইহাদের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ঐ নর-রাক্ষসের হাতে নিজেকে বলি দিবার জন্য সে নিজের মনকে প্রস্তুত করিল।

সিঁড়ির উপরের পদশব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেই অমল চাপা গলায় মোহিনীকে বলিল, "গোলমাল করবি ত তোর দাদুকে খুন করে ফেলব।" এই বলিয়া চামেলীর সহিত কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

একটু পরেই নিশিকান্তের সহিত আশুতোষ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মোহিনীর পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,"অমল কোথায়, তার কি খুব বেশী অসুখ দিদি ?"

মোহিনী কি বলিতে গেল, কিন্তু কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, সে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইয়া গিয়া দুই হাতে তাহার দাদুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের উপর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অমঙ্গল আশঙ্কায় আশুতোষের অন্তর ভরিয়া উঠিল। তিনি নিঃশব্দে কম্পিত হস্তে তাঁহার স্নেহময়ী নাতনীর লুণ্ঠিত মস্তকের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন।

মোহিনী মুখ তুলিয়া কাতর ভাবে আশুতোষের শঙ্কিত মুখের প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদু তুমি শীগ্‌গির এখান থেকে পালাও, ওরা তোমায় খুন করবে।"

আশুতোষ বিহ্বলের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময় চামেলী ধীরে ধীরে আশুতোষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমায় চিন্‌তে পারছেন ? এ যে আমাদেরই বাড়ী, অমল বাবু আমাদের বাড়ীর সাম্‌নেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।"

মোহিনী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সব মিথ্যে কথা, তুমি শীগ্‌গির পালাও।"

চামেলী বলিল, "মোহিনীর মাথা দেখ্‌ছি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। আমি এত করে ওকে বোঝাচ্ছি কোন ভয় নেই, তা ও কিছুতে বুঝবে না। অমল বাবু মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন কিনা! তবে অনেকটা সাম্‌লে উঠেছেন, সন্ধ্যের মধ্যে ভাল হয়ে উঠ্‌বেন। মোহিনী কাছে থাক্‌লে অমল বাবু বেশ ভাল থাকেন, আপনি ওকে বুঝিয়ে এখানে রেখে যান, সন্ধ্যের পরে এসে নিয়ে যাবেন। আমি রয়েছি কিছু ভাববেন না। এস মোহিনী।" এই বলিয়া সে মোহিনীর হাত ধরিল।

এতবড় মিথ্যে কথা এমন সহজভাবে বলিতে শুনিয়া মোহিনী স্তম্ভিত হইয়া গেল! কি যে করিবে তাহা ভাবিবার শক্তি যেন সে হারাইয়া ফেলিল। তাহার মনে হইল প্রতিবাদ করিলে তাহার

দাদামহাশয়কে ইহারা নিশ্চয়ই বিপদে ফেলিবে। কাজ নাই, তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

চামেলীর দ্বিতীয় বন্ধু ধীরেশচন্দ্র হাই তুলিয়া আলস্য ছাড়িয়া চামেলীর দিকে চাহিয়া বলিল, "বা চামেলী বিবি, ভারি চমৎকার অভিনয় করেছ, আমার পর্য্যন্ত তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে! থিয়েটার-ওয়ালারা তোমায় পেলে একবারে লুপে নেবে।"

চামেলী প্রথমটা যেন থতমত খাইয়া গেল, তারপর ভ্রুকুটি-কুটিল কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সব সময় মাতলামি, মার খেয়েও লজ্জা হয় না। তোমায় এখান থেকে বিদেয় করে তবে অন্য কাজ। মোহিনী এ মাতালের সামনে থেকে চলে এস, দাদামশায় আপনি যান।"

আশুতোষ চামেলীর কথাগুলো এতক্ষণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার ভারি খটকা লাগিল।

ধীরেশ চামেলীর আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "ভদ্রলোকের মেয়েটাকে ছেড়ে দাও।"

চামেলী জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার হুকুমে?"

ধীরেশ বলিল, "হ্যাঁ আমার হুকুমে, ছেড়ে দে বল্‌ছি।"

সঙ্গে সঙ্গে অমল সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ছুটিয়া আসিয়া ধীরেশের ঘাড় ধরিয়া বলিল, "ফের মাতলামি করবি ত মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।"

ধীরেশ এক ঝাঁকানি দিয়া ঘাড় ছাড়াইয়া লইয়া অমলের দিকে

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কে কার হাড় গুড়া করে তার পরীক্ষা এখনই হয়ে যাবে, কিন্তু তার আগে তোকে একটা কথা বল্‌তে চাই,—ঐ বেশ্যাটাকে নিয়ে তোদের যা ইচ্ছে হয় তাই করতে পারিস্‌, কিন্তু ভদ্রকন্যার ওপর অত্যাচার করা চলবে না।" .

অমল বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তোর ধর্ম্মজ্ঞান খুব টন্‌টনে দেখছি যে! কিন্তু মোহিনীকে আমি তোর চেয়ে ঢের ভাল জানি। ওদিকে আর নজর দিস নি।"

চামেলী তখনও মোহিনীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। অমলের কথায় আর কোন উত্তর না দিয়া ধীরেশ চামেলীর হাত ধরিয়া এক টান মারিয়া মোহিনীকে মুক্ত করিয়া দিল। তারপর ভয়-বিহ্বল আশুতোষের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার নাত্‌নীকে নিয়ে আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান।"

মোহিনী একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আশুতোষের হাত ধরিয়া বলিল, "শীগ্‌গির চলে এস দাদু।"

ধীরেশ দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আশুতোষ মোহিনীকে লইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। ধীরেশের তখনকার মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ আর ভয়ে বাধা দিতে অগ্রসর হইল না।

এইবার ধীরেশ অমলের সম্মুখীন হইয়া হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে পরীক্ষা হয়ে যাক্‌।"

অমল এতক্ষণ ক্রোধে ফুলিতেছিল, সে ধীরেশকে মারিবার জন্য ঘুষি তুলিল। ধীরেশ অবলীলা ক্রমে বাম হাত দিয়া অমলের মুষ্টিবদ্ধ হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া আর এক হাতে তাহার নাকের উপর এক ঘুষি

বসাইয়া দিল এবং আর একটী ঘুষি মারিবার জন্ম হাত তুলিতেই নিশিকান্ত তাড়াতাড়ি ধীরেশকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি করছিস্ ছেড়ে দে, তোর আর এক ঘুষি খেলে ও মরে যাবে . ও বেশ বুঝেছে আর কিছু করবে না।"

ব্যাপার দেখিয়া চামেলী থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। ভয়ে তাহার মুখ একবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল।

অমল দুই হাতে নাক চাপিয়া ধরিয়া মেজের উপর বসিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার হাত দুইখানি রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং সেই হাতের ফাঁক দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া মেজের উপর রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ধীরেশের দিকে চাহিয়া সভয়ে নিশিকান্ত বলিয়া উঠিল, "রক্তে যে মেজে ভেসে গেল, যা হয় উপায় কর, আমার সত্যি ভারি ভয় করচে!"

ধীরেশ বেশ সহজ শান্তভাবে বলিল, "নাকে ঘুষি পড়লে ওরকম রক্ত পড়েই থাকে, তাতে হয়েছে কি। ধুয়ে জলপটি লাগিয়ে দিলেই ও রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। ওরে চামেলী শুনচিস্, ঐ ঘর থেকে জলের কলসীটা নিয়ে আয়।"

অল্পক্ষণ পরেই পাশের ঘর হইতে একটী ছোট কলসী লইয়া চামেলী সেখানে উপস্থিত হইয়া অমলের রক্তাক্ত মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, "ওমা কি হবে গো!"

ধীরেশ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "থাম্, আর আদিখ্যেতা করতে

হবে না; এ কাজের এই ফল।" তারপর অমলের নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "উঠে এস, মারামারি করতে গেলে, অমন লেগেই থাকে।"

অমলের তখন মাথা ঘুরিতেছিল, চোখে যেন সে অন্ধকার দেখিতেছিল, নিঃশব্দে কোন রকমে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরেশ তাহার হাত ধরিয়া বারান্দায় লইয়া গিয়া ক্রমাগত জলের ঝাপটা দিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া দিল। তারপর পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ভিজাইয়া পাট করিয়া নাকের উপর বসাইয়া দিয়া বলিল, "এক হাত দিয়ে রুমালখানা চেপে ধরে বিছানার ওপর শুয়ে পড়গে।"

অমল বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার আদেশ পালন করিল।

আঘাতটা খুবই প্রচণ্ড হইয়াছিল। রক্ত বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নে অমল প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইল। এইবার ধীরেশও ভীত হইয়া উঠিল। তখন তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল, এখন কি করা যায়। এই দূর বিদেশে, ডাক্তার ডাকাও বিপজ্জনক, যদি সন্দেহ করিয়া পুলিশে খবর দেয়, তাহা হইলে তিন জনকেই ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে! আবার এ বাড়ীতে তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া যদি তাহারা কাশী ত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে পুলিশ তাহাদের পিছনে লাগিবে।

ধীরেশ বলিল, "হ্যাঁরে চামেলী, এখানে ও কোথায় থাকে তা তুই নিশ্চয় জানিস্?"

চামেলী বলিল, "তার বাড়ীর ঠিকানা আমি মোহিনীর কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলুম, কিন্তু সেখানে খবর দিলেও ত হাঙ্গামা বাধতে

পারে, তার চেয়ে এক কাজ করতে পারলে খুব ভাল হয়, সন্ধ্যের পর তোমরা ওকে কোন রকমে মোহিনীদের বাড়ীতে পৌছিয়ে দিয়ে এস।"

ধীরেশ তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ তোর বুদ্ধি আছে! বুড়োটাকে সব কথা খুলেই বলা হবে, তাদেরই জন্যে ত অমলের এই দশা। তার নাত্‌নীর মুখ চেয়ে সে কোন কথা প্রকাশ করতে পারবে না। সন্ধ্যের ত এখনও দেরী আছে, ততক্ষণ ওর মাথায় ক্রমাগত বরফ দিয়ে জ্বরটা কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করা যাক, জ্বরটা কমলেই ও আমাদের সঙ্গে ঠিক হেঁটে যেতে পারবে, যেমন করে হ'ক জ্বরটা ওর কমাতেই হবে।"

১১

পথে বাহির হইয়াই মোহিনী একবার এদিক ওদিক চাহিয়া আশুতোষকে বলিল, "দাদু, এখন বাড়ী গিয়ে কাজ নেই, চল আমরা বাবাকে দর্শন করে আসি।"

আশুতোষ বলিলেন, "সেই ভাল দিদি। আজ আর রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করে কাজ নেই।"

এই গলিটী পাড়ার একবারে ভিতরের দিকে অবস্থিত বলিয়া লোক-চলাচল খুব অল্প ছিল। ক্বচিৎ দুই একজন পথিক দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। খুব দ্রুতপদে চলিয়া ক্রমে তাহারা অপেক্ষাকৃত বড় গলিতে আসিয়া পড়িল। সেখানে লোক চলিবার বিরাম নাই। এই জনবহুল স্থানটীতে পৌঁছিয়া তাহারা উভয়ে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অন্ততঃ এখন তাহারা নির্ভয়! প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা নিঃশব্দে হাঁটিয়া তাহারা মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিল এবং প্রাণ ভরিয়া বাবা বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া যখন তাহারা মন্দিরের বাহিরে আসিল, তখন বেলা অনেক হইয়াছে। এতক্ষণ ভয়ে ভাবনায় উৎকণ্ঠায় তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। এইবার মাথাটা যখন তাহাদের হাল্কা হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধাতৃষ্ণাও তাহারা অনুভব করিতে লাগিল।

আশুতোষ বলিলেন, "দিদি, কিছু খাওয়া ত দরকার, বেলাও অনেক হয়েছে, কিছু ফল মিষ্টি কিনে বাড়ী ফেরা যাক্।"

মোহিনী তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, ক্ষুধাতৃষ্ণায় তাঁহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। সে ব্যস্তভাবে বলিল, "তাই চল দাদু, বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

গৃহে পৌঁছিয়া তাহার দাদুকে খাওয়াইয়া এবং নিজে একটী সন্দেশ ও এক গ্লাস জল খাইয়া মোহিনী যখন তাহার কক্ষের মধ্যে গিয়া বসিল তখন সত্যই তাহার মনে হইল, সে যেন [illegible] লাভ করিয়া ফিরিয়াছে। কি ভীষণ দানবীয় চক্রের মধ্যে তাহারা পড়িয়াছিল এবং কেমন করিয়া একজন দেবদূতের সাহায্যে সে চক্র ভেদ করিয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিল, সেই সব কথাই তাহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। যে অমলকে সে একদিন দেবতা বলিয়াই মনে করিয়াছিল, সেই অমলের এই কাজ! একদিন সে অমল দুর্ব্বৃত্তদের কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল, আজ কিনা সেই অমল দুর্ব্বৃত্তগণেরও অধম হইয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল! ধীরেশের কথাও তাহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল—সে মদ্যপায়ী চরিত্রহীন, তাহার ভিতরেও ত দেবভাবের বিকাশ দেখা দিয়াছিল। মানুষ কি তবে এমনই বিভিন্ন ধাতুতে গড়া? এই তাহার মধ্যে দেবতার বিকাশ, পরমুহূর্ত্তেই আবার দানবের প্রকাশ। এই যদি পুরুষের স্বরূপ-মূর্ত্তি হয় তাহা হইলে কেমন করিয়াই বা পুরুষকে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? ইহার স্বভাব যে সর্পের স্বভাবের চেয়েও

ভয়ঙ্কর, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া যে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাহাকেই সে দংশন করে! সমস্ত পুরুষ জাতির উপরই তাহার ঘৃণা জন্মিল, হঠাৎ তাহার দাদুর কথা মনে পড়িল। জ্ঞান হওয়া অবধি সে ত তাঁহাকে কোন অন্যায় কাজ করিতে দেখে নাই?—তবে?

হঠাৎ আর একটী কথা মনে পড়ায়, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল; পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, তাহার দাদু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে নিঃশব্দে দরজার বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

আশুতোষ একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ব্যগ্রভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "দিদি ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

মোহিনী ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "তোমাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলাম দাদু।"

আশুতোষ বলিলেন, "কি কথা দিদি?"

মোহিনী বলিল, "সন্ধ্যের আগে এ বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া যায় না দাদু? এমন জায়গায় যেতে হবে দাদু, কেউ যেন আমাদের সন্ধান না পায়।"

আশুতোষ ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন, আজ অমলের যে পৈশাচিক মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে এই আশঙ্কাই কেবলই তাঁহার মনে জাগিতেছিল, রাত্রির অন্ধকারে আবার

হয়ত কি একটা মায়াজাল বিস্তার করিয়া সে তাঁহাদের আর এক নূতন বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিবে। মোহিনীর অন্তরে এ আশঙ্কার উদয় হওয়াও খুবই স্বাভাবিক! তিনি বলিলেন, "কেন যাবে না দিদি, উঠ্‌ব উঠ্‌ব করে ওঠা হয় নি, আমাদের এখানে জিনিষপত্রই বা কি আছে, গুছিয়ে নিতে কতক্ষণই বা লাগ্‌বে।"

মোহিনী উৎসাহভরে বলিল, "এক ঘণ্টার বেশী লাগ্‌বে না দাদু, জিনিষপত্তর গুছিয়ে ফেলি, ততক্ষণ বাড়ীটি তুমি দেখে এস, এ বাড়ীর মালিককেও ত খবরটা দিতে হবে, তাও দিয়ে এস।"

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া আশুতোষ বলিলেন, "কিন্তু তোমায় একলা রেখে যেতে ত সাহস হয় না দিদি।"

হায়, যে অমলের জন্য সর্ব্বদা এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, আজ তাহারই ভয়ে মোহিনীর পক্ষে এ গৃহনিরাপদ নহে! কোনরকমে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া মোহিনী বলিল, "দিনের বেলা এখানে আস্‌তে কেউ সাহস করবে না, তুমি যাও দাদু আর দেরী কর না।"

আশুতোষ আর কিছু না বলিয়া আলনা হইতে জামাটী পাড়িয়া লইয়া গায়ে দিয়া নিঃশব্দে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দ্বারটি অর্গল বন্ধ করিয়া মোহিনী তক্তপোষের উপর গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত বক্ষ তোলপাড় করিয়া কত পুরাণ কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ভবিষ্যৎ জীবনের যে সুখের চিত্র সে উজ্জ্বল-ভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল, একটা দানব অনায়াসে তাহা পদ-দলিত করিয়া তাহাকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দিল। এই নির্জ্জন-গৃহ মধ্যে সে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইল। কিন্তু তাহার মনের ব্যথা

যে কিছুতেই ঘোচে না, এই ব্যথা কি আজীবন তাহার নিত্য সহচরী হইয়া থাকিবে; তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবে? সে কি কিছুতেই এই দুর্বিষাদময় স্মৃতি মন হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবে না? পারিবে, পারিবে, নিশ্চয়ই পারিবে। এমন একটা কাজের উত্তেজনার মধ্যে নিজের জীবনকে টানিয়া লইয়া ফেলিতে হইবে, যেখানে এই ঘৃণিত স্মৃতি মনের কোণেও উঁকি দিতে না পারে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল এবং খুব উৎসাহের সহিত জিনিষপত্তর গুছাইতে লাগিল।

১২

সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে নূতন বাড়ীতে আসিয়া তাহারা উঠিল, সে বাড়ীটী একেবারে ভিন্ন পাড়ায় অবস্থিত। এখানে আসিয়া মোহিনী যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তাহাদের সামান্য সংসার এক রকম গুছাইয়া লইল। এ বাড়ীতেও দুইটী শয়নকক্ষ, সেই কক্ষ দুইটীর সম্মুখে একটা টানা বারান্দা, আর এক পাশে দুইটী ছোট ঘর, একটী রান্না ও আর একটী ভাঁড়ারের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

বাড়ীর অপর অংশে বাড়ীওয়ালা অবনীকান্ত, যুবতী পত্নী কাদম্বিনীকে লইয়া বাস করে। অবনী স্কুলে শিক্ষকতা করে এবং ছুটির পর একটী ছাত্রকে পড়াইতে যায়, কাজ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায় আট্‌টা হয়। প্রাতঃকালেও সে আর একটী ছাত্রকে পড়ায়, কাজেই এক রবিবার ব্যতীত সপ্তাহের অপর কয় দিন সকাল হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কাদম্বিনীকে একাকীই থাকিতে হয়। সেই জন্য যাহাকে তাহাকে বাড়ীর অংশ ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়াই, অবনী বাড়ীটি এতদিন ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

আশুতোষের সহিত গঙ্গার ঘাটে তাহার পরিচয় হয় এবং সেখানেই

বাড়ীর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয় এবং সে তাঁহাকে এই বাড়ীতে আনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। আশুতোষকে কাদম্বিনী ইতিপূর্ব্বে দুই দিন দেখিয়াছিল, দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তির উদ্রেকও তাহার হইয়াছিল। কাদম্বিনী স্বামীর নিকট হইতে শুনিয়াছিল যে আশুতোষের পরিবারের মধ্যে তিনি নিজে ও তাঁহার একটী মাত্র অবিবাহিতা নাতনী, আর কেহ নাই। তাহার একটী সঙ্গিনী মিলিবে ভাবিয়া কাদম্বিনীর মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই মোহিনী আসিয়া যখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, সে হাসিমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল, কিন্তু মোহিনীর অসামান্য রূপ ও উচ্ছ্বসিত-যৌবন দেহের পানে চাহিয়া তাহার মুখের হাসি তৎক্ষণাৎ কর্পূরের মত কোথায় উবিয়া গেল; সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার আকস্মিক পরিবর্ত্তন মোহিনী লক্ষ্য করে নাই, তাই সে হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ আমার একজন দিদি হ'ল; আমরা দু' বোন বেশ থাকব দিদি।"

কাদম্বিনী তেমনই গম্ভীরভাবে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার মোহিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। কেন যে হঠাৎ কাদম্বিনী এমন গম্ভীর হইয়া পড়িল, তাহার কোন কারণই মোহিনী খুঁজিয়া পাইল না। একটু পরেই কাদম্বিনী তেমনই নিঃশব্দে তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া অবনীকান্ত পত্নীর অত্যন্ত গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কি গো, কি হ'য়েছে তোমার? আজ আর মুখে হাসি নেই, মুখখানা যেন একেবারে মেঘে ঢাকা?"

কাদম্বিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তুমি এ কাদের বাড়ীর মধ্যে এনে পুরেছ ?"

অবনী তেমনই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন, কি হয়েছে ?"

কাদম্বিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "হবে আর কি, আমার মাথা আর মুণ্ডু ! আগে জান্‌লে কি কখনও আমি এদের বাড়ীর ভেতর জায়গা দিতুম ! যাক্, যা হবার হয়েছে, তুমি কালই ওদের বাড়ী থেকে বিদেয় করে দাও, বলে দাও এখানে জায়গা হবে না, যেখানে খুসী চলে যাক্ ।"

অবনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন এদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছ নাকি ?"

কাদম্বিনী তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "শুন্‌তে যাব আর কাছে, আমার কি নিজের চোখ নেই, আমি কি দেখতে পাই না !"

সে যে কি বলিতে চায় অবনী কিছুই বুঝিতে পারিল না। আশুতোষকে সে ত বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়াই জানে, হঠাৎ কাদম্বিনী তাঁহার মধ্যে কি দেখিল যে হঠাৎ সে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল ! সারাদিন পরিশ্রমের পর কাদম্বিনীর এই হেঁয়ালী অবনীর ভাল লাগিল না, তাই ঈষৎ বিরক্তভরে সে বলিল, "কথাটা স্পষ্ট করেই বল না, কি হয়েছে ?"

কাদম্বিনী এবার অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "স্পষ্ট করেই বল্‌ব বৈ কি। তার আগে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, তুমি বুড়োর নাত্‌নীটিকে আগে দেখেছিলে না ?"

অবনী বলিল, "না, কিন্তু হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করবার মানে ?"

কাদম্বিনী বিদ্রূপভরে বলিল, "মানে সে অবিবাহিতা বটে, কিন্তু বিয়ে দিলে এতদিন সে দু'তিন ছেলের মা হ'তে পারত।"

অবনী বলিল, "মেয়েটীর বয়েস বেশী হ'য়েছে, এখনও বিয়ে হয় নি, এই কথা। তাতে তোমারই বা কি, আমারই বা কি, তোমরা ত সংসারের খবর রাখ না, তাহ'লে বুঝতে পারতে সামান্য গৃহস্থের পক্ষে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি রকম কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে! যাক্ এখন কাপড়চোপড় ছেড়ে একটু বিশ্রাম করি, পরে ধীরে সুস্থে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।"

একটা অতি কঠিন কথা কাদম্বিনীর ঠোঁটের কাছে আসিয়া থামিয়া গেল। সে হাতের কাজ ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়াছিল, আর কিছু না বলিয়া বাকী কাজটুকু শেষ করিবার জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। তাহার মনটা কিন্তু তেমনই উদ্বিগ্ন, তেমনই আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

রাত্রে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মোহিনীর সম্বন্ধেই আলোচনা হইল। কেন যে মোহিনীকে এ গৃহে স্থান দিতে চায় না, সে কথা কাদম্বিনী অনেকবার অনেকরকম করিয়া বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একটীবারও স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলিতে পারিল না। সত্যই তাহার নির্ম্মল-চরিত্র স্বামীর উপর সন্দেহ করিবার কোন কারণই তাহার ছিল না, তথাপি মোহিনীর অপরূপ রূপের কথা স্মরণ করিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামী যদি সেই রূপের ফাঁদে ধরা পড়িয়া যায়! তখন ত আর উদ্ধারের কোন পথ থাকিবে না। তাহার চেয়ে পূর্ব্ব

হইতে সতর্ক হওয়াই ভাল। তবুও কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। শ্রান্ত অবনীর চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছিল এবং অচিরেই সে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। কাজেই সে রাত্রি কথাটা আর বলা হইল না। তাহার স্ত্রী যে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ মনের কোণে স্থান দিতে পারে, একথা অবনী মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিতে পারে নাই, তাই কাদম্বিনীর কথায় সে ভাল করিয়া কাণ দেয় নাই। এবং নিদ্রার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিবার পক্ষেও তাহার কোন ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

১৩
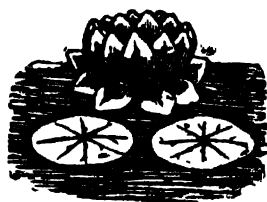
বৈকালের দিকে অমলের জ্বরটা কমিয়া আসিল। চোখ মেলিয়া চাহিতেই সে দেখিল চামেলী তাহার শিয়রে বসিয়া মাথায় বরফ দিতেছে। উভয়ের সহিত চোখোচোখী হইল।

চামেলী বলিল, "এখন কেমন আছ ?"

অমল বলিল, "ভাল আছি। আর বরফ দিতে হবে না, বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে।"

চামেলী বরফের ব্যাগটি নামাইয়া বলিল, "সত্যি আমার ভারী ভয় হয়েছিল। এই বিদেশ বিঁভুয়ে তোমায় নিয়ে যে কি করব !"

অমল বলিল, "নাকে বড্ড লেগেছিল, আমার মনে হচ্ছে রাত্রেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে।" এইবার সে ঘরের এদিক ওদিক একবার দৃষ্টিপাত করিল, কাহাকেও সে দেখিতে পাইল না। মনের মধ্যে কতকটা শান্তি অনুভব করিয়া সে চামেলীকে বলিল, "ওরা কোথায় ?"

চামেলী বলিল, "তারা কি কাজে বেরিয়েছে, সন্ধ্যের সময় আসবে।" অমলের মনটা অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। চামেলীর হাত চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "চামেলী তুমি আমায় পায়ে ঠেল না, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাক্‌ব।"

অমলের এই কথায় চামেলীর মন গর্ব্ব ও আনন্দে ভরিয়া উঠিল। একদিন, সে যখন স্বামীর গৃহে ছিল, তখন এই অমলকে এমনই ভাবে কাছে পাইবার জন্ত তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কখন্ অমল আসিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া কি আকুল আগ্রহেই না পথপানে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিত। আর সেই অমল আজ তাহার গোলাম হইয়া থাকিতে চাহিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, তাহাদের সেই নিষ্ঠুর পরামর্শের কথা। যুক্তিটা যে তাহারই মাথা দিয়া বাহির হইয়াছিল সেই কথা মনে করিয়া সে অন্তরে ব্যথা অনুভব করিল। অমলের ত সত্যই কোন দোষ ছিল না, মোহিনীকে এই গৃহে আনিবার জন্য সে-ই ত অমলকে উত্তেজিত করিয়াছিল এবং মোহিনীর উপর যাহা কিছু অত্যাচার অমল করিয়াছে, সে ত তাহাকেই খুসী করিবার জন্ত। ধীরেশই ত যত অনর্থের মূল, সে যদি নেশার ঝোঁকে মাঝে পড়িয়া একটা হাঙ্গামা না বাধাইত, তাহা হইলে মোহিনীরও দর্প চূর্ণ হইত, আর অমলেরও এ দশা ঘটিত না। ধীরেশের উপর তাহার মনটা অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিল। ধীরেশ যে কি চরিত্রের লোক, তাহার পরিচয় ত বহুবার সে পাইয়াছে, এই ত আজ প্রাতঃকালেই তাহাকে কি অপমানটা না সে করিয়াছে, তাহাকে বেশ্যা বলিয়া গালি দিয়াছে। তাহার উপর ধীরেশ একটা গুণ্ডা, সে অনায়াসেই ত তাহাকে খুন করিতে পারে। চামেলীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। যেমন করিয়াই হউক ধীরেশের সংসর্গ তাঁহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অমল কাতর কণ্ঠে বলিল,

"চামেলী, আমার কথার উত্তর দিলে না? তবে কি তুমি আমায় পায়ে ঠেল্‌বে? তাহ'লে আমি বাঁচব না চামেলী।"

চামেলী তাহার আরও নিকটে সরিয়া বসিয়া তাহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিল, "তুমি কেন অত ব্যস্ত হচ্ছ, আমি তোমায় ফেলে কোথায় যাব? আমি শুধু ভাবছিলুম এদের হাত থেকে উদ্ধার পাব কি করে?"

অমলের বুকটাও দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তাই ত! ইহারা চামেলীকে সহজে ছাড়িবে বলিয়া ত মনে হয় না। ইহারা ভয় পাইবারও লোক নহে। উহারা শুধু মাতাল হইলে কথা ছিল না। ইহারা যে গুণ্ডা। একজনের শক্তির পরিচয় ত সে ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছে। এখন উপায়? অমল খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল এবং স্থির হইয়া ভাবিবার চেষ্টা করিল। চামেলীর মত এমন একজন সুন্দরী যুবতী এত সহজে তাহার হাতে ধরা দিতে চাহিতেছে, তাহাকে সে কিছুতেই ছাড়িতে পারে না, মোহিনীর অভাব এই চামেলীকে দিয়াই পূরণ করিতে হইবে। চামেলী যখন তাহাকে চায়, ধীরেশ বা নিশিকান্তকে তাহার ভয় কিসের? তাহারা যখন বুঝিবে, তাহাদের শিকার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা আপনিই সরিয়া পড়িবে। তাহারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে পারে—এই পর্য্যন্ত। ইহার বেশী তাহারা আর কিছু করিবে না। এখন চামেলীই তাহার সম্বন্ধে স্থির থাকিলেই হয়। হঠাৎ আর একটা কথা তাহার মনে হইল। সে একবার জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যার এখনও দেরী আছে। তাহারা ফিরিবার পূর্ব্বেই

চামেলীকে লইয়া এ গৃহ ত্যাগ করিতে পারিলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়। সে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

চামেলী ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "ও কি, তুমি উঠে বসলে কেন, এখনও তোমার জ্বর রয়েছে যে।"

অমল বলিল, "চামেলী, চল আমরা এখনই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। দিনকতক আমার বাড়ীতে তোমায় রাখতে পারব।"

চামেলী বলিল, "তোমার অসুখ, তুমি কি হেঁটে যেতে পারবে?"

অমল বলিল, "খুব পারব। আর দেরী করে কাজ নেই; বেলা পড়ে এসেছে, ওরা এখনই ফিরবে।"

চামেলী বলিল, "বাক্সটা নিয়ে যাবার কি হবে? ওতে অনেক দামী কাপড় চোপড় আর টাকাকড়ি রয়েছে যে।"

অমল মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "তুমি এক কাজ কর, তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে কাপড়গুলো বের করে দুটো পুঁটুলী বেঁধে নাও, এমন ত কিছু ভারী জিনিষ নেই, আমরা দু'জনে ঠিক নিয়ে যেতে পারব।"

চামেলী খুসী হইয়া বলিল, "ঠিক বলেছ, তাই করে ফেলি।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাক্সের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল এবং আঁচল হইতে চাবী লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে বাক্স খুলিয়া ফেলিল। তারপর যথাসম্ভব সত্বর কাপড়চোপড়গুলি বাহির করিয়া লইয়া অমলের নির্দ্দেশ-মত দুইটী পুঁটুলী বাঁধিয়া ফেলিল এবং টাকাকড়ি গহনাপত্র যাহা কিছু ছিল তাহা আর একটী পুঁটুলীতে লইল; প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে এইবার চল। তোমায় ধরতে হবে, না আপনি যেতে পারবে?"

অমল বলিল, "আপনিই যেতে পারব। একটা পুঁটুলি আমায় দাও, তিনটে তুমি নিতে পারবে কেন?"

চামেলী বলিল, "পুঁটুলী নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে তোমার কষ্ট হবে। রাস্তায় বেরিয়ে, একটা তোমার হাতে দেব'খন।

অমল হাসি-ভরা চোখে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল এবং কোনও কথা না বলিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। চামেলী পুঁটুলী-গুলি লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। আশঙ্কায় উভয়ের বুক দুরু দুরু করিতেছিল। এমনই ভাবে তাহারা নীচে নামিয়া বাহিরের দরজার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। দরজা বন্ধ ছিল, অমল কড়া ধরিয়া টানিয়া দরজা খুলিতে গিয়া গভীর বিস্ময়ে দেখিল, বাহির হইতে দরজা তালা বন্ধ রহিয়াছে। সে শুষ্ক হতাশ মুখে চামেলীর দিকে চাহিল।

চামেলী বিবর্ণমুখে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ!"

১৪

প্রতিদিনের মত অতি প্রত্যুষে উঠিয়া চা পান করিয়া অবনী ছাত্র পড়াইবার জন্য বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। কাদম্বিনীও যথারীতি গৃহকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিল, কিন্তু মনটা তাহার কেমন অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। মোহিনীও গৃহের পাট সারিয়া অল্পক্ষণ পরে আশুতোষের সহিত গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাদম্বিনী কলের মত কাজ করিয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে কেবলই কল্যকার অপ্রীতিকর প্রসঙ্গেরই আলোচনা করিতেছিল। যতই সেই সব কথা সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার অন্তর অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইতে লাগিল। মোহিনী না হয় সত্যই রূপসী, তাই বলিয়া এমন কি কথা আছে যে, তাহার স্বামী সেই রূপের ফাঁদে নিজেকে ধরা দিবেন? এবং মোহিনীও ভদ্রঘরের মেয়ে, সে-ই বা কেন রূপের ফাঁদ বিস্তার করিয়া তাহার স্বামীর মন হরণ করিতে যাইবে? সে যে উভয়েরই প্রতি অবিচার করিয়াছে, এই কথাই বারম্বার কাদম্বিনীর অনুতপ্ত অন্তরে উদিত হইয়া তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। সে স্থির করিল, যাহা হইবার হইয়াছে, আর কখনও সে স্বামীর সম্মুখে মোহিনীর সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না। স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিবার কথাও

তাহার মনে উদিত হইল, কিন্তু ক্ষমা চাহিতে গেলেই মোহিনীর প্রসঙ্গ স্বতঃই উঠিয়া পড়িবে এবং সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। মোহিনীর প্রতিও কাল সে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছে। মোহিনী ফিরিয়া আসিলে সে তাহার সহিত এমনই আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিবে যে কল্যকার আঘাতের বেদনা যেন মোহিনীর মন হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া যায়।

অবনী যথাসময়ে ফিরিয়া অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া স্নান সারিয়া আহারে বসিল, কাদম্বিনী সম্মুখে বসিয়া অতি যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল। প্রতিদিনের মত কাদম্বিনীর সহিত হাসিয়া গল্প করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার শেষ করিয়া সে উঠিয়া গেল। কাদম্বিনী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে তাড়াতাড়ি একটী ডিবায় চারিটী পান লইয়া স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। অবনী তুইটী পান লইয়া মুখে পূরিয়া জামা কাপড় পড়িতে লাগিল। কাদম্বিনী ডিবাটী তাকের উপর রাখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে স্বামীর জামার বোতামগুলি পরাইয়া দিতে লাগিল, ইহা তাহার নিত্যকার কাজেরই একটী অঙ্গ ছিল। যদিও সে আজ সমস্ত কাজগুলি অতিরিক্ত উৎসাহেরই সহিত সম্পন্ন করিতেছিল, কিন্তু ইহা নিত্যকার ঘটনা বলিয়াই সে উৎসাহ অবনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না। কাদম্বিনী ইহাতেও স্বস্তি বোধ করিল।

অবনী বাহির হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী স্নান করিয়া তাহার দাদুর সহিত গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী তখন পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই মোহিনী চোখ নামাইয়া লইল। কাদম্বিনী ইহার কারণ

অনুমান করিয়া লইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল এখনই ছুটিয়া গিয়া মোহিনীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আসে। কিন্তু কেমন একটু কুণ্ঠা আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল, সেই দ্বারের পার্শ্বেই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মোহিনী সবেমাত্র রান্নার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় কাদম্বিনী কুণ্ঠিতচরণে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দে মোহিনী চোখ তুলিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার এমন আশঙ্কাও মনে উদিত হইল, হয়ত বা কাদম্বিনী তাহাকে কোনরূপ কঠোর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতে আসিয়াছে; তাই সে হঠাৎ কাদম্বিনীকে সাদর-সম্ভাষণ করিতে পারিল না। কাদম্বিনীরও কোন কথা সহসা মুখ দিয়া বাহির হইল না, সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এইভাবে অল্পক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর, মোহিনীই প্রথম কথা কহিল, বলিল, "দিদি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।"

কথা বলিবার একটা সুযোগ পাইয়া কাদম্বিনী যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কোন রকমে মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "বসছি ভাই," একটু থামিয়া বার দুই ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিল, "কাল ভাই শরীরটা ভাল ছিল না, তাই তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দু'টো মুখের কথাও বলতে পারিনি সেজন্যে তোমার কাছে মাপ—"

বাধা দিয়া মোহিনী বলিল, "ও আবার কি কথা দিদি। আমি যে আপনার ছোট বোন। আমারও ত সকালে গিয়ে আপনার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল?"

কাদম্বিনী বলিল, "তা ছিল, তুমি খোঁজ নিতেও, কিন্তু কাল আমি

যে রকম মুখ ভার করে চলে এসেছিলুম, তাতে কি খোঁজ নিতে আসা যায়।"

মোহিনী বলিল, "আপনি যখন এ কথা নিজেই বল্লেন, তখন সত্যি কথাই বলি দিদি, আপনার কাছে আসবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, শুধু ভয়ে আসতে পারিনি।"

এমনি ভাবে কথায় কথায় কাদম্বিনী মনের গ্লানি দূর করিয়া ফেলিল। ক্রমে ক্রমে সে মোহিনীর সহিত এমন ব্যবহার করিতে লাগিল যেন সে তাহার কতদিনের পরিচিত। হঠাৎ এক সময় উঠিয়া পড়িয়া সে বলিল, "এই যা গল্প করতে করতে একেবারে দাদামহশায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। তাঁকে প্রণাম করা অবধি হয় নি। যাই ভাই তাঁকে আগে প্রণামটা করে আসি।" এই বলিয়া, আশুতোষ যে ঘরে বসিয়াছিলেন, সেই ঘরের অভিমুখে সে অগ্রসর হইয়া গেল এবং আশুতোষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, "আজ থেকে আপনার আর একজন নাত্‌নী হ'ল।"

আশুতোষ গতকল্য মোহিনীর নিকট গৃহকর্ত্রীর ব্যবহারের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আশঙ্কাই হইয়াছিল, এ গৃহে বোধ করি অধিক দিন তাঁহারা বাস করিতে পারিবেন না। তাই কাদম্বিনীর এই সম্পূর্ণ আত্মীয়তাসূচক অভিনব ব্যবহারে তিনি প্রথমটা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময়ের ভাব চাপিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "আর একটি নাতনীকে পাব বলেই ত এ বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছি দিদি। মোহিনীকে এখন তোমার কাছে রেখে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুর দেবতা দর্শন করে বেড়াতে পারব।"

কাদম্বিনী বলিল, "আমারও সারাদিনটা আর একলা থাকতে হবে না। আমিও এতদিন এই রকম আপনার লোক খুঁজছিলুম, বাবা বিশ্বেশ্বর এতদিন পরে তা মিলিয়ে দিয়েছেন। এক রবিবার ছাড়া গঙ্গাস্নানই অদৃষ্টে জুটত না, এখন দাদামশায়ের সঙ্গে দুই নাতনী রোজ গঙ্গাস্নান করে আসতে পারব।"

এই মেয়েটীর মিষ্ট কথায় আশুতোষ একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই মিষ্টভাষী স্নেহপরায়ণা যুবতীর সম্বন্ধে তাঁহারা কি ভুল ধারণাই না হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে লজ্জিত হইয়া নিঃশব্দে তাঁহার কথাগুলো শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

অবনীর বাড়ী ফিরিতে রাত্রি আটটা হয়। ছোট সংসারটির কাজ সারিতে কাদম্বিনীর আর কতটুকু সময়ই বা লাগে। শুইয়া বসিয়া ঘুমাইয়া বই পড়িয়া একলা যেন সময় আর কাটিতেই চায় না। আজ সে এক ঘুম দিয়া উঠিয়া গিয়া মোহিনীকে ধরিয়া আনিয়া তাহার ঘরে বসাইল এবং কত রকমের গল্প জুড়িয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সময় হু হু করিয়া কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব যখন পশ্চিমাকাশের গায়ে অনেকটা হেলিয়া পড়িল, কাদম্বিনী বলিল, "এস ভাই তোমার চুলটা বেঁধে দিই।"

দেরাজের উপর হইতে চুল বাঁধিবার সরঞ্জামগুলি গুছাইয়া আনিয়া মোহিনীর ঘনকৃষ্ণ উচ্ছৃঙ্খল কেশদামের দিকে চাহিয়া কাদম্বিনী বলিয়া উঠিল, "তোমার চুলের এমন দশা কেন, কোন দিন কি চুল বাঁধতে না?"

ম্লান হাসি হাসিয়া মোহিনী বলিল, "আজ ক'দিন বাঁধবার সময় পাই নি দিদি।"

কাদম্বিনী পরিহাস করিয়া বলিল, "দাদামশায়ের ওপর রাগ করে বুঝি চুল বাঁধা হয় নি? আমি গিয়ে এখনই তাঁকে বলে আসছি,—আর দেরী করবেন না দাদামশায়, শীগ্‌গির একটা নাতজামাই এনে দিন, না হ'লে নাতনী আপনার বিবাগী হ'য়ে যাবে।"

মোহিনীর আহত বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল, সে অতিকষ্টে তাহা রোধ করিয়া নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

কেশগুচ্ছের ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে কাদম্বিনী বলিল, "এ রকম চুলের অধিকারী হবার জন্যে মেয়েমানুষ কত কামনাই না করে, আর তুমি কি না ভগবানের সেই দান হেলায় নষ্ট করতে বসেছ! দাদামশায় না হয় বর এনে দিতে দেরীই করছেন, তাই বলে কি একেবারে ভৈরবী সাজতে হ'বে? যখন ধরা পড়ে গেছ, তা আর হ'তে দিচ্ছ না।"

এই বলিয়া সে বিশেষ সন্তর্পণে ও যত্নের সহিত কাদম্বিনীর চুলের জট ছাড়াইতে লাগিল, আর মোহিনীর জলভরা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল তাহার লাঞ্ছিত ধিক্‌কৃত জীবনের মসালিপ্ত চিত্র। যাহাতে সেই লজ্জাকর স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পায় তজ্জন্য মোহিনী এতক্ষণ প্রাণপণ বলে মনের দুয়ার চাপিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু কাদম্বিনীর পুনঃপুনঃ বিবাহের উল্লেখের প্রবল ধাক্কার সম্মুখে আর দুয়ার চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুয়ার খোলা পাইয়া বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মত সেই স্মৃতি তীব্রবেগে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত মন একেবারে অধিকার করিয়া বসিল। এই বিবাহেরই

লোভে সে এক অতি নিষ্ঠুর লম্পটের ছলনায় ভুলিয়া নিজের যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে, তাহাতে বিবাহের পথ সে স্বহস্তেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার দাদু হয় ত সে আঘাত সহ্য করিতে পারিবেন না, তাই সে মুখ ফুটিয়া তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারে নাই, যদি কোন দিন আবার তাহার বিবাহের কোন সম্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন স্পষ্ট করিয়া তাহার দাদুকে জানাইবে সে অস্পৃশ্যা। এই কথা মনে করিতেও তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়, সে যে একেবারে নিরুপায়,—সেই লজ্জাকর স্মৃতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই যে তাহার নাই!

কাদম্বিনী ততক্ষণে চুলের সমস্ত জটটা ছাড়াইয়া চিরুণী দিয়া পরিপাটি করিয়া আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় দরজার বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। মোহিনী এবং সে উভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল অবনী দ্বারের কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মোহিনী লজ্জা-রক্তিম মুখে ক্ষিপ্রহস্তে বসন সংযত করিয়া লইয়া মাথাটা একবারে কোলের উপর নত করিয়া ফেলিল। অসময়ে অকস্মাৎ স্বামীকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া কাদম্বিনীর অন্তরের সঙ্গে হাতটাও মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল এবং মোহিনীর কেশগুচ্ছ তাহার হস্তচ্যুত হইয়া গেল। পরক্ষণেই মাথার উপর অঞ্চল টানিয়া দিয়া হাসিমুখে স্বামীর দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে সে বলিল, "আজ এমন অসময়ে বাড়ী ফিরলে যে, কোন অসুখ করেনি ত?"

অবনী বলিল, "না, ছেলেরা চার পাঁচ দিনের জন্যে এলাহাবাদে গেছে তাই আমার ছুটি। এমনই ত জিরোন অদৃষ্টে ঘটে না, যাক

ক'টা দিন এবার জিরোন যাবে।" তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, "ইনিই বুঝি আমাদের আশুবাবুর নাত্‌নী ?"

কাদম্বিনী হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আর আমার ছোট বোন।"

মোহিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া হেঁট হইয়া অবনীকে প্রণাম করিয়া নতমুখে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

কাদম্বিনী বলিল, "তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে একটু বস, আমি বোন্‌টির চুলটা বেঁধে দিই। বেশী দেরী হবে না, মিনিট পাঁচেক।"

অবনী চলিয়া গেলে মোহিনী কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "না দিদি, আমি যাই, স্কুল থেকে এলেন—"

বাধা দিয়া কাদম্বিনী বলিল, "তার জন্যে তোমার অত ভাবতে হবে না। আজ না হয় সকাল সকাল এসে পড়েছে ; রোজ রাত আটটা অবধি ত ঐ কাপড় জামা পরে থাকতে হয় এত তাড়া কিসের," এই বলিয়া মোহিনীকে জোর করিয়া বসাইয়া আবার তাহার চুল লইয়া পড়িল।

মোহিনীর অসামান্য রূপ দেখিয়া অবনী সত্যই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল ; এমন রূপ ত ইতিপূর্ব্বে তাহার চোখে কোনদিন পড়ে নাই। অনেক পুস্তকে সে রূপের বর্ণনা পড়িয়াছে, চক্ষু সার্থক করিবার সৌভাগ্য তাহার হয় নাই, কিন্তু সে অধিকতর আশ্চর্য্য হইল কাদম্বিনীর ব্যবহার দেখিয়া। এই ত কাল রাত্রে এই মেয়েটিকে গৃহে স্থান দিয়াছে বলিয়া সে অত্যন্ত উত্তেজিত ও অধীরভাবে তাহাকে কত অনুযোগ করিয়াছে, অথচ সেই মেয়েটিকেই আজ কাছে বসাইয়া সহোদরার ন্যায় আদর করিয়া সযত্নে তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দিতেছে ! তবে পাকা শিক্ষক অবনীকান্তের এ সমস্যার সমাধান

করিতে বেশী বিলম্ব হইল না,—স্বর্গের দেবতাদের নিকট যখন নারী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়, তখন এই পৃথিবীর ছার মানুষ তাহা বুঝিবে কি করিয়া এই বাক্যটি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া সে কাদম্বিনীর এই পরস্পর বিরোধী ব্যবহার সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে একটা মীমাংসা করিয়া লইল !

এমন সময় কাদম্বিনী সেখানে উপস্থিত হইয়া হাসিমুখে বলিল, "কাপড় ছাড়বে এস।" অবনী ধীরে ধীরে তাহার সহিত ভিতরে চলিয়া গেল। মেজের উপর একখানি মাদুর বিছান ছিল ; জামা কাপড় বদলাইয়া অবনী তাহার উপর বসিলে কাদম্বিনী বলিল, "আজ আমাদের আরতি দেখিয়ে আনবে ?"

অবনী বলিল, "আমিও আস্‌তে আস্‌তে সেই কথাই ভাবছিলাম। বেশ ত যেয়ো ?" একটু হাসিয়া বলিল, "আমাদের অর্থাৎ তোমার নূতন বোন্‌টিও সঙ্গে যাবে ?"

কাদম্বিনী জোর দিয়া বলিল, "বা রে, তাকে একলা ফেলে যাবনা কি !"

অবনী হাসিয়া বলিল, "তা কি আমি বল্‌ছি, কিন্তু তোমার এই বোন্‌টীকে জায়গা দিয়েছি বলে কাল ত তুমি আমার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধাবার চেষ্টায় ছিলে।"

এ কথায় কাদম্বিনী হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু যাহা হউক একটা উত্তর ত দেওয়া চাই। তাই সে যা তা একটা মিথ্যা উত্তর দিয়া ফেলিল, "কাল তাকে যখন আমি আগিয়ে আন্‌তে গেলুম, ও আমার সঙ্গে কথাই বল্‌লে না, মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। তাই রাগে তোমায় ওকথা বলেছিলুম। কিন্তু ও যে অতি লাজুক তা কে জান্‌ত

বল। আজ তা জানতে পেরে জোর করে তার লজ্জা অনেকটা ভাঙ্গিয়েছি। মেয়েটি সত্যই খুব ভাল।"

অবনী বলিল, "ভাল না হবার ত কোন কারণ নেই। মেয়েটিকে অবশ্য আমি জানি না, কিন্তু ওর দাদামশায়ের সঙ্গে যতদূর আলাপ পরিচয় হয়েছে তাতে তাঁকে খুব ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছে।"

যথাসময়ে অবনী কাদম্বিনী ও মোহিনীকে আরতি দেখাইবার জন্য লইয়া গেল। আশুতোষ গৃহেই রহিলেন।

আরতি দেখিয়া ফিরিবার পথে অবনী আগে আগে যাইতেছিল, কাদম্বিনী ও মোহিনী পিছন পিছন আসিতেছিল। এমন সময় একটী যুবক অবনীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কে অবনীবাবু?"

অবনী তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কে, ধীরু যে, এখানে?"

ধীরেশ বলিল, "আজ ক'দিন হ'ল এখানে বেড়াতে এসেছি।" তারপর কাদম্বিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, "কাদু, কেমন আছ?"

কাদম্বিনী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি ভাল আছি। তোমাদের বাড়ীর সব খবর ভাল ত ধীরুদা?"

এমন সময় মোহিনী ধীরেশের মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

ধীরেশ দেখিবামাত্র মোহিনীকে চিনিল। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় কাদম্বিনীকে প্রশ্ন করিল, "এ মেয়েটীকে ত চিনতে পারছি না?"

কাদম্বিনী বলিল, "তুমি চিনবে কোথেকে। আমাদের বাড়ীর একদিকটা ওদের ভাড়া দিয়েছি।"

ধীরেশ মোহিনীর সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া বলিল, "তোমরা কোথায় আছ ?"

কাদম্বিনী ঠিকানা জানাইয়া বলিল, "এখানে কোথায় এসে উঠেছ ? যে ক'দিন এখানে থাকবে আমাদের এখানে এসে কিন্তু থাকতে হবেধীরুদা।"

ধীরেশ বলিল, "আছি ঐ গণেশমহল্লার দিকে, এক বন্ধুর বাড়ীতে। মনে করেছিলুম কালই চলে যাব ; পরের বাড়ী আর কতদিন থাকা যায়। যাক্ তোমার সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেল, দু'দিন থেকেই যাব।" তারপর অবনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "কাল সকালেই আপনার বাড়ী এসেই উঠ্ছি অবনীবাবু।"

অবনী বলিল, "বেশ ত, তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে ? দূর-বিদেশে একলা পড়ে আছি, তোমাদের মত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ত বড় দেখা সাক্ষাৎই হয় না। কাল সকালেই এস কিন্তু।"

ধীরেশ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে তিনজনে গৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মোহিনীর সারা অন্তরটা আশঙ্কায় দুলিতেছিল। সে স্পষ্টই বুঝিল, যাহাদের ভয়ে তাহারা ভিন্ন পল্লীতে আশ্রয় লইয়াছে, অবিলম্বে তাহাদের নিকট এই নূতন আশ্রয় স্থলের সংবাদ গিয়া পৌঁছাইবে। ইহাও সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, তাহাকে লইয়া একটা বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। ধীরেশ তাহাকে এখন চিনিতে না পারিলেও কাল দিনের আলোয় ঠিক তাহাকে চিনিয়া ফেলিবে এবং অমলের সহিত তাহার নাম সংযুক্ত করিয়া এমন কুৎসিৎ ইঙ্গিত হয়ত কাদম্বিনীর নিকট করিবে, যাহাতে তখনই কাদম্বিনী তাহাকে এবং তাহার দাদুকে কটুবাক্য বলিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। এ নিদারুণ

অপমানের হাত হইতে রক্ষার উপায় কি? শেষে ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিল অপমানিত হইয়া তাড়িত হইবার পূর্ব্বেই কাল প্রত্যূষে উঠিয়া তাহার দাদুকে লইয়া কোন একটী ধর্ম্মশালায় গিয়া আশ্রয় লইবে। সে মনে মনে বিশ্বেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, 'হে বাবা বিশ্বেশ্বর, জানিনা অজ্ঞানে কি অপরাধই না তোমার পায়ে করিয়াছি, যাহার জন্য বারম্বার এত অপমান, লাঞ্ছনা ও যাতনা সহ্য করিতে হইতেছে।' পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ধীরেশের সম্বন্ধে এ আশঙ্কা সে কেন করিতেছে? সে মাতাল, গৃহত্যাগিনী চামেলীর সঙ্গী হইলেও ত সে-ই তাহাকে কাল অমলের কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সে ত সবই দেখিয়াছে শুনিয়াছে এবং তাহাকে অকলঙ্কিনী গৃহস্থ কন্যা বুঝিয়াই সেই নরক হইতে তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছে। তবে তাহার এ আশঙ্কা কেন? তখন এই ভদ্রলোকটীকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার কোন সুযোগই সে পায় নাই, কাল না হয় সে নিজেই কাদম্বিনীর নিকট সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া কাদম্বিনীর সম্মুখে ধীরেশকে তাহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইবে। এই ভাবিয়া কিছুক্ষণের জন্য সে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু অমলের দেব ও দানব মূর্ত্তি পাশাপাশি তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে আবার অস্থির করিয়া তুলিল।

গৃহে পৌঁছাইয়া কাদম্বিনী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "এ কি মোহিনী তোমার মুখ এমন হ'য়ে গেছে কেন?

মোহিনী চমকিয়া উঠিয়া তাহার বিবর্ণ মুখের উপর হাসি ফুটাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "কিছু হয় নি দিদি।" এই বলিয়াই দ্রুতপদে সে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

১৮

অমলের সহিত গৃহ ত্যাগ করিতে গিয়া চামেলী যখন দেখিল, বাহির হইতে দ্বার তাল বন্ধ রহিয়াছে, তখন প্রথমটা সে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনটা ধীরেশ ও নিশিকান্তর উপর একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কি অন্যায়! কি অত্যাচার! তাহাদের এই গর্হিত আচরণ সে কিছুতেই মুখ আর বুজিয়া সহ্য করিবে না। তাহারা ফিরিয়া আসিলে সে স্পষ্ট করিয়া তাহাদের বুঝাইয়া দিবে, সে তাহাদের স্ত্রী নহে, কেনা-দাসী নহে যে, তাহার উপর তাহারা যদিচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে। পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, ঠিকই করিয়াছে; তাহারা বন্ধুরই কাজ করিয়াছে; পাছে অমল শূন্য বাড়ী দেখিয়া বাহির হইয়া গিয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করে, সেই আশঙ্কা করিয়াই তাহারা এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে,—প্রথমেই তাহার এই কথাটাই মনে করা উচিত ছিল। চামেলী একবার অমলের দিকে চাহিল, দেখিল অমল তখনও তেমনই হতবুদ্ধির মত বসিয়া আছে। যদি তাহারা এখনই আসিয়া পড়ে—কি মনে করিবে? নিশ্চয়ই তাহারা এই ধারণাই করিয়া লইবে যে, সে তাহাদের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,

"অমলবাবু শীগ্‌গির ওপর চলে এস, তারা এসে পড়লে কি রকম বিপদে পড়তে হবে তা কি বুঝতে পারছ না?" এই বলিয়া কাপড় ও গহনার পুঁটুলিটী লইয়া দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। অমল নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

উপরের ঘরে গিয়া চামেলী কোন দিকে না চাহিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কাপড় ও গহনাগুলা বাক্সের ভিতর গুঁজিয়া রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িল। সত্যই সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, তাহার মনে হইল, সে যেন একটা ভারি বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে। অমল এতক্ষণ চৌকাটের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। চামেলী চোখ তুলিতেই দেখিল সে ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। চামেলী বলিয়া উঠিল, "বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়গে, তারপর কথাবার্ত্তা হবে।"

অমল ধীরে ধীরে বিছানার উপর গিয়া বসিল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এখন কি করা যায় চামেলী?"

চামেলী চাপা গলায় বলিল, "একটু আস্তে কথা বল, কি জানি যদি তারা চুপি চুপি ঘরে ঢুকে পড়ে।" তারপর উঠিয়া গিয়া অমলের শয্যার নিকটে বসিয়া বলিল, "তুমি বেশ সেরে উঠেছ, এখন বাড়ী যেতে পারবে ত?"

বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার-মুখের দিকে চাহিয়া অমল বলিল, "তার মানে?"

চামেলী বলিল, "মানে আর কি! তুমি বাড়ী যেতে চাও না?"

অমল বলিল, "বাড়ী যাবার জন্যেই ত বেরিয়েছিলুম, কিন্তু যেতে পারলুম কই।"

চামেলী বলিল, "তারা আর কতক্ষণ বাইরে থাকবে, ফিরে এল বলে ; তারা এলেই তুমি বাড়ী চলে যেও। আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।"

অমল নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এখন বোধ করি পাঁচ মিনিটও হয় নাই, যে চামেলী এই গৃহ ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার কাপড় চোপড় গহনাপত্র লইয়া তাহার সহিত বাহিরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং দ্বার খোলা পাইলে যে নিশ্চয়ই তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বাটীর বাহির হইয়া যাইত, সেই চামেলীই আবার তাহাকে এখন একাকী এই গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিতে চায়! হঠাৎ তাহার মনে হইল, হয় ত ইহার ভিতর চামেলীর কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,—চামেলী হয় ত মনে করিয়াছে তাহারা আসিয়া পড়িলে দুই জনের একত্রে এ গৃহ ত্যাগ করা সম্ভবপর নহে, তাই তাহাকে প্রথমে তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এই মতলব আঁটিয়াছে। এই ভাবিয়া কতকটা সুস্থ চিত্তে অমল বলিল, "তাই যাব চামেলী।" তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, "তোমার সঙ্গে আবার কখন্ দেখা হবে তা হ'লে?"

চামেলী বলিল, "তা বল্‌তে পারি নি, আমরা হয় ত কালই কাশী ছেড়ে চলে যাব।"

অমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল! কিছুক্ষণের জন্য তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কিন্তু যখন সে ভাবিয়া দেখিল যে এই শ্রেণীর কুলত্যাগিনীদের স্বভাবই এইরূপ, তখন তাহার মুখের উপর ঘৃণার হাসি ফুটিয়া উঠিল, শ্লেষের স্বরে সে বলিল, "এখান থেকে

সরে পড়বারও দিন ঠিক হ'য়ে গেছে ; তা আমি জানতুম না। বিধাতা তোমাদের কি ধাতু দিয়েই গড়েছেন !"

চামেলীও তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল, "তা ত তুমি এখন বল্‌বেই, তোমার সাধের মোহিনী যেমন তোমায় দু'পায়ে থেঁৎলে এখান থেকে চলে গেল, আমি তা করি নি কিনা, তাই আমার ভারি অপরাধ হ'য়ে গেছে !"

মোহিনীর নাম উল্লেখ করিতেই অমলের বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। এতক্ষণে তাহার মনে পড়িল একটা কুলটার মোহে পড়িয়া মোহিনীর প্রতি সে সত্যই অন্যায় করিয়াছে ; হায় কেন সে এমন কাজ করিল ? তাহাকে ফিরিয়া পাইবার পথ কেন সে নিজের কলুষিত অভদ্রোচিত আচরণের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া এমন করিয়া চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিল, সেই কথা মনে করিয়া বুক চিরিয়া তাহার দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

মোহিনী গৃহস্থ কন্যা, সে গৃহস্থ কন্যার পূর্ণ গৌরব রক্ষা করিয়া এই কলুষিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, এই কথাটা মনে করিয়া সে ক্ষুব্ধ অন্তরে যেন কতকটা শান্তি লাভ করিল।

চামেলী তাহা লক্ষ্য করিয়া চোখ মট্‌কাইয়া বলিল, "কি গো মোহিনীর শোক আবার নতুন করে উত্‌লে উঠ্‌ল না কি ?"

অমল তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ও নাম তুমি মুখে এনো না,—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া চামেলী বলিয়া উঠিল, "ওরে বাস্‌রে ! তার নাম মুখে আন্‌লে আমার এ পাপ জিভ খসে যাবে না কি ? বার কতক ঐ নাম করেই দেখি না, কি হয়—মোহিনী, মোহিনী, মোহিনী। এতবার নাম করলুম জিভ ত খসে না ! যা'ক এখন

তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বিধাতা তোমাকেই বা কি ধাতুতে গড়েছেন—একদিন আমারই তুমি সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় ছিলে, আর চোখের সাম্‌নেও দেখলুম আর একটা ভদ্রলোকের মেয়ের কি সর্ব্বনাশটাই তুমি না করেছ। আর আমি কিনা জেনে শুনে তোমাকে বন্ধু বলে বিশ্বাস করে এই আশ্রয় ত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলুম! দরজা খোলা থাক্‌লে নিজের কি সর্ব্বনাশই না করতুম, ভগবান খুব রক্ষে করেছেন।"

চামেলীর কথায় অমলের সারা দেহ জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "মোহিনী এ কথা বল্‌লে, একবার নয়, একশবার তার মুখে শোভা পেত, কিন্তু তোমার মত কুলটার মুখে নয়।"

চামেলী উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় সিঁড়ির উপর পদশব্দ শ্রুত হইল। সে উৎসুক-ব্যগ্র নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল; ধীরেশ ও নিশিকান্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই সে বলিয়া উঠিল, "তোমারা এসেছ, বাঁচলুম, এই লোকটাকে এখনই এখান থেকে বিদায় কর, ওর জ্বর ছেড়ে গেছে, ও এখন বেশ আছে। তোমরা বন্ধু, তোমরা দুটো গাল মন্দ দাও সে আমার সহ্য হয়, কিন্তু এই লোকটা যে গালমন্দ দিয়ে অপমান করবে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। ও লোকটার অসাধ্য কোন কাজ নেই, তোমরা আর এক দণ্ড ওকে এখানে জায়গা দিও না।"

ধীরেশের মনটা একেবারেই ভাল ছিল না, চামেলীর সব কথা হয় ত তাহার কানেই গেল না। তাই সে কোন উত্তর দিল না। কিন্তু নিশিকান্ত চামেলীকে আঘাত দিবার সুযোগ ছাড়িল না, হাসিয়া বলিল,

"ও লোকটা ত তোমারই পুরোণ বন্ধু চামেলী বিবি, তুমিই ত ওকে আদর করে এখানে ডেকে এনেছিলে, ওকে পেয়ে আমাদেরই তাড়াবার চেষ্টা করেছিলে, হঠাৎ পুরোণ প্রেমে এমন ভাঁটা পড়ে গেল! যাক্, যখন আমাদের বন্ধু বলে স্বীকার করেছ, তখন না হয় সে সব কথা ভুলেই গেলুম।" বলিয়া একটু থামিয়া অমলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখতে পাচ্ছেন ত মশায়, এখানে আপনার আর বড় সুবিধে হবে না, এখন ভালয় ভালয় পথ দেখুন। মোহিনীর হাতে পায়ে গিয়ে ধরুন, সে হয় ত আপনাকে মাপ করতেও পারে।"

অমল নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তেমনই নিঃশব্দে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমলের মাথার ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে জীবনে এত বড় অপমান, এত বড় লাঞ্ছনা তাহাকে আর কখনও ভোগ করিতে হয় নাই। বাটীর বাহির হইয়া সে কিছুক্ষণ দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কম্পিতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। চলিতে চলিতে সে গঙ্গাতীরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং একটা ঘাটের নির্জ্জন প্রান্তে পাথরের চাতালের উপর অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িল।

অমল চলিয়া গেলে চামেলী ধীরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার কি হয়েছে, অমন মুখ ভার ক'রে বসে রইলে যে?"

ধীরেশ কোন উত্তর দিল না, তাহার হইয়া নিশিকান্ত হাসিয়া উত্তর দিল, "তা বুঝি জান না চামেলী বিবি, ধীরেশচন্দ্রকেও মোহিনী-ভূতে পেয়েছে। আমি ত অনেক চেষ্টা করলুম, কিছুতেই কিছু করতে পারলুম না, তুমি চেষ্টা করলে হয় ত এখনও উদ্ধার করতে পার।"

চামেলীর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই মোহিনীর উপর হিংসায় তাহার অন্তর জ্বলিতে লাগিল। সর্ব্বনাশী মোহিনী কোথা হইতে তাহার সুখাকাশের উপর ধূমকেতুর মত দেখা দিয়া তাহার সমস্ত সুখশান্তি নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ধীরেশের উপর তাহার যে সত্যই ভালবাসা জন্মিয়াছে—ধীরেশকে হারাইবার আশঙ্কায় আজ তাহা যেন সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিল, এবং তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে ধীরেশের নিকট অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া কোমলস্বরে বলিল, "আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমায় ত্যাগ করতে চাও?" বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ধীরেশ তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। চামেলীর হঠাৎ একটী ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। যেদিন সে গৃহত্যাগ করে, সেদিন তাহার স্বামী এমনই করিয়া তাহার সাধ্যসাধনা করিয়াছিল, এমনই করিয়া তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিয়াছিল,—আর সেও তাহার অনুনয় বিনয় ও কান্নায় ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া তাহার সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া আসিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। তাহার মনে হইল এমনই বোধকরি সংসারের নিয়ম! হঠাৎ তাহার মনে হইল, কেন, এত সাধ্যসাধনার কি দরকার, এত কান্নাকাটির কি প্রয়োজন? ধীরেশ যদি তাহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারে, সেই বা পারিবে না কেন? তৎক্ষণাৎ অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া নিশিকান্তর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমার কি ইচ্ছেটা শুনি? তুমিও কি মোহিনীর ভক্ত হ'য়েছ না কি?"

নিশিকান্ত হাসিয়া বলিল, "মোহিনীর ভক্ত হ'য়ে লাভ ত কিছু নেই; দেখেছ ত সে কি ধাতুতে গড়া, সে ত আর তোমাদের ছাঁচে গড়া নয়; কাজেই যা আছে তাই ভাল চামেলী বিবি; তুমি যতদিন দয়া করে পায়ে স্থান দেবে ততদিনই তোমার গোলাম হ'য়ে থাকব, এক পাও কোথাও নড়ব না। পায়ে ঠেল না দয়া করে।"

চামেলী কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিশিকান্ত যে মদ খাইয়া আসিয়াছে চামেলী তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল।

ধীরেশের আকস্মিক পরিবর্ত্তন ও নিশিকান্তর মাতলামির কথা স্মরণ করিয়া চামেলীর মনে হইল, উত্তেজনার বশে অমলের প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়া সে ভাল কাজ করে নাই। ধীরেশ যদি তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় তাহা হইলে দুর্দ্দান্ত মাতাল নিশিকান্তর একমাত্র সঙ্গিনী হইয়াই ত তাহাকে থাকিতে হইবে। সে অবস্থা কল্পনা করিতেও তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। এইবার তাহার মনে হইল, অমলের সঙ্গই ত তাহার ছিল ভাল। অমলের ঠিকানা ত জানা আছে, যদি নিশিকান্তর সাহচর্য্য অসহ্য হইয়া উঠে, সে অমলের কাছে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। হায় স্বেচ্ছাচারিণী নারী! হিন্দু নারীর পূত তীর্থ স্বামীগৃহ, হিন্দু নারীর একমাত্র সম্বল—স্বামীর আশ্রয় যখন মোহবশে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলে তখন মুহূর্ত্তের জন্য কি তোমার মনে হইয়াছিল, সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্য মাতাল লম্পটের দুয়ারে দুয়ারে তোমায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে!

১৬

সে রাত্রে মোহিনী কোন রকমে রান্না সারিয়া দাদামহাশয়কে খাওয়াইয়া নিজে নাম মাত্র কিছু মুখে দিয়া শুইয়া পড়িল। বলি বলি করিয়াও তাহার দাদুকে সে কিছু বলিতে পারিল না। শয্যায় পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। কাল যে তাহার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া সে কুলকিনারা পাইল না। তাহার দাদুর জন্যই তাহার বিশেষ করিয়া ভাবনা হইয়াছিল। তাহারই জন্য তাহার দাদুকে কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে, কাল যদি ইহারা আবার তাহার দাদুকে অপমান করে? হে ঠাকুর, হে বাবা বিশ্বেশ্বর, তাঁহাকে তোমরা এ নিদারুণ অপমানের হাত হইতে রক্ষা কর। আর যে সে ভাবিতে পারে না। দারুণ ভাবনার বোঝায় তাহার বুক যে একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; আর যে সে সহ্য করিতে পারিতেছে না ঠাকুর! অথচ সহ্য না করিয়াও তাহার কোন উপায় নাই, তাহার দাদু না থাকিলে এখনই সে ছুটিয়া গিয়া সর্ব্বদুঃখহারিণী সর্ব্ব-পাপ-বিনাশিনী মা গঙ্গার কোলে আশ্রয় লইয়া সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করিত। যাক্ যাহা হয় হইবে, আর সে ভাবিবে না। ভাবনাকে মনের দুয়ার হইতে দূরে রাখিবার জন্য মোহিনী দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বালিশে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ কাহার যন্ত্রণাসূচক কাতরধ্বনি তাহার কানে যাইতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে সভয় দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল, বাহিরের আকাশ ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে আবার সেই শব্দই তাহার কানে আসিয়া বাজিল। তাহার সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। শব্দ যে পাশের ঘর হইতে আসিতেছে! সে কম্পিতপদে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরের বদ্ধ দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ঐ ত—ঐ ত ঘরের ভিতর হইতেই ত শব্দ আসিতেছে। তাহার দাদুরই ত বিকৃত কণ্ঠস্বর! কোন রকমে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া সে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আশুতোষের শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। কম্পিত ব্যাকুল স্বরে ডাকিল, "দাদু, দাদু"! উত্তরে শুধু বৃদ্ধের মুখ হইতে অস্পষ্ট কাতরধ্বনি বাহির হইয়া আসিল। মোহিনীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে উষার স্নিগ্ধ আলোক একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া রোগকাতর বৃদ্ধের শিয়রের কাছে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বৃদ্ধের কপাল স্পর্শ করিয়া বুঝিল তাহার দাদু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। সে আবার ভীতিব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল, "দাদু, দাদু!"

রক্তাক্ত চোখে আশুতোষ একবার তাঁহার স্নেহময়ী নাতনীর পানে চাহিলেন। তিনি কি বলিতে গেলেন, কিন্তু কথা তাঁহার মুখ দিয়া

বাহির হইল না, শুধু অধরওষ্ঠ কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাতরধ্বনি বাহির হইয়া আসিল।

মুহূর্ত্ত পরে মোহিনী টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। কাদম্বিনীর কক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, ধীরেশ মুটের মাথা হইতে বাক্স ও বিছানা নামাইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল। তখন তাহার সমস্ত মন দাদুর চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, অন্য কোন চিন্তা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল, "দিদি! দিদি।"

কাদম্বিনী তখন দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, মোহিনীর ব্যথাভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে দ্বারের বাহিরে আসিয়া মোহিনীর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "কি মোহিনী, কি হ'য়েছে?"

মোহিনী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "শীগ্‌গির এস দিদি, আমার দাদু কি রকম করছেন।"

অবনীও তখন ঘরের ভিতরে ছিল, সে বাহিরে আসিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কি হ'য়েছে?"

মোহিনী প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত সঙ্কোচ দূর করিয়া বলিল, "জ্বরে একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে গেছেন, ডাকলে সাড়া দিতে পাচ্ছেন না। আমার বড্ড ভয় করছে, আপনারা শীগ্‌গির আসুন।"

অবনী তাহাকে কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিল, "ভয় কি! জ্বর বেশী হ'লে ও রকম হয়, ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। চল দেখে

আসি।" তারপর কাদম্বিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি চল্লুম, তুমি ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এস।"

অবনী মোহিনীকে অনুসরণ করিয়া আশুতোষের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইল, কাদম্বিনী ঔষধের বাক্স আনিবার জন্য কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। ধীরেশ এতক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়াছিল। তাক হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্সটী পাড়িয়া লইয়া কক্ষের বাহির হইতে হইতে কাদম্বিনী ধীরেশকে বলিল, "কি বিপদ দেখ দিকি ধীরুদা, আমি ওষুধের বাক্সটা দিয়ে আসি আর একবার দেখে আসি, তুমি ততক্ষণ ঘরের মধ্যে এসে বস।"

অবনী বৃদ্ধের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই মোহিনী অত্যন্ত ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি দেখ্‌লেন, দাদু বাঁচবে ত?"

অবনী বলিল, "অত ভয় পাচ্ছ কেন? জ্বরটা খুব বেশী হ'য়েছে বলেই উনি অমন হ'য়ে আছেন, সেরে যাবেন।"

এমন সময় কাদম্বিনী ঔষধের বাক্স লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

অবনী তাহার হাত হইতে বাক্স লইয়া একটী শিশি বাহির করিয়া কয়েকটী বড়ি বৃদ্ধের মুখে দিয়া বলিল, "আমি ডাক্তার ডাক্‌তে চল্লুম।"

মোহিনী পাণ্ডুর মুখে বলিয়া উঠিল, "তবে যে আপনি বল্‌লেন কোন ভয় নেই?"

অবনী বলিল, "নাড়ী দেখে ত আমার তাই মনে হ'ল, তবুও একজন ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়াই ভাল।" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কাদম্বিনীর দিকে চাহিয়া মোহিনী বলিল, "কি হবে দিদি! দাদু বাঁচবে না?"

কাদম্বিনী বলিল, "উনি বলে গেলেন শুনলে ত? সেরে উঠবেন, ভয় কি।"

মোহিনী আর কিছু না বলিয়া তাহার দাদুর শিয়রে বসিয়া পড়িল এবং কম্পিতহস্তে তাহার দাদুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

১৭

ডাক্তার দেখিয়া গেল, ঔষধও চলিল, কিন্তু আশুতোষ তেমনই অঘোরে পড়িয়া রহিলেন।

"কোন ভয় নাই, তোমার দাদামশায় শীঘ্র ভাল হইয়া উঠিবেন," অবনী মোহিনীকে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া আসিয়া কাদম্বিনীকে নিভৃতে বলিল, "রোগ সাংঘাতিক, কি হয় বলা যায় না, ডাক্তার সেই কথা বলে গেলেন,—সেবাশুশ্রূষারই বিশেষ দরকার—একা ছেলেমানুষ, সে ত পেরে উঠ্‌বে না, আমাদেরই সমস্ত ভার নিতে হবে।"

কাদম্বিনী বলিল, "তোমার ত এক দণ্ড সময় নেই, সকালে রাত্রে ছেলে পড়ান, সারাটা দিন স্কুলের কাজ, আমি সংসারের কাজ সেরে যতটা পারি করব,—তবে ধীরুদা এসে পড়েছে এই যা ভরসা।"

অবনী বলিল, "ধীরুদা ত এখানকার কিছু জানেন না, তা ছাড়া মেয়েটার হয় ত অসুবিধে হবে।"

কাদম্বিনী বলিল, "তার কাছে তুমি ও ধীরুদা দু'জনেই সমান, কেউ ত আর তার আপনার লোক নও, আমাদের সঙ্গে ত তাদের একটা দিনের পরিচয়। সে জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, আমি আর ধীরুদা রইলুম, যা করবার হয় করব; আমি তাড়াতাড়ি দু'টি রেঁধে দি, তুমি খেয়ে স্কুলে যাও।"

অবনী বলিল, "আচ্ছা তুমি রাঁধবার যোগাড় করগে, আমি ততক্ষণ রোগীকে আর একবার দেখে আসি।"

রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মোহিনী বলিয়া উঠিল, "কই দাদুর ত এখনও জ্ঞান হল না। কি হবে? আমার একলা বড্ড ভয় করছে।"

অবনী বলিল, "ভয় কি, আমরা ত রয়েছি।" এই বলিয়া রোগীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া নাড়ী স্পর্শ করিয়া দেখিয়া সে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—ঔষধের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, নাড়ীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। উৎসাহ ভরে সে বলিল, "ওষুধ যখন ধরেছে, তখন আর কোন ভয় নেই।"

তাহার দাদুর নিঃশ্বাসটা যে পূর্ব্বাপেক্ষা আস্তে আস্তে পড়িতেছিল, মোহিনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ইহা যে মন্দের ভাল তাহাই যেন তাহার মনে হইতেছিল।

অবনীও তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সত্যই বৃদ্ধের নিঃশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হইয়াছে। প্রফুল্ল মুখে সে বলিল, "দেখেছ মোহিনী সে রকম জোরে জোরে ত আর নিঃশ্বাস পড়ছে না, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, জ্ঞান শীগ্‌গির ফিরে আসবে।"

মোহিনী কাতর ভাবে বলিল, "আপনি কোথাও যাবেন না।"

অবনী বলিল, "যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরে আসছে, ততক্ষণ আমি কোথাও যাব না। পাখাটা আমায় দাও আমি হাওয়া করি।"

মোহিনী হাওয়া করিতেছিল বটে, কিন্তু হাতটা তখনও থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাই একটু ইতস্ততঃ করিলেও পাখাটা অবনীর হাতে তুলিয়া দিল।

অবনী হাওয়া দিতে দিতে বলিল, "বরফ আন্‌তে পাঠিয়েছি, যতক্ষণ না বরফ আসে, জলপটিটা খুব ঘন ঘন বদ্‌লে দাও।"

মোহিনী অবনীর নির্দ্দেশমত জলপটী বদ্‌লাইয়া দিতে লাগিল। এমনই ভাবে তুইজনে রোগীর তুই পার্শ্বে বসিয়া নিঃশব্দে শুশ্রূষা করিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বরফ ও 'আইস ব্যাগ' আসিয়া পৌঁছিল, অবনী পাখাখানি মোহিনীর হাতে দিয়া আইসব্যাগে বরফ পূরিবার জন্য কক্ষের বাহির হইয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে বরফ-পূর্ণ ব্যাগটা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া যথাস্থানে বসিল। খানিক পরে অবনী বরফ বদ্‌লাইবার জন্য উঠিতে গেলে মোহিনী বলিল, "আমায় দিন।"

ব্যাগটি লইবার জন্য মোহিনী হাত বাড়াইয়াছে, এমন সময় কাদম্বিনী কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এখন কেমন আছেন?"

অবনী বলিল, "অনেকটা ভাল—" মোহিনী ব্যাগ হাতে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। অবনী বলিল, "তুমি বসে একটু হাওয়া কর, আমি বাইরে থেকে একবার ঘুরে আসছি।"

কাদম্বিনী বলিল, "আমি ত এখন বসতে পারব না, হেঁসেল ফেলে রেখে তোমায় ডাকতে এসেছি যে।"

অবনী বলিল, "আজ আমার স্কুলে যাওয়া হবে না। এখন রোগীর যে অবস্থা তাতে তাকে কিছুতেই ফেলে যেতে পারি না, তুমি ধীরুদাকে খাইয়ে এখানে পাঠিয়ে দাও, তারপর মোহিনী গিয়ে খেয়ে আসবে'খন।"

কাদম্বিনী কোন উত্তর দিল না। অল্পক্ষণ পরেই কক্ষ হইতে বাহির

হইয়া গেল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, অবনীর এ ভারী অন্যায়, সবটাতেই তাহার যেন কেমন বাড়াবাড়ি। কেন ধীরুদা ত রহিয়াছে, তাহার উপর শুশ্রূষার ভার দিয়া স্কুলে গেলে কি এমন ক্ষতি হইত? ভাবিতে ভাবিতে সে ধীরেশের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল।

ধীরেশ বলিল, "খবরটা নিয়ে এলে? কেমন আছেন?"

কাদম্বিনী গম্ভীর হইয়া বলিল, "শুনলুম নাকি অনেকটা ভাল, তুমি নেয়ে খেয়ে নাও ধীরুদা। উনি আজ স্কুলে যাবেন না, রোগীর শুশ্রূষা করবেন—কখন খাবেন তিনিই জানেন! তোমাকে তিনিই খেতে বল্লেন। তুমি চান করবে এস তাহলে। দেখ দেখি ধীরুদা পরের হাঙ্গামায় কি রকম জড়িয়ে গেলুম—এরা কোথায় ছিল, হঠাৎ এসে কি হাঙ্গামাই বাধিয়ে দিলে—বাড়ীর এত দিন ভাড়াটে জোটে নি, বেশ ছিলুম, ভাড়াটে আর রাখব না তুলে দেব,—তুমি এতদিন পরে এসেছ তোমাকে কোথায় এটা ওটা রেঁধে খাওয়াব—তা না এখন রোগীর সেবা কর! এখন বেঁচে উঠ্‌লে হয়—আমি ত কেবল বাবা বিশ্বেশ্বরকে ডাকছি, বাবা রোগ আরাম করে দাও—দিয়ে আমাদের ঘাড় থেকে ওদের নামিয়ে দাও।"

ঘণ্টা-দুই পরে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইল। অবনী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মোহিনীর আশঙ্কা-ম্লান মুখে এতক্ষণ পরে হাসির রেখা ফুটিবার অবসর পাইল,—সে বাষ্প-গদগদ কণ্ঠে ডাকিল, "দাদু।"

আশুতোষ চক্ষু চাহিয়াই ছিলেন, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "কি দিদি?"

আনন্দে মোহিনীর বুক ভরিয়া গেল। কিছুক্ষণ সে কোন উত্তর

দিতে পারিল না, শুধু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দাদুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল, "দাদু, এখন কেমন আছ দাদু ?"

আশুতোষ বলিলেন, "ভাল আছি দিদি।"

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন এবং অবনীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন অবস্থা অনেকটা ভাল, কিন্তু রাতটা খুব সাবধানে থাকতে হবে, তবে খুব সম্ভব আর বোধ হয় কিছু হবে না।"

রাত্রি বারটার সময় কাদম্বিনী রোগীর কক্ষে আসিয়া অবনীকে বলিল, "এইবার তুমি শোওগে আমি বস্‌ছি, যদি দরকার হয় তোমায় ডাকব'খন।"

অবনী বলিল, "তোমার রাত জাগবার দরকার নেই—তুমি শোওগে—তোমাকে ত সংসারের কাজ করতে হবে, তা ছাড়া আজ রাতটা আমার রুগীর কাছে থাকা দরকার।" তার পর মোহিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "উনি ঘুচ্ছেন, তোমার আর বসে থাকবার দরকার নেই, তুমিও একটু গড়িয়ে নাওগে।"

কাদম্বিনী অত্যন্ত গম্ভীর মুখে চলিয়া গেল, কিন্তু মোহিনী দাদুকে ফেলিয়া কক্ষান্তরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। অবনীও তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিল না।

রাত্রিটা নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। উষার আলোক যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, মোহিনী কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে অবনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ রকম রাত জাগা ত আপনার অভ্যাস নেই—"

বাধা দিয়া অবনী বলিল, "তোমার খুব অভ্যাস আছে, না মোহিনী ?" এই বলিয়া সে হাসিল।

মোহিনী লজ্জিত হইয়া বলিল, "না না সে কথা বলি নি,—তবে আমরা মেয়েমানুষ—"

এবারও অবনী হাসিয়া বলিল, "মেয়েমানুষের দেহটা বুঝি বিধাতা অন্য ধাতুতে গড়েছেন! আচ্ছা সে মীমাংসা পরে করা যাবে,—আমি গিয়ে ধীরুদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমিও খানিকটা গড়িয়ে নাও গে।"

ধীরেশের আসাটা মোহিনীর একেবারেই মনঃপূত ছিল না, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কিছু বলিতে পারিল না।

অবনী কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরে ধীরেশ কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পদশব্দ শুনিয়া একবার তাহার দিকে চাহিয়াই অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া মোহিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশুতোষের শয্যা হইতে খানিকটা দূরে গিয়া দাঁড়াইল। ধীরেশের কাছে তাহার দাদুকে একা রাখিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার মন সরিল না। ঘুম ভাঙ্গিবার পর তাহার দাদু যখন হঠাৎ লোকটিকে তাহার পাশে দেখিবেন, তখন তাঁহার মনের অবস্থা কি হইবে কে বলিতে পারে। কোন কারণে সামান্য বিচলিত হইলে যে পীড়া বৃদ্ধি পাওয়াই সম্ভব। না না এ অবস্থায় কিছুতেই সে এই লোকটাকে তাহার দাদুর কাছে রাখিয়া যাইতে পারে না! মুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া সে ধীরেশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কথাটা বলিতে গিয়া সে আবার ইতস্ততঃ করিল, তারপর বলিল, "দেখুন, আমার দাদুর যে অবস্থা তাতে তাঁর সামনে আপনার কিছুতেই থাকা হতে পারে না।"

ধীরেশ মোহিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া কাদম্বিনী বলিল, "তুমি চলে এলে যে এর মধ্যে ধীরুদা ?"

ধীরেশ হাসিয়া বলিল, "আমার সেখানে দরকার হবে না।"

কি ভাবিয়া লইয়া কাদম্বিনী বলিল, "তোমায় তা বল্‌লে বুঝি ?"

ধীরেশ বলিল, "হ্যাঁ, সেই কথাই বল্‌লে,—হাজার হ'ক আমি একজন বাইরের লোক ; আমি থাক্‌লে—"

বাধা দিয়া কাদম্বিনী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "আর উনিই ছুঁড়ীর আপনার লোক ! এখনও পুরো দু'টো দিনও যে বাড়ীতে ওদের কাটে নি, ওঁর সঙ্গে সাতজন্মও ত পরিচয় ছিল না, কই ওঁর সাম্‌নে সারারাত বসে থাক্‌তে ওর লজ্জা করলে না,—তুমি থাক্‌লেই যত দোষ ?"

ধীরেশ হাসিয়া বলিল, "তা আমি কি করে জান্‌ব, সে কথা ঐ মেয়েটাই বল্‌তে পারে। যাক্‌, পরের কথায় আমার থাকবার দরকার কি, এতটা বেলা অবধি শুধু শুধু আট্‌কে রইলাম।"

মোহিনীর এই ব্যবহার কাদম্বিনীর নিকট অত্যন্ত গর্হিত বলিয়াই মনে হইল। মোহিনী ত জানে ধীরু-দা তাহার ভাই, জানিয়া শুনিয়া কেন সে তাহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিল ? সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, ছুঁড়িটা না হয় বেহায়া, উনি কি বলিয়া সারারাত্রি তাহার সহিত কাটাইয়া দিলেন ?—রোগী ত ভালই ছিল, তখন অকারণে তাঁহার সারারাত্রি সেখানে থাকিবার কি দরকার ছিল ? যদি আর কাহারও থাকিবার আবশ্যকতাই ছিল তাহাকে ডাকিয়া দিলেই ত পারিতেন। যতই সে এই সব কথা ভাবিতে লাগিল, মনটা ততই অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

১৮

আশুতোষ এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। তিনি আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিয়া গেলেন, শুশ্রূষার একটুকু ব্যতিক্রম হইলে, পুনরাক্রমণের খুব বেশী সম্ভাবনা, অন্ততঃ পনরটা দিন এই ভাবে শুশ্রূষা করিয়া যাইতে হইবে।

দিন তিনেক পরে মোহিনী অবনীকে বলিল, "অবনীদা আপনি কাল থেকে স্কুলে যাবেন, সংসারের কোন কাজই ত আমার করতে হয় না, সমস্ত ভারই ত দিদি নিয়েছেন, দাদুর পথ্য তৈরী করে দেওয়া, আর ঔষুধ খাওয়ান, সে আমি খুব পারব।"

অবনী অন্যমনস্কভাবে বলিল, "হ্যাঁ তাই যাব।"

কাদম্বিনী যে কি ভাবে দিন কাটাইতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। তাহার মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। স্বামীকে সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিল না, কেন না, স্কুল কামাই করিয়া রোগীর শুশ্রূষা করা এই তাহার প্রথম নহে—পাড়ায় কাহারও কঠিন রোগ হইলে, তাহার স্বামী যে স্বেচ্ছায় শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবুও কি জানি কেন, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এবার তাহার স্বামী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেছেন এবং মোহিনী একটা দুষ্ট

গ্রহের রূপ ধরিয়া তাহার স্বামীকে তাহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইতে আসিয়াছে।

এমনই ভাবে আরও দুই দিন কাটিল।

সেদিন বেলা একটার সময় স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবনী পত্নীকে বলিল, "দিন পনর ছুটি নিয়ে এলুম, কতদিন রাত জেগে শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না, ছেলেদের ঠিক পড়াতে পাচ্ছি না। তাদের প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে, তাই ছুটি নিলুম।"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া শুনিল, সে হাঁ না কোন কথাই বলিল না। অপরাহ্নে হঠাৎ এক সময় সে স্বামীকে বলিল, "আমি আর একা দু সংসারের কাজ করতে পাচ্ছি না, আমারও ত মানুষের শরীর, তুমি ওদের যাহক একটা ব্যবস্থা করে নিতে বল।"

অবনী বলিল, "ব্যবস্থা যিনি করবেন, তিনি ত পড়ে, দরকার হ'লে আমাকেই করতে হবে। সত্যি, আশুবাবুকে এখনও একটা মাসের ওপর শুয়ে থাকতে হবে, আর সব সময় তাঁর নাতনীরও তাঁর কাছে থাকা দরকার, কাজেই একটা লোক না হ'লে চলবে কেন—তুমি ঠিক কথাই বলেছ, আজ সন্ধ্যার পর বেরিয়ে একজন রাঁধুনী ঠিক করে আসব, সত্যি তোমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।"

স্বামীর কথায় কাদম্বিনী অশান্ত মনে কি জানি কেন অনেকটা আরাম বোধ করিল। তাহার এমন স্বামী কি পর হইতে পারেন?— অন্যের প্রতি কি তাঁহার মন আসক্ত হইতে পারে?

ধীরেশ এ দুইদিন আর রোগীর কক্ষে যায় নাই। সে খায়-দায় ঘুরিয়া বেড়ায়, আর বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া ভাবে মোহিনী আর

তাহার মধ্যে মাত্র একটী দেওয়ালের ব্যবধান,—মাঝে মাঝে মোহিনীর কণ্ঠস্বরও তাহার কানে আসিয়া বাজে, তাহার চলা-ফেরার শব্দও সে শুনিতে পায়, অথচ সেই মোহিনী যেন তাহার নিকট হইতে কত দূরে! এ দূরত্বের চির অবসান কি কিছুতেই সম্ভবপর নহে? সে ত মোহিনীকে চামেলীর নূতন সংস্করণ রূপে পাইতে চাহে না, সে চাহে মোহিনীকে বিবাহ করিয়া আপনার করিয়া লইতে। তাহা কি হইবার নহে? ভাবিতে ভাবিতে যখন সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া আকণ্ঠ মদ্য পান করে। হঠাৎ এক সময় তাহার মনে হইল, সেই বা এমন পলাইয়া বেড়াইতেছে কেন? আর একবার সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে। মোহিনীর সহিত সে ত ইতি পূর্ব্বে কোনরূপ অসদ্ ব্যবহার করে নাই, বরং সে তাহার উপকারই করিয়াছে এবং আশুবাবুর সহিত মোহিনীর উদ্ধারকর্ত্তারূপেই তাহার পরিচয় হইয়াছে। সে স্থির করিয়া ফেলিল আর সে পলাইয়া বেড়াইবে না, আশুবাবুর সহিত নূতন করিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

সেদিন ধীরেশ অন্য দিনের মত চা খাইয়াই বাড়ীর বাহির হইয়া গেল না। নিজের ঘরে তক্তপোষের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অবনী যখন একটী থলি হাতে করিয়া বাজার করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল, তখন সে ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইল এবং বাড়ীর সম্মুখের গলির মধ্যে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া সোজা মোহিনীর কক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া মোহিনী ধীরেশকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া মুখ নত করিয়া ফেলিল। তাহার বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

আশুতোষ জানালার দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিলেন, বলিলেন, "কে, দাদা? এর মধ্যে বাজার থেকে ফিরে এলে?"

ধীরেশ ও মোহিনী দুইজনে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

আশুতোষ ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দিদি আমি ত চিনতে পাচ্ছি না, ইনি কে?"

ধীরেশ অগ্রসর হইয়া গিয়া দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি কাদম্বিনীর দাদা।"

আশুতোষ বলিলেন, "বস বস, তুমি বুঝি এখানে বেড়াতে এসেছ?"

ধীরেশ বলিল, "হ্যাঁ; আপনার যেদিন প্রথম জ্বর হয় আমি সেই দিন সকালে এখানে এসেছি। রোজই আপনার খবর নিচ্ছি। শুনলুম আজ আপনি বেশ ভাল আছেন, তাই দেখতে এলুম।"

আশুতোষ খুসী হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কাদু দিদির ভাই, তবে ত আমাদের আপনারই লোক, এঁদের দয়াতেই আমি এযাত্রা বেঁচে গেলাম। তোমার ভগিনীপতি, দেবতা সত্যি মানুষ নন!" একটু থামিয়া ধীরেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হাঠাৎ বলিলেন, "তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে?"

মোহিনী অদূরে নতমুখে দাঁড়াইয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল।

আশুতোষের এই কথায় সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। সেদিন যেরূপ স্পষ্ট কথা বলিয়া ধীরেশকে এই কক্ষ হইতে বিদায় করিয়াছিল, এখনও কি তাহাই করিবে? কিন্তু তখন যে তাহার দাদু ঘুমাইয়াছিলেন, এখন যে জাগিয়া আছেন, আর ত ধীরেশকে কিছু বলা চলে না।

ধীরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে আর একবার আমার দেখা হ'য়েছিল, কিন্তু সে পরিচয় দিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হ'য়ে যাচ্ছে।" এই বলিয়াই সে হঠাৎ থামিল।

ধীরেশের এই উক্তির পর তাহাকে কোথায় কবে দেখিয়াছিলেন, হয়ত সহজ অবস্থায় আশুতোষ তাহা তখনই মনে করিতে পারিতেন, কিন্তু দুর্ব্বল মস্তিষ্কে তাহা তিনি পারিলেন না, তাই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধীরেশ এইবার সত্যই মুস্কিলে পড়িল। কেমন করিয়া আরও স্পষ্ট করিয়া সে নিজের পরিচয় দিবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

আশুতোষের মুখের দিকে চাহিয়া মোহিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না এবং কথাটা বলিতে যে ধীরেশেরও বাধিতেছে তাহাও সে কতকটা অনুমান করিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার তাহার দাদুর শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া সে বলিল, "দাদু তোমার শরীর এখনও ভাল করে সারে নি, তুমি আর বেশী কথা বল না, ইনি ত এখানে আর কিছুদিন আছেন, ওঁর সঙ্গে পরে আলাপ করলেই হবে।" তারপর ধীরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি ত জানেন, ডাক্তারবাবু দাদুকে বেশী কথা বলতে মানা করে গেছেন।"

ধীরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ আমি এখন যাচ্ছি।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর আশুতোষ বলিলেন, "দিদি, ছোক্‌রাটির কথা ত আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না,—অথচ ওর মুখ চেনা বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই যে মনে করতে পারছি না।"

মোহিনী হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না, ধীরেশের পরিচয় দেওয়াটা উচিত কিনা তাহাই সে একবার ভাবিয়া দেখিল। শেষে সে স্থির করিল, পরিচয় দিতেই হইবে, না হইলে তাহার দাদু কেবল ঐ কথাই ভাবিবেন। সে বলিল "দাদু, সেদিন ইনিই আমাদের সেই বাড়ী থেকে উদ্ধার করে দিয়েছিলেন।"

আশুতোষ বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, এইবার মনে পড়েচে। উনি না থাকলে সত্যই আমাদের সেদিন বিপদের একশেষ হ'ত, সত্যই ওঁকে চেনা আমার উচিত ছিল।"

মোহিনী বলিল, "সব সময় কি সব কথা মনে থাকে দাদু। উনি ত দেখছেন, তোমার কি রকম জ্বর হয়েছিল—উনি কিছু মনে করবেন না। তোমার ওযুধ খাবার সময় হয়েছে—ওযুধটা নিয়ে আসি।"

খানিক পরে মোহিনী সুস্থ হইয়া ভাবিয়া দেখিল, ধীরেশের সহিত দুই দুইবার এরূপ আচরণ করা তাহার অন্যায়ই হইয়াছে। ধীরেশ ইচ্ছা করিলে ত একটা গোলযোগ বাধাইতে পারিত, কিন্তু সে ত তাহা করে নাই। দাদু ঠিকই বলিয়াছেন, সেদিন ধীরেশ না থাকিলে তাহার অবস্থা যে কি হইত, তাহা এক অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। ধীরেশ তাহাকে সত্যই অকৃতজ্ঞ মনে করিবে, না না তাহা কিছুতেই হইবে না,

এইবার তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইবে।

সেই দিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ এক সময় মোহিনী ধীরেশের সম্মুখে পড়িয়া গেল। দুইজনে চোখোচোখি হইতেই মোহিনী বলিয়া ফেলিল, "আপনাকে সেদিন আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার অবসর আমরা পাইনি, আজ তাই জানাচ্ছি।"

ধীরেশ মনে করিয়াছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র মোহিনী পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে মোহিনী এমন নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত কথা বলিবে, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে, ইহা তাহার ধারণারও অতীত ছিল, তাই প্রথমটা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেও মুহূর্ত্ত পরে সে বলিল, "মানুষের যা কর্ত্তব্য তাই করেছি, এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমায় আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন! বরং আপনি আমায় ক্ষমা করতে পারবেন কি, শু এইটুকু আমি জান্‌তে চাই?"

মোহিনী বলিল, "একথা কেন আপনি আমায় বল্‌ছেন।"

তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার সুযোগ ধীরেশ ছাড়িল না, বলিল, "আপনি যে অবস্থায় আমায় সেখানে দেখেছেন তাতে আমার উপর আপনার ঘৃণা না হয়ে পারে না, কিন্তু আপনাকে বল্‌ছি, ঐ আমার প্রথম অপরাধ এবং শেষ অপরাধ, জীবনে আর কখনও আমি ও পথ মাড়াব না।"

মোহিনী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "সেদিনকার ব্যাপারে আমারও কোন দোষ ছিল না, তা বোধহয় আপনি বুঝতে পেরেছেন?"

ধীরেশ বলিল, "তা বোঝবার মত শক্তি তখনও আমি হারাই নি একথা আমি বলিতে পারি। তা ছাড়া ও বাড়ীর কারু স্বভাব জান্‌তে আমার বাকী নেই।"

এতদিন মোহিনীর অন্তরের মধ্যে যে আশঙ্কা জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে পীড়ন করিতেছিল, ধীরেশের এই কথায় তাহার সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া গেল, প্রফুল্লমুখে সে বলিল, "দাদু তখন আপনার কথা ঠিক মনে করতে পারছিলেন না, আমি তাকে মনে করিয়ে দিয়েছি, আপনাকে দেখ্‌লে দাদু খুব খুসী হবেন। আপনি যাবেন দাদুর কাছে? দাদু অনেকক্ষণ একলা রয়েছেন।" এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ধীরেশ সেইখানে কিছুক্ষণ বিমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে বুঝিল, আশুতোষ বা মোহিনী কাহারও অন্তর তাহার উপর আর বিরূপ নহে। গভীর আনন্দে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া গেল।

অল্পক্ষণপরে ধীরেশ আশুতোষের কক্ষে প্রবেশ করিল। আশুতোষ তখন বালিসে হেলান দিয়া শয্যার উপর বসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এস এস, অসুখে পড়ে আমার স্মরণ-শক্তির কি রকম হ্রাস হয়ে গেছে দেখ্‌লে—তোমাকে আমি চিন্‌তেই পারলুম না; সেদিন তুমি না থাকলে—"

ধীরেশ বাধা দিয়া বলিল, "ও কথা বলে আপনি আমায় আর লজ্জা দিবেন না।"

আশুতোষ সে প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিলেন না; অন্য কথা

পাড়িলেন। ধীরেশ যেন তাঁহাদের কত আপনার জন, এমনই ভাবে তাহার সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

এমন সময় অবনী সেই কক্ষমধ্যে পা দিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। মোহিনী তখন কক্ষের এক পাশে নিঃশব্দে বসিয়াছিল; অবনীকে দেখিয়া হঠাৎ সে যেন কেমন বিব্রত হইয়া পড়িল। অবনী তাহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা দাদামহাশয়ের কাছে বসছি তুমি তোমার দিদির কাছে গিয়ে বসগে।"

মোহিনী কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অবনী অগ্রসর হইয়া গিয়া আশুতোষের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "বসে থাকতে আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না ত দাদামশায়? এই যে ধীরুদা, কতক্ষণ? তুমি তা'হলে ওর সঙ্গে বসে গল্প কর, আমি ঘুরে আসছি।" এই বলিয়া সে কক্ষের বাহির হইয়া গেল!

তাহার কথাবার্ত্তা ও আচরণ ধীরেশের নিকট কেমন অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হইল।

১৯

এতদিন কাদম্বিনী তাহার মনকে যে মিথ্যা বাঘের ভয় দেখাইয়া আসিয়াছে, এইবার সত্যসত্যই সেই বাঘ আসিয়া তাহার সমস্ত সুখশান্তি গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদন করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। আশু-তোষের শুশ্রূষাকালে মোহিনীর সান্নিধ্যে থাকিয়া অবনী ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছে, কখনও বা মুখোমুখী বসিয়া নিঃশব্দে একজন আর একজনের মুখের দিকে চাহিয়াছে, কখনও বা মোহিনীর ব্যাকুল প্রশ্নে ম্লানমুখে মোহিনীকে সে সান্ত্বনা দিয়াছে, কখনও পরস্পর হাসিমুখে গল্প করিয়াছে, সময়ে সময়ে মোহিনীর নিশ্বাসের স্পর্শ তাহার দেহে আসিয়া লাগিয়াছে, এমন কি দুই এক সময় মোহিনীর কেশগুচ্ছ অতর্কিত ভাবে তাহার অঙ্গস্পর্শও করিয়া গিয়াছে। এমনই ভাবে অবনীর শুভ্র মন কখন্ যে নিজের অজ্ঞাতসারে মোহিনীর সেই রূপবহ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখার কাছে অবোধ পতঙ্গের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহা সে জানিতে পারে নাই। যখন সে তাহা প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিল, তখন উদ্ধারের কোন পথ না রাখিয়া নিজেকে সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার মনের পর্দ্দায় পর্দ্দায় মোহিনীর চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

যে অবনী প্রতিদিন সকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কাজের মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিত, দুই দিন হইতে সে অবনী ঘরে বসিয়া আছে। অন্য সময় ছুটির দিন অবনী কাদম্বিনীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, কাদম্বিনী রাঁধিতে গেলে, সে রান্নাঘরে বসিত, কত গল্প করিত, আর এখন সেই কাদম্বিনীর ছায়া মাড়ায় না বলিলেও চলে, অধিকাংশ সময় সে আশুতোষের কক্ষেই অতিবাহিত করিয়া গভীর রাত্রে নিজের কক্ষে আসিয়া শয়ন করে, ধীরেশ যে তাহার গৃহে অতিথি হইয়া আছে তাহার দিকেও সে একবার ফিরিয়া চায় না, সর্ব্বদাই সে যেন কেমন ব্যস্ত, কেমন অন্যমনস্ক। স্বামীর এই অস্বাভাবিক আচরণে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ কাদম্বিনীর অন্তরে বদ্ধমূল হইবারই চেষ্টা করিতেছিল, এবং ক্ষতবিক্ষত হইয়াও কাদম্বিনী তাহাকে অমূলক বলিয়াই দূরে সরাইয়া সরাইয়া রাখিতেছিল। কিন্তু সে দিন রাত্রে নিদ্রাঘোরে অবনী এমন একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, যাহাতে কাদম্বিনী শিহরিয়া উঠিয়া স্পষ্ট বুঝিল, তাহার সন্দেহটা ভিত্তিহীন নহে। নিদ্রার ঘোরে অবনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "মোহিনী, মোহিনী, কাছে এস, কাছে এস,—ও কি অমন করে সরে যাচ্ছ কেন?" এই বলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ব্যাকুলভাবে যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কাদম্বিনী তখন জাগিয়াই শুইয়াছিল, সে সব শুনিল, দেখিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজিয়াই পড়িয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই অবনীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ তাহার কানে গেল, সে শব্দে তাহার বুকের এক একখানি পাঁজরা যেন খসিয়া যাইতে লাগিল।

সারারাত্রি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিয়া অতি প্রত্যূষে কাদম্বিনী শয্যা ত্যাগ করিল। অবনী অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল। কাদম্বিনী

একবার নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে বেদনাক্লিষ্ট নয়নে চাহিয়া দেখিল। তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া নিঃশব্দে মেঝের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

অবনী ঘুম হইতে উঠিয়া একবার কাদম্বিনীর মুখে দিকে চাহিল, সে মুখখানি যে গভীর দুঃখের আঘাতে একেবারে ম্লান বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে অবনী তাহা দেখিয়াও দেখিল না, সে মুখ ফিরাইয়া বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কাদম্বিনীর জর্জ্জরিত দেহ মন ধরিয়া কে যেন সজোরে একটা ঝাঁকানি দিল, সে চোখে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন রকমে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইল।

এইবার অবনীর চমক ভাঙ্গিল। সে কাদম্বিনীর মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাদম্বিনী বাষ্পবিক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে কিছুতেই সেই রাক্ষসীর কাছে আমি যেতে দেব না।" একটু থামিয়া তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "সে রাক্ষসীকে আজ এখান থেকে তাড়িয়ে তবে আমি জলগ্রহণ করব এই তোমায় বলে রাখলুম।" তারপর যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া মোহিনীকে সে গালি দিতে লাগিল।

অবনী প্রথমটা কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। তারপর সে ভাবটা যখন তাহার কাটিয়া গেল, সে বুঝিল, স্ত্রীর কাছে সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তবুও কথাটা চাপা দিবার জন্য সে বলিল, "তোমার

হয়েছে কি, শুধু শুধু এক জন ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন করে গাল দিচ্ছ ?"

কাদম্বিনী বলিল, "তা ত তুমি বল্‌বেই,—তাকে এখন গাল দিচ্ছি এর পর ঝাঁটা মেরে এখান থেকে বিদেয় করব ।"

ব্যগ্র হইয়া অবনী বলিল, "যা ইচ্ছে হয় তোমার কর ; মিছিমিছি চেঁচামেচি কর না ।"

কাদম্বিনী তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "আমার চোখের সাম্‌নে সেই সর্ব্বনাশী তোমার মাথাটা চিবিয়ে খাবে, আর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে তাই দেখব ! আমি বেঁচে থাক্‌তে তা কিছুতেই হ'তে দেব না ।"

অবনী ভীত হইয়া উঠিল। মোহিনীর কানে এই কথা গেলে সে কি মনে করিবে ! তাই তাড়াতাড়ি কাদম্বিনীর মুখ বন্ধ করিবার জন্য নরম হইয়া বলিল, "বেশ আমি এ ঘর থেকে বেরুবো ; না, হল ত ।"

কাদম্বিনী বলিল, "বেরুতে দিলে ত বেরুবে ; বেশ তুমি এইখানে বস, আমি ছুঁড়িটাকে দূর করবার ব্যবস্থা করে আসি ।"

অবনী মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া দুই একপদ অগ্রসর হইয়া গিয়া কাদম্বিনীর হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি কেন এমন করছ, এসব কি বলছ তা ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, এস, বসে স্বস্থ হয়ে কি হয়েছে আমায় বল ? হ্যাঁ কাদু ; তুমি মি আমায় অবিশ্বাস করছ ?"

অবনীর কথায় তাহার মন ভিজিল না। কাল রাত্রের সে কথা যে এখনও তাহার কানে বাজিতেছে। তাহার স্বামী যে মিথ্যা

স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলাইতে চাহিতেছে, ইহাতে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ সে কোন কথা বলিতে পারিল না। সহসা তাহার দুই চোখ দিয়া বৃষ্টির ধারা নামিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল, "তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমায় পায়ে ঠেলে—"তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

অবনী নানা উপায়ে তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। শেষে কঠিন হইয়া সে স্পষ্ট করিয়াই বলিল, "এটা জেন তাকে তাড়ালেই তুমি আমার মনটাকে বেঁধে রাখ্‌তে পারবে না। আর তোমার কাছে কিছু লুকোব না, শোন, মোহিনীর রূপ আমায় উন্মাদ করেছে, তাকে না পেলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে অবিবাহিতা, তাকে আমি বিয়ে করব স্থির করেছি, তোমরা দুটী বোনের মত থাকবে।"

ব্যাপারটা সে এতদূর গড়াইয়াছে, কাদম্বিনী তাহা বুঝিতে পারে নাই। তাই কথাগুলা শুনিয়া সে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল!

তাহার বিবর্ণ রক্তহীন মুখের দিকে চাহিয়া অবনী মোহগ্রস্থ অন্তরেও ব্যথা পাইল, কিন্তু কি করিবে? সে যে নিরুপায়, মোহিনী যে তাহার হৃদয়টা একেবারে জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে সরাইবার সাধ্য যে তাহার নাই! কাদম্বিনী যদি বুঝিয়াও না বুঝে সে কি করিতে পারে। তবুও কাদম্বিনীর অন্তরের ভারটা কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য সে বলিল, "তুমি তাকে নিজের বোনের মত দেখ, তা হ'লেই তোমার মনে আর কোন দুঃখ থাকবে না। তোমাকে মিথ্যে বলব না, সত্যি আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই নিজের

মনকে বশে রাখ্‌তে পারলুম না, তাকে বিয়ে করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমায় আমি কোনদিন অযত্ন করব না।"

কাদম্বিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "তোমার কিছু করতে হবে না।" বলিয়াই ছুটিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। পাশের ঘরে ধীরেশ থাকিত, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে তেমনই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ধীরুদা তুমি এখনই আমায় এ বাড়ী থেকে নিয়ে যাও, আমার মার কাছে পৌঁছে দাও।"

অবনী ও কাদম্বিনীর মধ্যে মোহিনীর সম্বন্ধে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ধীরেশ সমস্তই শুনিয়াছিল। ইহাতে যদিও তাহার মনে আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু সে একেবারে বিস্মিত হয় নাই; কেন না এই রকমের একটা কিছু যে ঘটিবে, অবনীর এই দুই তিন দিনের ব্যবহারে সেই সন্দেহই তাহার মনে জাগিয়াছিল; তবে নিষ্কলঙ্কচরিত্র পত্নীগতপ্রাণ দৃঢ়চিত্ত অবনী অপর এক যুবতীর রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়া লালসার যূপকাষ্ঠে এত সত্বর এমন ভাবে আত্মবলি দিবে এ কথাটা কিছুতেই সে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অবনীকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখেই দেখিয়া আসিয়াছে। এইবার তাহার অন্তরে সেই শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের কণামাত্র অবশিষ্ট রহিল না; বুঝিল, সে লঘুচিত্ত ও অসংযমী হইলেও তাহাতে এবং অবনীতে আর কোন প্রভেদ নাই; অবনী এখন তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী। সে যে তাহার মুখের গ্রাস ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া যাইবে আর সে শুধু নির্ব্বাক বিস্ময়ে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবে, তাহা কিছুতেই

হইতে পারে না। এখনকার অবনী কোন্ বিষয়ে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? অর্থ দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং শক্তি সামর্থ্য কিছুতেই ত অবনী তাহার সমকক্ষ নহে; এক চরিত্রবল, চরিত্র কলুষিত করিয়া অবনী তাহার অপেক্ষা অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে। সে স্থির করিয়া ফেলিল, কাদম্বিনীকে সহায় করিয়া সে অবনীকে অতি সহজেই পরাজিত করিবে। প্রকাশ্যে কাদম্বিনীকে সে বলিল, "দেখ কাদু, আমি সব শুনেছি, বুঝতেই পারছ ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে, কিন্তু তাই বলে ত তোমার এতটা উতলা হলে চল্‌বে না।"

কাদম্বিনীর দেহ তখনও ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল, সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সব কথা শুনেও তুমি এ সব কি বল্‌ছ ধীরুদা! চোখের সাম্‌নে এই সব কাণ্ড দেখেও আমি চুপ করে থাক্‌ব, আমি মানুষ না আর কিছু?"

ধীরেশ বলিল, "কি করবে বোন্, এখন সহ্য করা ছাড়া আর ত উপায় নেই।"

কাদম্বিনী বলিল, "ধীরুদা তোমার পায়ে পড়ি, ও সম্বন্ধে কোন কথা তুমি আমায় বল না, আমায় তুমি মার কাছে পৌছে দাও, আর তোমার কাছে কিছুই চাই না।"

ধীরেশ বলিল, "সে ত এমন কিছু শক্ত কাজ নয়, কিন্তু বোন্, রাগের মাথায় এমনই ভাবে তোমার স্বামীকে বিপদের মধ্যে ফেলে এখন তোমার বাপের বাড়ী যাওয়া কি উচিত?"

তাহার স্বামীর বিপদ! এ কথাটা ত কাদম্বিনীর একবারও মনে পড়ে নাই। ধীরুদা ত ঠিক কথাই বলিয়াছে, তাহার স্বামী সত্যই

বিপদগ্রস্ত, কুহকিনীর মায়ায় আচ্ছন্ন! কিন্তু কেমন করিয়া সে তাহার স্বামীকে উদ্ধার করিবে? তাহারই একটা উপায়ের জন্ত সে ব্যাকুল জিজ্ঞাসু নেত্রে ধীরেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরেশ বলিল, "তুমি যদি এখন বাপের বাড়ী চলে যাও কাদু, তা হলে ত অবনীবাবুর উদ্ধারের আর কোন পথই থাকে না, সে ত এখন তাই চায়; কিন্তু সে সুযোগ তাকে কিছুতেই দেওয়া হবে না। তোমাকে এখানেই থাকৃতে হবে, থেকে তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে।"

কাদম্বিনী ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি করতে হবে ধীরু দা তুমি আমায় বলে দাও, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।"

ধীরেশ বলিল, "ঐ মেয়েটার একটা বিয়ে দিতে পারলেই সব গোল চুকে যায়, সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে। বিয়ে হয়ে গেলে অবনী বাবুর নেশা আপনিই কেটে যাবে!"

কাদম্বিনী বলিল, "আমি কোথায় কি করব ধীরুদা, তুমি এর ব্যবস্থা করে দাও।"

ধীরেশ বুঝিল, এই সুযোগ, কিন্তু কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর সে বলিল, "এই বিদেশে পাত্র খুঁজে বের করা ত সহজ নয়, এখানে কারুর সঙ্গে আমার জানাশোনাও নেই,—তাই ত ভাবচি কি করি! অথচ অবনী বাবুর যে রকম মনের ভাব দেখলুম তাতে ত আর দেরী করাও চলে না।"

কাদম্বিনী কাতর ভাবে বলিল, "তা' হ'লে কি হবে ধীরু দা?"

সঙ্গে সঙ্গে ধীরেশ তাহার মুখের উপর চিন্তার রেখাগুলি যেন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল। অল্পক্ষণ পরে সহসা বলিয়া উঠিল, "যদি অন্য কোন উপায় করতে না পারি বোন, তা হ'লে মোহিনীকে বিয়ে করবার জন্যে আমাকেই প্রস্তুত হ'তে হবে।"

ধীরেশের মুখের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া কাদম্বিনী উৎসাহ ভরে বলিল, "সেই ভাল ধীরুদা, সেই ভাল!"

কথাটা বলিতে পারিয়া ধীরেশের মনটা অনেকখানি হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। কাদম্বিনীর সাহায্য লাভ যে তাহার পক্ষে এখন অত্যন্ত সুলভ তাহাও সে বুঝিল। মনে মনে সে ভারি খুসী হইল, কিন্তু সে ভাবটা চাপিয়া গম্ভীর হইয়াই বলিল, "তুমি ত বলচ ভাল, কিন্তু সেটা ত আমাদের উপর নির্ভর করচে না, আমাকে যে তাদের পছন্দ হবে, এমন ত কোন কথা নেই।"

কাদম্বিনী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তাদের অবস্থা জান্‌তে ত আমার বাকি নেই, কোন রকমে পার করতে পারলে বাঁচে! আর, তোমাকে পছন্দ করবে না? আমি ত জানি কত লোক তিন চার হাজার টাকা নিয়ে কাকিমাকে সাধাসাধি করেছে, তুমি রাজি হ'লে না বলেই ত কাকিমা কথা দিতে পারলেন না—আর বিনে পয়সায় তুমি বিয়ে করতে চাইচ, এটা তাদের আমি বুঝিয়ে দেখ—আমি বল্‌চি তারা এটা পরম সৌভাগ্য বলেই মেনে নেবে।"

ধীরেশ এইবার হাসিয়া বলিল, "ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছ কাজে তত সহজ হবে না। আশুবাবু হয় ত রাজি হলেও হতে পারেন, কিন্তু মোহিনী কি রাজি হবে? সে হয় ত—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কাদম্বিনী বলিয়া উঠিল, "তার অসাধ্য কিছু নেই ; না হ'লে সে আমার সর্ব্বনাশ করবার ফিকিরে ঘোরে—যেমন করে হ'ক তাকে বাধ্য করাতে হবে।"

ধীরেশ বলিল, "দেখ কাদু, সেটা কি করে সম্ভব হ'তে পারে, তাই আমাদের ভেবে ঠিক করতে হবে। সে বুঝতে পারুক আর না পারুক তুমি বেশ বুঝতে পারছ, শুধু অবনী বাবুকে উদ্ধার করবার জন্যেই আমি তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি, অবশ্য অন্য পাত্র যদি পাই তা'হলে ত কথাই নেই, আমি সেই চেষ্টাই আগে করব তাও তোমায় বল্‌চি, তবে এর মধ্যে তোমায় একটা কাজ করতে হবে। অবনীবাবু যাতে তার সঙ্গে মেশবার সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে। কি করে শোন; তুমি সব সময় মোহিনীর কাছে কাছে থাকবে, যেমন করে পারি দিন কয়েকের জন্যে একটি লোক খুঁজে আনব, সে সংসারের সমস্ত কাজ করবে, আর তুমি মোহিনীকে আগ্‌লে আগ্‌লে রাখ্‌বে—এতে তোমার কষ্ট হবে জানি, কিন্তু কি করবে বোন্, স্বামীর মঙ্গলের জন্যে তোমায় সবই সহ্য করতে হবে।"

কাদম্বিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তুমি যা বল্‌বে, তাই করব ধীরুদা।"

ধীরেশ বলিল, "আর একটা কাজ তোমায় করতে হবে, মোহিনীকে নিয়ে অবনী বাবুর সঙ্গে তোমার যে মনোমালিন্য ঘটেছে বাইরে তা যেন প্রকাশ না পায় ; এখন থেকে এমন ভাবে তুমি চল্‌বে যেন অবনীবাবু মনে করে তুমি মনকে বুঝিয়ে ঠিক করে নিয়েছ—আর মোহিনীর সঙ্গে সব সময় হাসিমুখে কথা বলবে, বিশেষ করে অবনী

বাবুর সাম্নে। এ কাজ করতে তোমার বুক ফেটে যাবে তা বুঝতে পারছি, কিন্তু তা ছাড়া আর যে কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না বোন।"

এমন সময় মোহিনী অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং কক্ষের চারিদিকে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "অবনীদা, অবনীদা! ও ঘরেও ত নেই।"

কাদম্বিনীর সহিত বচসা হইবার ফলে অবনীর মনের মধ্যে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই প্রশমনের আশায় সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখনও পর্য্যন্ত গৃহে ফিরে নাই!

কাদম্বিনীর বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, অতি কষ্টে ব্যথা চাপিয়া সে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

ধীরেশ বলিল, "অবনীবাবু এ ঘরে ত আসেন নি।"

মোহিনী তেমনই ব্যগ্রভাবে বলিল, "আপনারা শীগ্‌গির আসুন, দাদু কি রকম করছেন; আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না;" এই বলিয়া সে ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

"কাদু এস।" বলিয়া ধীরেশও তাহার অনুসরণ করিল।

মোহিনী ছুটিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষু আশুতোষের পায়ের কাছে মুখ গুঁজিয়া পড়িল। ধীরেশ সেখানে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাই ত, শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইবার আর যে বিলম্ব নাই! শঙ্কা-ম্লান মুখ ফিরাইয়া কাদম্বিনীর দিকে চাহিয়া সে কি বলিতে গিয়া দেখিল অবনী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

অবনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল! ব্যাপার কি! কক্ষের সর্ব্বত্র যেন বিষাদের ছায়া মূর্ত্তিমতী হইয়া রহিয়াছে।

ধীরেশ কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাঁড়িয়ে আর কি দেখছেন, ঐ শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে গেল!"

উন্মাদিনীর ন্যায় মোহিনী একবার উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর 'দাদু, দাদু গো,' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া সদ্যমৃত আশুতোষের বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িল।

২০

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধীরেশ ও কাদম্বিনীর জল্পনা কল্পনা ও অবনীর কামনা বাসনা তখনকার মত চাপা পড়িয়া গেল। অন্তরের গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় কাদম্বিনী মোহিনীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। এমনই ভাবে মোহিনীর শোকের প্রথম বেগটা যখন মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন মোহিনী একবার তাহার এই নূতন অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিল। সে যে একেবারে নিরাশ্রয়, এত বড় বিশ্ব সংসারে এক দাদু ছাড়া তাহার যে আর কেহ ছিল না, সেই দাদুও যে তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন! সঙ্গে সঙ্গে অমলের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। একটা আশ্রয় ত তাহার মিলিয়াছিল, একদিন ঘরসংসার পাতিবার কত মোহময় সুখ স্বপ্নই না সে দেখিয়াছিল, কিন্তু হায়, তখন ত সে জানিত না যে, মরীচিকার পশ্চাতেই সে আত্মহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হায়, সে সব কথা ভাবিয়া ত আর কোন লাভ নাই। এখন সে কি করিবে, নিজের বলিয়া কোথাও যে মাথা গুঁজিবারও এতটুকু আশ্রয় তাহার নাই। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে আর কিছু ভাবিবার মত শক্তি তাহার রহিল না।

মোহিনী একা থাকিতে পারিত না, তাহার যেন কেমন ভয় ভয় করিত, তাই সে সব সময় কাদম্বিনীর কাছে কাছে থাকিত; রাত্রেও সে ছোট ভগিনীর ন্যায় কাদম্বিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া শুইত। এক এক সময় মুখ ফুটিয়া সে কাদম্বিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিত, "আমি কি করব দিদি, আমার যে আর কেউ নেই।" কাদম্বিনী সান্ত্বনা দিয়া বলিত, "ভয় কি বোন্. আমি ত আছি, আমি তোমায় দেখ্‌ব।" ধীরেশের কথা মনে করিয়াই কাদম্বিনী তাহাকে এই ভাবে সান্ত্বনা দিত,—অশৌচান্তে যত শীঘ্র সম্ভব ধীরুদার সহিত মোহিনীর বিবাহ দিয়া তাহার একটা স্থিতিভিতি করিয়া দিবে।

এমনই ভাবে দিন পাঁচেক কাটিয়া গেল। মোহিনীর সহিত অবনীর একটীবারও দেখা হয় নাই, এই পাঁচ দিন অবনী প্রায়ই বাহিরে থাকিত। আহারের সময় কাদম্বিনী মোহিনীকে রান্নাঘরে বসাইয়া রাখিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বসিত এবং এটা খাও ওটা খাও বলিয়া তাহাকে অনুরোধ, সাধ্যসাধনা এমন কি পীড়াপীড়ি পর্য্যন্ত করিত, কিন্তু অবনী প্রায়ই আহার্য্যগুলা নাড়াচাড়া করিয়া উঠিয়া যাইত, কাদম্বিনীর সহিত একটা কথাও বলিত না। অল্প দিনের পরিচিত এক অনাত্মীয় বৃদ্ধের মৃত্যুর আঘাত তাহার স্বামীর অন্তরে যে কেমন করিয়া এতখানি বাজিতে পারে কাদম্বিনী তাহা ভাবিয়া পাইত না।

সে দিন প্রত্যূষে যেখানে মোহিনী ও কাদম্বিনী চুপ করিয়া বসিয়াছিল, অবনী হঠাৎ সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। মোহিনী একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়াই চক্ষু নত করিয়া ফেলিল এবং কাদম্বিনী

স্বামীর মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া অবনী বলিল, "মোহিনী, গঙ্গাস্নান করে আস্‌বে চল, বাইরে খানিকটা বেড়ালে তোমার মনটা অনেক সুস্থ হবে।"

মোহিনী তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া কাদম্বিনীর মুখের পানে চাহিল। কাদম্বিনী অন্তরের ব্যথা চাপিয়া সহজ ভাবেই বলিল, "সত্যি বাইরে বেড়ান খুব দরকার, উনি ঠিকই বলচেন, চল আমরা দুজনেই গঙ্গা নেয়ে আসি।" অবনীর মুখখানি যে সহসা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল, তাহা কাদম্বিনীর দৃষ্টি এড়াইল না

সেই দিন হইতে প্রতিদিন দুই বেলাই অবনী মোহিনীকে লইয়া আজ এক দেবালয়ে কাল অপর এক দেবালয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাদম্বিনী অনাহুতা হইয়াও সঙ্গিনীরূপে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া বাড়ীতেও অবনী মোহিনীকে এক দণ্ড চোখের আড়াল করিত না, দুই বেলা আহারের সময় সে মোহিনীকে ডাকিয়া আনিয়া সম্মুখে বসাইয়া রাখিত এবং কেমন করিয়া মোহিনীর মনস্তুষ্টির বিধান করিবে তজ্জন্য তাহার ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতার শেষ ছিল না, এ সমস্তই অবশ্য কাদম্বিনীর চোখের উপরই ঘটিত। সর্ব্বদা কাদম্বিনীর উপস্থিতিতে অবনী প্রথম প্রথম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত, কিন্তু দিন দুই পরে অবনীর ব্যবহারে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল যে, রক্তমাংসের-দেহ-বিশিষ্ট তাহার পত্নী কাদম্বিনী যে তাহার সম্মুখে রহিয়াছে এ সত্যটাকে সে উপেক্ষা করিয়াই চলিয়াছে।

এমনইভাবে আরও দিন দশেক কাটিয়া গেল।

সেদিন ধীরেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাদম্বিনী আর নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না, চোখের জলে বুক ভাষাইয়া বলিয়া উঠিল, "আর যে পারি না ধীরুদা।"

এ কয়দিন ধীরেশের সহিত অবনীর একেবারে বাক্যালাপ ছিল না। তাহা ছাড়া তাহার সহিত অবনী এমন ভাবে ব্যবহার করিত যে, মুখ ফুটিয়া কিছু না বলিলেও ধীরেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিত, তাহার এখানে থাকাটা অবনীর একেবারেই মনঃপূত নহে। মনে মনে নিজেকে সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেও একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে ত কিছুতেই যাইতে পারে না। অবনী যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে আর ত দেরী করাও চলে না। কাদম্বিনীকে দিয়া আজই মোহিনীর নিকট কথাটা পাড়িতে হইবে। হঠাৎ তাহার মনে হইল যদি মোহিনী অবনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে? সে মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ অন্তর চীৎকার করিয়া বলিল, যেমন করিয়াই হউক কাদম্বিনীর এই সতীন-কাঁটার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে, অবনীর সহিত মোহিনীর মিলন সে কিছুতেই ঘটিতে দিবে না। কাদম্বিনী নীরবে দাঁড়াইয়া তখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া উত্তেজিত ভাবে ধীরেশ বলিল, "না, এর শেষ করতে হবে; শোন কাদু তুমি মোহিনীকে কথাটা স্পষ্ট করেই বল, তারপর যা হয় আমি করব, তুমি কিছু ভেব না, মোহিনীকে এখান থেকে সরাবার ভার আমার রইল!"

কাদম্বিনী তেমনই ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যা হয়

শীগ্‌গির করে ফেল ধীরুদা, আমি এখনই গিয়ে তাকে বল্‌ছি। এ ভাবে আমি আর থাকতে পারি না, গঙ্গায় ডুবে না মরতে পারলে আমার এ জ্বালা জুড়োবে না।"

ধীরেশ বলিল, "দেখ তুমি মিথ্যে ও কথা ভেবে কষ্ট পাচ্ছ কাদু— আমি যখন রয়েছি তখন অবনীবাবুকে কিছুতেই এত বড় অন্যায় কাজ করতে দেব না এ কথা আমি তোমায় জোর করে বলছি। তুমি মোহিনীকে স্পষ্ট করে তার অবস্থাটা বুঝিয়ে দাও, সোজা বলে দাও এ অবস্থায় তোমার বাড়ীতে আর তার কিছুতেই স্থান হ'তে পারে না। আর এ কথাটাও তাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিও, আমার বাড়ীতে যে সে আশ্রয় পাচ্ছে এটা শুধু তোমারি দয়ায়।"

কাদম্বিনী আর কিছু না বলিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

রান্নাঘরের সংলগ্ন ছোট বারান্দাটীর উপর মোহিনী তখন একাকিনী বসিয়া নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবিতেছিল, কি অশুভলগ্নেই সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার দাদুও তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গঙ্গাস্নান সারিয়া মোহিনী ও কাদম্বিনীকে গৃহে পৌছাইয়া দিয়া অবনী বাজার করিতে বাহির হইয়াছিল। বাজারে যাহা কিছু ভাল জিনিষ পাইত, অধিক মূল্য দিয়া মোহিনীর জন্য সে কিনিয়া আনিত এবং রান্নাঘরে বসিয়া কাদম্বিনীকে দিয়া প্রতিদিন দুই তিন রকমের নূতন ব্যঞ্জন রাঁধাইত। বাড়ীর সন্নিকটেই বাজার, অবনীর ফিরিতে বিলম্ব হয় না, তাই কাদম্বিনী তখনই মোহিনীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখ "মোহিনী।"

মোহিনী মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "কি দিদি ?"

এই পুরাতন দিদি সম্বোধনটা আজ কাদম্বিনীর অন্তরে নূতন করিয়া আঘাত দিল, সে আঘাত সাম্‌লাইয়া লইয়া সে বলিল, "দেখ মোহিনী তোমার ত এভাবে আর এখানে থাকা চলবে না।"

এ কথাটা মোহিনী আজ কয়দিন ধরিয়া ভাবিতেছিল। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি তাহার একেবারেই ছিল না, কিন্তু কোথায় গিয়া সে যে আশ্রয় লইবে, ভাবিয়াও তাহার কোন কূল কিনারা সে পায় নাই। তাই সে ব্যথা-ভরা অন্তরে উত্তর দিল, "কোথায় যাব দিদি, আমার যে আর কেউ নেই।"

কাদম্বিনীর অন্তর মুহূর্তের জন্য আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে জোর করিয়া নিজেকে কঠিন করিয়া লইয়া বলিল, "তা জানি বলেই আমি তোমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছি।"

আগ্রহভরে মোহিনী বলিল, "কোথায়. কোথায় দিদি ?"

কাদম্বিনী কোনরূপ ভূমিকা না ফাঁদিয়া সোজাই বলিল, "ধীরুদার বাড়ী, তিনি এখনও বিয়ে করেন নি; কলকাতায় তাঁর নিজের দুখানা বাড়ী আছে, তা ছাড়া আমার কাকা নগদ টাকাকড়ির যথেষ্ট রেখে গেছেন, খাওয়া পরার অভাব তাঁর নেই;—কাকীমা তাঁকে অনেক সাধ্যসাধনা করেছেন, এতদিন বিয়ে করতে রাজি হন নি, রাজি হলে কত লোকতিন চার হাজার টাকা দিয়ে ধীরুদাকে জামাই করত, আমি যে একটুও বাড়িয়ে বলি নি, তুমি সেখানে গেলে তা বুঝতে পারবে; এখানে আসা অবধি আমি তাঁকে কত সাধ্য-সাধনা করে এতদিন পরে তাঁকে রাজি করাতে পেরেছি।"

মোহিনী নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিঃশব্দে কাদম্বিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কাদম্বিনী বলিল, "এই মাসের প্রথম লগ্নেই ধীরুদার সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দেব। তার আগে তোমায় একটা কাজ করতে হবে,—কথাটা গোপন রাখ্‌বে,—অনেক বাধাবিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা, তা ত তুমি বুঝতে পারছ।"

সহসা মোহিনী কাদম্বিনীর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি তোমাদের এ দয়ার আমি একেবারে অযোগ্য। দাদুর মুখ চেয়ে, তিনি কষ্ট পাবেন বলে এতদিন আমি কথাটা তাঁর কাছ থেকে গোপন করে রেখেছিলুম, তবে শেষ অবধি তাঁকে কথাটা বল্‌তেই হ'ত, কিন্তু ভগবান তার আগেই তাঁকে নিয়ে গেছেন—আর ত মুখ চাইবার আমার কেউ নেই দিদি,—আর ত সে কথা গোপন করে রাখবার আমার দরকার হবে না,—মেয়েমানুষের বিয়ে একবারই হয় দিদি, দুবার হয় না, তা পুরুষমানুষ না বুঝলেও তুমি ত বোঝ দিদি,—আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না।"

শুনিতে শুনিতে কাদম্বিনীর সারা দেহের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মোহিনীও যে তাহার স্বামীর অনুরক্তা এ সন্দেহ পূর্ব্বেই তাহার মনে জাগিয়াছিল। তাই মোহিনীর কথাগুলার এই অর্থই সে ধরিয়া লইল যে, গোপনে বিবাহের কথা পর্য্যন্ত পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে এবং তাহারই মুখের উপর তাহার স্বামীকে নিজের স্বামী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার পর্য্যন্তও মোহিনী পাইয়াছে। তাহার বুকের ভিতরটা কে যেন তপ্ত লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া দিতে লাগিল!

হায় রে, তাহার রূপমুগ্ধ স্বামীকে এই কুহকিনীর কবল হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত চেষ্টা এমনই ভাবে পণ্ড হইয়া গেল! সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "উঃ দুধকলা দিয়ে কি কালসাপই বাড়ীতে পুষেছিলুম! কেন তোকে সেই দিনই ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দিই নি—তা হ'লে সর্ব্বনাশী রাক্ষুসী তুই এমন করে কি আমার স্বামীকে কেড়ে নিতে পারতিস্।"

"হা ভগবান্!" বলিয়া মোহিনী তাহার পা ছাড়িয়া তাহার মুখের পানে চাহিতেই দেখিল, অবনী তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

অবনী তীব্র কণ্ঠে ডাকিল, "কাদম্বিনী।"

বেত্রাহতের ন্যায় শিহরিয়া উঠিয়া কাদম্বিনী তাহার স্বামীর দিকে চাহিল।

অবনী তেমনই রূক্ষ কণ্ঠে বলিল, "এর পরে আমার গৃহে তোমার আর স্থান হ'তে পারে না। আমার সামনে থেকে তুমি দূর হও।"

ক্ষত বিক্ষত অন্তরে টলিতে টলিতে কাদম্বিনী তৎক্ষণাৎ বারান্দা ত্যাগ করিল এবং শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছিন্নমূল লতার মত মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

গোলমাল শুনিয়া ধীরেশও তাহার কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে দ্রুতপদে অবনীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি যে এত বড় পাষণ্ড তা আমি জানতাম না, চমৎকার লেখাপড়া শিখেচেন! কিন্তু আপনি যে চেষ্টায় আছেন,

যে মতলব এঁটেছেন আমি থাকতে তা হতে দিব না, মোহিনীর আশা আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।"

অবনী কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কিন্তু মোহিনীর রূপে তখন সে একেবারে উন্মাদ, মোহিনীকে পাইবার পথে কোন প্রতিবন্ধকই সে সহ্য করিতে পারে না,—তাই ক্ষণকাল পরেই সে বলিয়া উঠিল, "এ আমার বাড়ী, এখানকার কর্ত্তা আমি, তুমি নও, তুমি আজই এই দণ্ডে তোমার বোন্‌কে নিয়ে এ বাড়ী থেকে চলে যাও—তোমাদের কারু সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখতে চাই না।"

ধীরেশ বিদ্রূপভরে বলিল, "তা যে চান না তা আমি জানি এবং এ যে আপনার বাড়ী তাও আমি বেশ ভাল করেই জানি, কিন্তু আপনি এখন একেবারে উন্মাদ, আমি আপনার আত্মীয়, এ অবস্থায় আমার যা কর্ত্তব্য তাই করতে হবে, আপনার পাগলামির প্রশ্রয় ত দেবই না, বরং যদি আবশ্যক হয় আপনার পায়ে বেড়ী দিয়ে বেঁধে রাখব।"

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া অবনী সত্য সত্যই উন্মাদের ন্যায় সহসা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং দুই তিনটী ঘুঁসি মারিয়া ধাক্কা দিতে দিতে বলিতে লাগিল, "বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে বদমায়েস পাজি।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে আকস্মিক ধাক্কা সাম্‌লাইয়া লইয়া ধীরেশ আস্তিন গুটাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

চামেলীর গৃহে মোহিনী ধীরেশের এই রুদ্রমূর্ত্তি আর একবার দেখিয়াছিল সে দৃশ্য তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। তাহার চোখের সম্মুখে তাহাকে লইয়া এই যে অভদ্র কলহ ও

তাণ্ডব নৃত্যের কুৎসিৎ অভিনয় চলিয়াছে, তাহাতে সে লজ্জায় ঘৃণায় একেবারে মরমে মরিয়া গিয়া এতক্ষণ মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া অবনীকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরেশের রোষ-কম্পমান সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের প্রতি চাহিয়া সে বলিল, "অবনীদা জানেন না, কিন্তু আপনি ত জানেন, স্বামী জ্ঞানে যাকে আমি আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছিলুম, সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করলেও, আমি হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে ত দ্বিচারিণী হ'তে পারি না।"

ধীরেশ মোহিনীর চরিত্রের কতকটা পরিচয় একদিন পাইয়াছিল এবং চরিত্রহীন অমল যে বিবাহের লোভে দেখাইয়া মোহিনীর সহিত প্রতারণা করিয়াছে—তাহাও সে জানিত, কিন্তু এত দিন সে কেবল ভ্রষ্টা নারীব সংস্পর্শেই আসিয়াছে, সুতরাং নারী-চরিত্রের এ দিকটা তহার একেবারেই জানা ছিল না। তাই মোহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে একবার মোহিনীর মুখের দিকে চাহিল, তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

মোহিনীর কথাগুলো এবং ধীরেশের নিঃশব্দে চলিয়া যাওয়াটা অবনীর নিকট কেমন একটা প্রহেলিকার মত বোধ হইল। মোহিনীর মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধির মত সে দাঁড়াইয়া রহিল।

মোহিনী বলিল, "অবনীদা, শুনেছি এখানে অনেক আশ্রম আছে, আমার মত হত-ভাগিনী অনাথাকে দয়া করে এমনই একটা কোন আশ্রমে রেখে আসুন।"

অবনী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি মোহিনী, যার জন্যে তুমি আমায় ত্যাগ করে চলে যেতে চাইচ ?"

রূপোন্মাদ অবনীর তখন হিতাহিতজ্ঞান লোপ পাইয়াছিল। দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সহসা সে মোহিনীর হাত চাপিয়া ধরিল।

"আমি অপরের অস্পৃশ্যা" বলিয়াই মোহিনী সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

২৬

ধীরেশ তখন তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া জিনিষপত্র গুছাইতেছিল, তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মোহিনী বলিয়া উঠিল, "ধীরুদা একদিন আপনিই সেই পাপপুরী থেকে আমায় উদ্ধার করেছিলেন, আজ এখানে থেকেও আপনি আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যান্।"

ধীরেশ হাতের কাজ বন্ধ রাখিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে মোহিনীর মুখের দিকে চাহিল। কোন্ গুণে সে যে মোহিনীর এতখানি বিশ্বাসের পাত্র হইল, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। তবে আজ এই প্রথম তাহার নিজের উপর নিজেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মোহিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া আবার বলিল, "এত বড় পৃথিবীতে এমন কোন একটা আশ্রম নেই, যেখানে আমার স্থান হয়?"

ধীরেশ ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "তুমি কি তাই স্থির করলে মোহিনী?"

মোহিনী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তা ছাড়া আমি আর কোথায় থাক্‌ব ধীরুদা—যদি কোথাও একটু আশ্রয় না মেলে, মা ভাগীরথীর কোল ত আছে।"

ধীরেশ বুঝিল, মোহিনী সত্য কথাই বলিয়াছে, তাহার মনের যে অবস্থা তাহাতে কোন একটা আশ্রমে আশ্রয় লওয়া কিম্বা আত্মহত্যা করা ছাড়া নিজেকে অপরের লালসা-লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার আর ত কোন উপায় নাই। হঠাৎ একটা আশ্রমের কথা ধীরেশের মনে পড়িয়া গেল, উৎসাহভরে সে বলিল, "পুরীতে মাতাজীর আশ্রমে গিয়ে যদি তুমি থাকৃতে চাও, তাহ'লে তোমায় আমি সেখানে রেখে আসতে পারি।"

মোহিনী আগ্রহভরে বলিল, "আমায় সেইখানেই আপনি রেখে আসুন ধীরুদা। এখানে আমি আর থাকৃতে পারছি না, আপনি এখনই আমায় নিয়ে চলুন। আমি দিদির কাছে বিদায় নিয়ে এখনই আসছি।"

কাদম্বিনী তখনও মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চোখের জলে মেজে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল। বাহিরে যে এত কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহার কিছুই সে জানিতে পারিল না। সে পড়িয়া পড়িয়া কেবলই ভাবিতেছিল, এখনই তাহার স্বামী আসিয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে, সে স্বামী-পরিতক্তা, তাহার ত বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই। স্নানের ঘাটের পথ ত জানা আছে, তাহার স্বামী তাহাকে গৃহের বাহির করিয়া দিলেই সে গঙ্গায় ডুবিয়া সমস্ত জ্বালা জুড়াইবে। এমন সময় হঠাৎ মোহিনীর কোমল স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল।

মোহিনী স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "দিদি!"

কাদম্বিনী বুকের মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। উঃ, দিদি!

সতীন তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে,—তাহাকে অনুগ্রহ দেখাইতে আসিয়াছে, বলিতে আসিয়াছে, স্বামীকে বলিয়া সে তাহার এ গৃহে থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিবে!

মোহিনী বলিল, "দিদি, আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।"

বিদায়! কাদম্বিনীর মনে হইল, তাহাকে এই গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া তাহার স্বামীকে লইয়া মোহিনী স্থানান্তরে যাইতেছে, তাহার ক্ষতস্থান উস্কাইয়া দিবার জন্যই এই সংবাদটা সে দিতে আসিয়াছে। পাষাণী!

মোহিনী ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "দিদি আমি ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি।"

কাদম্বিনীর ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া বলে, 'তুই দূর হ'য়ে যা আমার সামনে থেকে, স্বামীকে কেড়ে নিয়েছিস তার চেয়ে বড় অপরাধ আর কি আছে রে হতভাগী!' কিন্তু তাহার যে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। তাই সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সে চুপ করিয়াই পড়িয়া রহিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মোহিনী বলিল, "দিদি, তোমার ছোট বোনটি চিরদিনের জন্য তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছে, সে যে বড় দুঃখিনী, বড় অভাগিনী, তার যে আর কেউ নেই দিদি, এক দাদু ছিল সেও তাকে ছেড়ে চলে গেছে—যাকে সে একদিন স্বামী বলে মনে মনে বরণ করেছিল সেও তাকে ত্যাগ করেছে।"

কাদম্বিনী এবারও তাহার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। মোহিনী এ সব কি বলিতেছে? স্বামী ত তাহাকেই ত্যাগ

করিয়াছে, তবে ? মোহিনীর এই উক্তি কি বিদ্রূপের কশাঘাত ? উঃ, মোহিনী এত নিষ্ঠুর !

মোহিনী বোধকরি কাদম্বিনীর মনের ভাব কতকটা অনুমান করিয়া লইল, তাই সে আরও স্পষ্ট করিয়াই কথাটা বলিল, "দিদি পুরুষমানুষ না হয় আমাদের ওপর অবিচার করতে পারে, কিন্তু মেয়েমানুষ হ'য়ে তুমি কি করে আমার ওপর অবিচার করছ ! অবনীবাবুর ভুলের জন্যে ত আমি দায়ী নই। আজ না হ'ক দুদিন পরে তিনি যখন বুঝবেন আমি পরস্ত্রী, তখন তাঁর সে ভুল ভেঙ্গে যাবে ; এর বেশী তোমায় আর কি বল্‌ব দিদি। ধীরুদার আজ বোধ করি সময় হবে না, যদি দরকার মনে কর তাঁকে চিঠি লিখে জেন, তিনি আমার অনেক কথাই জানেন। তাঁর সঙ্গেই আমি যাচ্ছি, তিনি আমায় নিয়ে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে বসে আছেন, আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও দিদি।"

কাদম্বিনী এইবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া অশ্রুসিক্ত পাণ্ডুর মুখে মোহিনীর পানে চাহিল। তাহার মনে হইল এতদিন সে যেন কোন্ এক বিভীষিকা-পূর্ণ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিল ?—সেই রাজ্যের ক্রূরমতি অধিবাসীবৃন্দ তাহার স্কন্ধে দুঃস্বপ্নের গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছিল, মোহিনী দয়া করিয়া সেই ভার তাহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দিয়াছে। তবে মোহিনীর কথার অর্থ এবারও সে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে এইমাত্র বুঝিল যে, মোহিনী ধীরুদাকেই নিজের স্বামীরূপে মনে মনে বরণ করিয়া লইয়া তাহার স্বামীকে মুক্তি দিয়াছে। ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট, মোহিনীর সম্বন্ধে আর ত কিছু সে জানিতে চাহে না।

মোহিনী আবেগভরে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বল দিদি, তুমি আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দিচ্ছ?" বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কাদম্বিনী সহসা দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "দোষ ত আমারই সব বোন্, আমি যে প্রথম থেকে মিথ্যে সন্দেহ করে, তোমার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করেছি—আমার মাথা ঠিক ছিল না; স্বামীকে হারাবার ভয়ে আমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছিলুম, যাবার আগে তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে যেও বোন্। তুমি আমায় দিদি বলে ডেকেছ—তাই তোমায় সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশীর্ব্বাদ করছি তুমি চির আয়ুষ্মতী হও।"

অতি কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া মোহিনী একটু হাসিল। কি বিষাদ-ম্লান ব্যথাতুর করুণ হাসি!

২২
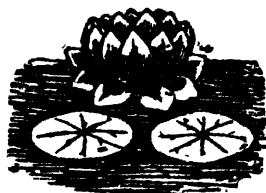
অবনীর অনুপস্থিতির সুযোগে ধীরেশ মোহিনীকে লইয়া ষ্টেশনে অভিমুখে যাত্রা করিল। মোহিনীকে একান্ত নিকটে পাইয়া ধীরেশের মন যেন আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হঠাৎ এক সময় সে স্থির করিয়া ফেলিল, কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের উত্তাপে সে মোহিনীর এই রূপ-যৌবনকে ক্লিষ্ট হইতে দিবে না। সে তাহার রূপযৌবনকে সার্থক করিয়া তুলিবে।

মোহিনী তাহার এই মানসিক বিকারের কোন সন্ধান পাইল না। সে নিশ্চিন্ত মনে তাহার সহিত ট্রেণের কামরায় গিয়া উঠিল।

সেদিন গাড়ীতে একেবারেই ভিড় ছিল না। মোহিনীকে লইয়া ধীরেশ যে কামরায় উঠিয়াছিল, সেই কামরায় মাত্র আর দুই জন আরোহী ছিল। তাহারাও কলিকাতার যাত্রী। তাহাদের দুই জনের মধ্যে এক অভাগিনী নারীর সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল।

একজন বলিল, "তখন তাড়াতাড়িতে কোন কথাই শোনা হ'ল না —আচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল, পরিচয় বের করতে পারলে ভবনাথ ?"

ভবনাথ বলিল, "কোন কথাই তার মুখ থেকে বার করতে পার নি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত রকম করে তাকে জিজ্ঞাসা করি সে শুধু হাত

জোড় করে, আর কিছু বলে না! শেষে সে বল্লে কি জান সুবোধ—আমার যা হবার তা ত হয়েছে, ঠিক শাস্তি আমার হয়েচে—এ না হ'লে ভগবান্ যে মিথ্যে হতেন,—কিন্তু আমার পরিচয় দিয়ে আমার দেবতা স্বামীর মাথা হেঁট করতে পারব না, কিছুতেই পারব না, আপনারা দয়া করে আমায় আর ও কথা জিজ্ঞেস করবেন না।"

সুবোধ বলিল, "বাস্তবিক মেয়েটীর জন্য ভারি দুঃখ হয়।"

ভবনাথ বলিল, "তবু ত তুমি তার নিজের মুখ থেকে কোন কথা শোন নি—পনর বছর ত এই পুলিশের কাজ করছি, কিন্তু এ রকম মনের অবস্থা আমার একটী দিনও হয় নি। যখন সে তার ওপর সেই অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলতে লাগল—আমি কিছুতেই চোখের জল রোধ করতে পারলুম না, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে জল মুছতে লাগলুম না।"

অদূরে আর একখানি বেঞ্চের এক কোণে বসিয়া মোহিনী উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে ঐ অপরিচিতা মেয়েটির জন্য সমবেদনায় তাহার কোমল অন্তর ভরিয়া উঠিল। তাহারও উপর যে একদিন এমনই অত্যাচারের আয়োজন হইয়াছিল, সে দিন ভাগ্যবশে তাহার উদ্ধারকর্ত্তারূপে এক দেবতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর ঐ মেয়েটীর কেহ ছিল না, তফাৎ ঐটুকু! সে একবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে ধীরেশের দিকে চাহিল।

সুবোধ বলিল, "প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, মানুষ যখন নিজের ভুল বুঝতে পারে তখন সে ভুল শোধরাবার পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে। এ মেয়েটীর সেই অবস্থায়ই হ'য়েছিল।"

ভবনাথ বলিল, "সে ত তার কাহিনী বলবার মাঝখানে, থেমে থেমে সেই কথাই বলছিল,—'কেন আমার এই দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল কেন এমন কাজ করলুম'।"

সুবোধ বলিল, "থাক্‌গে, আর শুনে কাজ নেই। অন্য কথা বল।"

ভবনাথ বলিল, "সে আমায় কি অনুরোধ করে গেছে সেটাই তোমায় বলা হয়নি; শোন, 'দেখুন আপনি দয়া করে সমস্ত কাগজে আমার দুর্দ্দশার কথা ছাপিয়ে দিতে পারবেন—হয় ত আমারই মত কোন হতভাগীর উপকারে আস্‌তে পারে'।" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তারই কথা কেবলই মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কথাগুলো বলে ফেল্‌তে না পারলে মনটা কিছুতেই হাল্কা হবে না।"

সুবোধ বলিল, "হ্যাঁ হে, তুমি তখন বল্‌ছিলে না, সে স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেও নিজেকে কিছুতেই বেশ্যা বলে মান্‌তে চাইত না,—নিজের মুখেই তা সে বলেছে?"

ধীরেশের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। চামেলীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

ভবনাথ বলিল, "শেষ অবধি সে তার সেই জেদেই বজায় রেখে গেছে—না হ'লে তাকে এমন ভাবে মরতে হ'ত না। উঃ, কি শোচনীয় মৃত্যু! চার চারটে গুণ্ডা তার উপর কি নৃশংস অত্যাচারই না করেছে,—মরে গেছে ভেবেই তারা পথের ওপর তাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল—তখন মরতে পার্‌লে আর তার এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হ'ত না, এমন করে সেই বিশ্রী রোগে গলে খোসে হাঁসপাতালে তাকে মরতে হ'ত না?"

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু কিনারা করতে পারলে ?"

ভবনাথ বলিল, "যে বদমায়েসটার প্ররোচনায় এই নৃশংস কাণ্ড ঘটেছে তাকে পাওয়া গেছে,—মেয়েটী নাকি তাকে একদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেই রাগে সে তার ওপর এমনই করে প্রতিশোধ নিয়েছে, মেয়েটী যে বেশ্যা ছাড়া আর কিছু নয়, তাই তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য সেই ছোঁড়াটা এক বেশ্যাকে দিয়ে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়—তিন চার দিন ধরে তার ওপর সে নিজে অত্যাচার করে, তাকে খেতে না দিয়ে শুকিয়ে ফেলে রেখেও তাকে কিছুতেই তাদের পেশা নিতে রাজি করতে পারে নি, শেষে গুণ্ডাদের দিয়ে তার ওপর অত্যাচার করায়।"

সুবোধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মেয়েটীর ত চরম শাস্তি হয়ে গেল ! সেই ছোঁড়া আর মাগীটার যাতে কোঠর শাস্তি হয় এখন তার ব্যবস্থা কর।"

ভবনাথ উত্তেজিত ভাবে বলিল, "তা ত করতেই হবে। মেয়েটী মরবার আগে—সেই ছোঁড়াটা আর সেই মাগীটাকে সনাক্ত করে গেছে—গুণ্ডা বেটাদের খুঁজে বের করব, সহজে ছাড়ব না।"

গভীর ভয়ে মোহিনীর বক্ষঃস্থল আলোড়িত হইয়া উঠিল। ধীরেশ যে মাতাল চরিত্রহীন, তাহার পরিচয়ও ত সে একদিন পাইয়াছিল, যদি ধীরেশ তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকা করে—মাতাজীর আশ্রমের নাম করিয়া যদি ঐ রকমের কোন এক বাড়ীতে তাহাকে লইয়া যায় ? তখন

সে কি করিবে? সে সভয়ে একবার ধীরেশের মুখের দিকে চাহিল। দেখিল তাহার মুখখানি যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুবোধ বলিল, "ছোঁড়াটাও শুনলুম বড় ঘরের ছেলে?"

ভবনাথ বলিল, "হ্যাঁ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, কিন্তু কি নীচ কি পাষণ্ড! আইন অন্য রকম না হলে বেটাকে কুকুর দিয়ে খাওয়ালে তবে ঠিক সাজা হয়, বেটার বাপ কিন্তু ছেলের সার্থক নাম রেখেছিল—অমল।"

সুবোধ বলিল, "অমলই! মেয়েটির কি নাম বললে, চামেলী নয়?"

মোহিনী সেই বেঞ্চের কোণে বসিয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বজ্রাহতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া গেল। ধীরেশ কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখের উপর হইতে যেন সমস্ত রক্ত কোথায় উবিয়া গিয়াছে।

২৩

পুরা দুইটা দিন পাগলের মত কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া যখন অবনীর বুঝিবার মত শক্তি ফিরিয়া আসিল যে এতদিন সে মরীচিকার পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, সে রাশ টানিয়া নিজের উচ্ছৃঙ্খল মনকে কতকটা সংযত করিয়া ফেলিল। পতিগতপ্রাণা কাদম্বিনীর প্রতি সে যে কি অমানুষিক ব্যবহার করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া লজ্জায় ঘৃণায় সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু কাদম্বিনী সে সব কথার উল্লেখমাত্র করিল না, তাহার ব্যবহারের মধ্যে এতটুকু পরিবর্তনও দেখা গেল না, মোহিনীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে কাদম্বিনী তাহাকে যেরূপ সেবা-যত্ন করিত, এখনও ঠিক সেইরূপই সেবা-যত্ন করিতে লাগিল।

*

দিন পনর পরে অবনী দুই মাসের ছুটি লইয়া কাদম্বিনীর সহিত কলিকাতায় চলিয়া গেল।

পিতৃগৃহে পৌঁছিয়া তাহার জননীর সহিত দেখা করিয়াই কাদম্বিনীর পাশের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "কৈ গো কাকিমা ?"

ধীরেশের জননী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কাদু, কখন্ এলি মা ?"

কাদম্বিনী তাঁহার পদধূলি লইয়া হাসিয়া বলিল, "এই এসে পৌঁছলুম কাকিমা, কৈ গো কাকিমা তোমার বৌ কৈ, ছেলের বিয়ে দিলে আমাদের খবরটা পর্য্যন্ত দিলে না! এখন বৌ ত দেখাও।"

ধীরেশের জননী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "এমন বরাত করে কি আমি এসেছি মা যে ধীরু বিয়ে করে বৌ ঘরে আনবে—সে যে রামকৃষ্ণ মিশনে নাম লিখিয়েছে। তবে তার সঙ্গে এইটুকু আমার কড়ার হয়েছে, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, সে রোজ দু বেলা এসে আমার কাছে খেয়ে যাবে।"

কাদম্বিনী অবাক হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে সে প্রশ্ন করিল, "ধীরুদা কি কাশী থেকে একটী মেয়েকে সঙ্গে করে আনে নি?"

ধীরেশের জননী বলিলেন, "কই মা, এখানে ত কাউকে সে সঙ্গে করে আনে নি, তবে তার মুখে শুনেছি বটে, একটী অনাথা মেয়েকে সে পুরীতে মাতাজীর আশ্রমে রাখতে গিয়েছিল। পুরী থেকে ফিরে এসেই ত সে রামকৃষ্ণ মিশনে নাম লিখিয়েছে।"